শ্রীশ্রীগুরুগ্রন্থ সাহিবজী

সটীক বঙ্গানুবাদ

গউড়ী সুখমনী সাহিব

অধ্যাপক

শ্রীহারানচন্দ্র দেবশর্ম্মা চাকলাদার এম্‌-এ ; এফ, আর, এ, এস, বি, ও,

(Formerly Professor and Head of the Department of Anthropology and Lecturer in Ancient Indian History & Culture, Calcutta University ; President, Indian Science Congress (Anthro. Sec., Indore) ; Secretary Royal Asiatic Society of Bengal (Anthro. Sec.)

প্রথম সংস্করণ

প্রকাশক

কবিরাজ শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র চাকলাদার

ভেডিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট

বেরহামপুর (গঞ্জাম), উড়িষ্যা

১৯৪৬

প্রাপ্তিস্থান :

কবিরাজ শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র চাকলাদার
ভেডিক রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট
বেরহামপুর (গঞ্জাম), উড়িষ্যা।

কলিকাতা প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র—

মহেশ লাইব্রেরী
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা—১২

১লা কার্ত্তিক, ১৩৫৩।

প্রকাশক কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য—৫৲ রেকসিন—৭.৫০

মুদ্রাকর—শ্রীবীরেন সিমলাই
"মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস"
৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার,
কলিকাতা-১৩

নিবেদন

সাধুর আত্মকাহিনী সুখমনী। কিছু নোট (টীকা) ছাড়া ৺হারান বাবুর নিজ হাতের লেখা সুখমনীর অনুবাদ আমি খুঁজিয়া পাই নাই। অর্থাৎ তিনি যে সর্ব্ব প্রথম মহলা ধরিয়া অনুবাদ করিয়াছেন তাহার মধ্যে সুখমনীর অংশটী নাই। পরে একমাত্র সহকারী ডাঃ প্রভাতচন্দ্র দাঁ এম্-এ, বি-এল মহাশয়কে দিয়া যে রাগ অনুসারে ধারাবাহিক অনুবাদ করিয়া লইয়াছিলেন গ্রন্থকার মহাশয়ের নোটের সাহায্য লইয়া সুখমনীর সমস্তটা অনুবাদই শ্রীপ্রভাত বাবুর হাতের লেখা অনুবাদ হইতে গ্রহণ করিয়াছি। এই অনুবাদে হারান বাবুর নিজস্ব চিন্তাধারা ও ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে ফরিদকোট, সাহিব সিং, পঞ্চগ্রন্থী, ম্যাকলিফ প্রভৃতি পাঁচ জন প্রসিদ্ধ টীকাকারের গ্রন্থ আলোচিত হইয়া যেখানে যে ভাবটী অধিকতর সহজ ও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতে পারে তৎপ্রতি সবিশেষ যত্ন লওয়া হইয়াছে। এবং তাহার পরেও অন্ততঃ ছয় জন টীকাকারের গ্রন্থের সহিত পুনঃ পুনঃ ইহা মিলাইয়া লওয়া হইয়াছে। এই সুখমনীর অনুবাদেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডের ন্যায় ফরিদকোট সংস্করণ গ্রন্থের মূল এবং অনুবাদের ধারা প্রধানত রূপে অনুসৃত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত দাঁ মহাশয় যিনি ৺হারান বাবুর এই অনুবাদ কার্য্যে হারান বাবুকে আপ্রাণ সহায়তা করিয়াছেন তাঁহার অন্যতর পরিচয়, ইনি শ্রীশ্রী গোস্বামী প্রভুর প্রশিষ্য। গুরুমুখী ও গ্রন্থ সাহেবের ভাষায় অভিজ্ঞ এবং নানা বিষয়ে সুপণ্ডিত। শেষ বয়সে জীবিত থাকা পর্য্যন্ত যে কয়জন ৺হারান বাবু ও স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের (ডনের সতীশ বাবুর) দৈহিক সেবার দুর্লভ অধিকার পাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রভাতবাবু অন্যতম।

শ্রীপ্রভাত বাবু আমার অনুসন্ধানের উত্তরে নিজ মুখে বলিয়াছেন, "আপনি আমার হাতের লেখা দেখিয়া মনে করিবেন না যে ইহা আমার। ইহা সমস্তই পূজনীয় হারান বাবুর। এক সময় তিনি আমাকে শক্তি ও প্রেরণা দিয়া উহা লেখাইয়া লইয়াছিলেন তাহাতেই তাহা সম্ভব হইয়াছে, তাহা ভিন্ন এসাধ্য আমার ছিল না। ১৯৪৫ সনের আগষ্ট মাস হইতে ১৯৪৬ জানুয়ারী পর্য্যন্ত তিনি কৃপা করিয়া আসিয়া আমার এই বারাণসীর বাড়ীতে ছিলেন, তখন

বড়বাবুও (সতীশ বাবু) জীবিত ছিলেন। সেই সময় তিনি আমাকে তাঁহার কাছে বসাইয়া ক্রমাগত ৬ মাস পর্য্যন্ত রাত্র দিবস অবিশ্রান্ত ভাবে গ্রন্থসাহেবের অনুবাদ করিয়াছেন এবং পরে আমাকে রাগ অনুসারে ধারাবাহিক প্রাথমিক অনুবাদ করিয়া যাইতে নির্দ্দেশ দেন। তখন এই আলোচনা হইয়াছিল যে, আমি তাহা করিয়া দিলে তিনি তাহা সংশোধন করিয়া গ্রহণ করিবেন তবেই অল্পকাল মধ্যে সমস্তটা গ্রন্থের অনুবাদ শেষ করা সম্ভব হইবে। তখন হইতে ক্রমাগত সাত বৎসর পর্য্যন্ত আমি তাঁহাকে প্রাথমিক অনুবাদ লিখিয়া পাঠাইয়াছি"।

৺হারান বাবুর প্রতি শ্রীযুক্ত প্রভাত বাবুর যে অনুরাগ এবং সাধু সেবা-প্রীতি তাহা আর আমি মুখে কি বলিব? অনুমান করি এই অনুবাদ হইতেই সকলে তাহা ধরিয়া লইতে পারিবেন। শ্রীভগবানের অশেষ করুণা যে ভগবান কৃপা করিয়া তাঁহাকে দেহে রাখিয়াছেন। আমি সর্ব্বদাই তাঁহার সহিত পরামর্শ করিবার সুযোগ পাইতেছি। সুখমনী মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে সমস্তটা পাণ্ডুলিপি তিনিই সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

সুখমনী

সুখমনী সুখ অংম্রীত প্রভ নাম ॥
ভগত জনা কৈ মনি বিস্রাম ॥

গ্রন্থসাহেবের অভ্যন্তরস্থিত রাগ গউড়ীর অন্যতম ক্ষুদ্র অংশ সুখমনী। জপজী সাহেবের ন্যায় সুখমনী অংশটী পৃথক পুস্তকাকারে প্রকাশ পাওয়ায় নাম হইয়াছে "সুখমনী সাহিবজী"। দ্বাপরের শেষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন জগতকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন (ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক উপদেশরূপ) গীতা, তেমনি ভক্তরাজ অরজন দেব কলির জীবকে দান করিয়াছেন আপন মৃত্যুহীন প্রাণের সহজ গোবিন্দ নাম এবং তাহার গুণগ্রাম এই সুখমনী সাহেবে।

ভক্তজনের প্রাণের আধার সুখমনী সাহেবের আর তুলনা নাই। তুলনা একমাত্র যোগীশ্বর ঋষিগণ যাঁহারা এই সাধনে সিদ্ধ হইয়াছেন এবং আপনার প্রেমভক্তিযুক্ত অনন্ত সাধন জীবন অনন্ত জীবকে দান করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও এবস্তুকে এভাবে প্রকাশ করিয়া বলিতে খুব কমই দেখা গিয়াছে। কারণ যাঁহারা এই সাধনে সিদ্ধ হইয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই তাহাতেই সমাহিত হইয়া গিয়াছেন, আর মুখে বলিতে পারেন নাই (সম্ভবতঃ সেই অবস্থায় কাহারও মুখে বলিবার সাধ্যও থাকে না)। তথাপি গুরু নানক এবং নানকোত্তর গুরুগণ, বিশেষ করিয়া গুরু অরজন, গুরু ও সন্তবাণী সম্বলিত গ্রন্থসাহেব প্রণয়ন করিয়া যেভাবে ইহাকে ব্যক্ত করিয়াছেন এমন দৃষ্টান্ত অদ্যাবধি বিরল। কথিত আছে, গ্রন্থসাহেব সংকলন সমাপ্ত হইলে শিখ ভক্তগণের অনুরোধে সমগ্র গুরুবাণীর সার স্বয়ং অরজন দেব আপন শ্রীমুখে উচ্চারণ করেন এবং ভাই গুরুদাস তাহা সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া লয়েন। এবং পরে গুরু, সুখস্বরূপ এই অমৃতময় হরিনামের মাহাত্ম্য সূচক বাণী সমুচ্চয়ের নাম দেন 'সুখমনী'। এই সুখমনী চব্বিশ সলোক (ছন্দ), চব্বিশ অষ্টপদী এবং চব্বিশ হাজার অক্ষরে রচিত।

সদগুরু ও গুরুমুখী সাধন—

যেমন বৃক্ষ পরিণত অবস্থায় আপনার বীজে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া অসংখ্য মহীরুহে পরিণত হয় এবং কালে সে মহামহীরুহ বলিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ যখন পরিণত মানব আপনার অন্তরের সত্য প্রেম পবিত্রতা পরমেশ্বরের প্রতীক নামরূপ বীজে নিহিত করিয়া এবং তাহাতে আপনার বিলুপ্তি সাধন পূর্ব্বক আপনাকে অগণিত জীবে দান করেন তখন তাঁহার নাম হয় সদগুরু বা হরি-দেষ্ঠ। হরি-দেষ্ঠ, সদগুরুরূপে হরি পরম দাতা। এবং সেই সদ্‌গুরু যেখানে (যে আধারে) আপনার পূর্ণতা নিঃশেষে দান করিয়া আপন পূর্ব্ব স্বত্ব পূর্ণরূপে উৎপন্ন করিয়া দিয়া আপনি পরিপূর্ণতা লাভ করেন তখন সেখানেই হন তিনি পূর্ণসদগুরু বা পূর্ণব্রহ্ম ভগবান। এবং যে ভগবৎ কৃপাপ্রাপ্ত জন পূর্ণসদগুরু-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া একান্ত ভাবে গুরুর উপদেশ অনুসারে চলে তাহার নাম হয় গুরুমুখ বা গুরুমুখী। এবং সেই গুরুমুখীরই পূর্ণ পরিণতি পূর্ণসদগুরু, পূর্ণব্রহ্ম বা পূর্ণমানব। গ্রন্থসাহেব বা সুখমনী সাহেবে এই গুরুমুখী সাধনেরই কথা অতীব প্রাঞ্জল সুমধুর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

গুরুমুখী সাধনের পৌরাণিকতা—

গুরুমুখী সাধনের পৌরাণিকতা বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে অনন্ত কাল যাবৎ প্রতি যুগে এই সাধন চলিয়া আসিতেছে। সত্যযুগে রাজর্ষি জনক শ্বাসে শ্বাসে গুরুমন্ত্র জপ করার ফলে ধর্ম্মরাজের অনুরোধে এক দিনের সাধন ফল দান করিয়া অগণিত নরকবাসী জীবকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তারপর বর্তমান এই কলিযুগে নানক, মহপ্রেভুর কথা ত সকলেই জানেন*। আমাদের দৃষ্টিতে নানক ও মহাপ্রভু একই জ্যোতি মাত্র দুইটী ভিন্ন মূর্ত্তি। তারপর আসিলেন শ্রীমৎ আচার্য্য শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ, একই দেহে

*প্রেমের অবতার সদ্‌গুরু নানক এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, একই সময়ে আবির্ভাব, মাত্র ১৬ বৎসরের ব্যবধান। আগে জন্ম নিলেন সদগুরু, পাছে ভগবান-শ্রীচৈতন্য (নানক জন্ম নেন ১৪৬৯ খৃঃ, মহাপ্রভু ১৪৮৫ খৃঃ। গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব ১২৪৮ সনে)।

দুই'য়ের অভিন্ন মূর্ত্তি। সেই সদগুরু বিজয়কৃষ্ণের ভাষায়, "এই সাধন আধুনিক নয়, ইহা অতি প্রাচীন বৈদিক সাধন। প্রথম মহাদেব দত্তাত্রেয় প্রভৃতি যোগীশ্বরেরা এই সাধন ক'রে সিদ্ধ হ'য়েছিলেন"। শ্রীমন্মহাপ্রভুও যে এই সাধনে সিদ্ধ ছিলেন তাহাও শ্রীমৎ গোস্বামী প্রভুর কথা হইতে জানা যায়। যতদূর অনুমান করা যায় শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর যুগেই এই সাধনের পরিপূর্ণ বিকাশ। আমাদের ধারণা যাঁহারা শ্বাসে শ্বাসে গুরুমন্ত্রের সহিত ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তের (ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল, ৯০ সূক্ত) প্রথম ঋক্ মন্ত্রটীকে অনুধাবন করিয়াছেন তাঁহারা সাক্ষাৎ ভাবেই উপলব্ধি করিয়াছেন যে এই সাধন কোন্ বস্তু এবং কত অনন্ত কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। শ্রীমদ্ভাগবৎ অন্বেষণ করিলেও ইহার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। যাহাই হউক পূর্ব্বে ঋষিরা

---

†গোস্বামী প্রভু তাঁহার শিষ্যগণকে যে সাধন দিয়াছেন (তাহা গুরুমুখী সাধন) সেই সম্পর্কে বলিয়াছেন—বিজয়মঙ্গল ২০৩—

"আমাদের এই সাধন পূর্ব্বে আর কখনও গৃহস্থদের মধ্যে ছিল না, গৃহস্থদের এই সাধন লাভ করা এই প্রথম। যোগী ঋষি সন্ন্যাসীদের মধ্যেই এই সাধনের প্রচলন ছিল। কেহ ইচ্ছা করিলেই অমনি এই সাধন লাভ করিতে পারিতেন না। বর্ত্তমান সময়ে সংসারের দুরবস্থা দেখে কয়েকজন মহাপুরুষ জীবের কল্যাণের জন্য সংসারীদের মধ্যেও প্রার্থী হইলেই এই দুর্লভ সাধন যাকে তাকে দিয়াছেন।

এই সাধনে বিশেষ অধিকার চাই। প্রথম, সূর্য্য উপাসনা তিন জন্ম ; শক্তি-উপাসনা একশত জন্ম ; পরে বিষ্ণু উপাসনা তিন জন্ম করিলে এই অধিকার লাভ হয় ; তৎপূর্ব্বে বহু জন্ম অতিবাহিত হয় ; তাই কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন :—

"ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব ॥
গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে মিলে, ভক্তি লতা বীজ ॥"

এই সাধন প্রথম নারায়ণ ব্রহ্মাকে, তৎপর ব্রহ্মা নারদকে দেন। এইরূপে ক্রমে গুরুপ্রণালী মতে চলিয়া আসিতেছে। মাধবেন্দ্র পুরীর এই শক্তি। মহাপ্রভু (গৃহীদের মধ্যে) মাত্র সাড়ে তিন জনকে এই শক্তি দেন, স্বরূপ, রায় রামানন্দ, শিখী মাইতি ও তাহার ভগ্নী মাধবীকে অন্যত্র, প্রশ্ন করা হইল, মহা-

অতি গোপনে এই সাধন করিতেন। চার যুগ পরে মহর্ষি জনক নানক-রূপে অবতীর্ণ হইয়া ব্যাপক ভাবে ইহার প্রচার করেন ; তৎপূর্ব্বে এইরূপ আর হয় নাই, ইহাই শিখদিগের বিশ্বাস। এবং তৎপর গোস্বামী প্রভু আসিয়া ঋষির প্রাণ ধন, এই গুপ্ত সাধন আচণ্ডালে বিতরণ করেন ; এমন কি মহাপ্রভুর যুগে মহাপ্রভুর কীর্ত্তনে যাহারা উপস্থিত ছিলেন এবং তখন যাহারা এই সাধন পান নাই তাহারা সকলে গোস্বামী প্রভুর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। পূর্ব্বাপর ঋষি ও প্রসিদ্ধ মহাপুরুষগণের জীবনী অন্বেষণ করিলে দেখা যায়, গুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ না করিতে তাঁহাদের মধ্যে ভক্তির উৎস খোলে নাই ?

গুরুমুখী সাধনের গোপনীয়তা—

গুরুমুখী সাধনের গোপনীয়তা প্রতি যুগেই বিশেষ ভাবে রক্ষিত

প্রভুর কি কোন শিষ্য ছিলেন ? "হাঁ, তাঁহার কতগুলি শিষ্য ছিলেন। সাড়ে তিন জন বলা হইয়াছে। তাঁহারা শুধু শিষ্য নহেন, তিনি তাহাদিগকে অন্তরঙ্গ সাধন শিক্ষা দিতেন···"।

যাহারা এই সাধন পাইয়াছেন (গোস্বামী প্রভুর সময়ে), তাহারা সকলেই মহাপ্রভুর সময়ের লোক।

নিজের সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে দান করিতে যেমন হৃদয় ছিন্ন হইয়া যায়, অত্যন্ত আদরে গোপনে রক্ষা করে, তদ্রূপ বহু সাধনের ধন এই বস্তু মহাপুরুষরা কাহাকেও দান করেন না, অত্যন্ত গোপনে রক্ষা করিয়া থাকেন।

মহাপ্রভুর সময়ে সাড়ে তিন জনকে যে বস্তু দেওয়া হইয়াছিল, এবার সেই সময়ের বাকী লোকদিগকে তাহাই দেওয়া হইল।

আমাদের এই সাধন সত্যযুগের ঋষিদের সাধন, ধ্যান যজ্ঞাদির সঙ্গে সঙ্গে করিতেন।

মনুষ্য প্রকৃতির মধ্যে যত ধর্ম্মভাব আছে, সমস্ত ভাবের পোষণ এই সাধনে হয়। সুতরাং ঈশ্বর উপাসনা, পরাধর্ম্ম সমস্তই ইহার অন্তর্গত। ইহার মধ্যেই সব।

(সদগুরু বিষয়ে)···তাঁহারা কি আর সকল সময়েই আসেন, চার কল্প পরে নানক একবারই এসেছিলেন।

হইয়া আসিতেছে। আজও যাঁহারা এই সাধন করিতেছেন তাঁহারা অতি গোপনেই তাহা করিয়া থাকেন। শ্বাসে শ্বাসে গুরুমন্ত্র জপই এই সাধনের মূলমন্ত্র ; ইহা ভিন্ন বাহিরের অবলম্বন বা অস্বাভাবিক কোন কিছুই ইহাতে নাই। এই সাধনের সমস্তই আভ্যন্তরিণ, বাহিরে প্রকাশ বা বাহির হইতে এই সাধন সম্বন্ধে বুঝার কোন সুযোগই ইহাতে নাই। এক সময় জনৈক ধর্ম্ম বিষয়ে আগ্রহশীল পাশ্চাত্য সুপণ্ডিত ৺হারানবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গোস্বামী প্রভুর সাধন ও সম্প্রদায় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন "যাহা দেখিতেছেন তাহা ভিন্ন স্বাতন্ত্র্য কিছু ইহাতে নাই।" তাহার পরেও যখন তিনি প্রশ্ন করিলেন, তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "আপনার ইচ্ছা হয়ত আপনি পুরী সমাধি আশ্রমে যাইয়া দেখিয়া আসিতে পারেন।" পরে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন পূর্ব্বক তৎ তৎ সম্প্রদায়ের বিশিষ্টগণের কাছ হইতে এবং তাঁহাদের যে সব পুঁথি পুস্তক রহিয়াছে তাহা অন্বেষণ করিতে বলেন। এসব শুনিয়া তিনি যাওয়ার সময় বলেন, "আমি বহু সম্প্রদায়ের লোকদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছি, তাহারা প্রায় সকলেই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের বিষয় যতদূর পারিয়াছেন ব্যক্ত কলিয়াছেন, কিন্তু এইরূপ উত্তর আর কোথাও পাই নাই* ।"

আগে কেন সুখমনী প্রকাশ করিলাম—

গ্রন্থসাহেবের সার সুখমনী, সুখমনীতে প্রবেশ করিতে পারিলে গ্রন্থসাহেবে প্রবেশ সহজ হইবে, প্রথমতঃ এই দৃষ্টিতেই আগে সুখমনী প্রকাশ করিলাম। ধারাবাহিক ভাবে করিতে গেলে শ্রীরাগ পূর্ব্বার্দ্ধের পরে উত্তরার্দ্ধ প্রকাশ করিয়া তৎপর রাগ মাঝ ও রাগ গউড়ী এবং রাগ গউড়ীর অন্তর্গত সুখমনী প্রকাশ করিতে হইত। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও অর্থের সংস্থান হইল না বলিয়া ইহা করা হইল।

দ্বিতীয়তঃ, ৺দাদা (অনুবাদক মহাশয়) দেহ রক্ষার পূর্ব্বে আমার অনুসন্ধানের উত্তরে বলিয়াছিলেন, "শ্রীরাগ প্রথম খণ্ডের পরে, পার'ত রাগ

*ইহা ৺হারানবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হরিসাধনবাবুর কাছ হইতে শুনা, তিনি তখন নিকটে উপস্থিত ছিলেন।

গৌড়ী প্রকাশ করিও।" যে ভাবে আমরা গ্রন্থসাহেব প্রকাশ করিতেছি, সেই ভাবে সমগ্র রাগ গৌড়ী প্রকাশ করিতে গেলে প্রায় দুই হাজার পৃষ্ঠা অর্থাৎ আট খণ্ডেও তাহা শেষ হওয়া দুষ্কর এবং ঐ বিপুল অর্থের সংস্থান আমার নাই, এ কারণ সুখমনী প্রকাশ দ্বারা দাদার শেষ অভিপ্রায় কথঞ্চিৎ পূর্ণ করিতে চেষ্টা করা হইল।

তৃতীয়তঃ, গ্রন্থকর্ত্তা গুরুমুখী হারানচন্দ্রের অধ্যাত্ম জীবনের পরিচয় পাওয়া দূরের কথা তাঁহার কর্ম্ম জীবনের ইতিবৃত্তও এ যাবৎ পুস্তকাকারে প্রকাশ পাইতে পারে নাই। তিনি জীবিত থাকিতে আমি তাঁহার কর্ম্মজীবনের ইতিহাস তাঁহার মুখ হইতে শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিতে উৎসাহী হইয়াছিলাম কিন্তু তিনি নিজেই তাহা করিতে দেন নাই। তখন জানিতাম না, গুরুমুখের আদর্শ কি, কেন তিনি রাজী হন নাই। যখন গোস্বামী প্রভু এই অধমকে তাঁহার শিষ্যের প্রীতিতে গ্রহণ করিলেন তখনই বুঝিলাম হারানবাবুর মহত্ত্ব কোথায়। হারানবাবুর মহত্ত্ব একমাত্র তিনি, যিনি হারানবাবুকে মহত্ত্ব দান করিয়া মহান হইয়াছেন। অতএব এক তিনি ভিন্ন তাঁহার দুর্ভেদ্য আবরণ ছিন্ন করিয়া তথায় পৌঁছিতে পারে এমন শক্তি অপর কাহারও নাই, অতএব হারান-বাবুকে অপ্রকাশ রাখা বা প্রকাশ করা সমস্ত কিছু গোস্বামী প্রভুর হাত। তাঁহার কৃপা ভিন্ন কিছুই হইবার সাধ্য নাই। তবে কি হারানবাবু অপ্রকাশই থাকিয়া যাইবেন? না, তাহা নহে,--গুরু যখন তাঁহাকে আপন সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন, তখন সমস্ত ভার গোস্বামী প্রভুর* ; তিনি নিজেই তাঁহাকে প্রকাশ করিবেন।

* আঠ পহর জন হরি হরি জপে ॥
হরি কা ভগতু প্রগট নহী ছপে ॥৭॥২॥

(সুখমনী, ২০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

জো প্রভি অপনি সেৱা লাইআ ॥
নানক সো সেৱকু দহদিসি প্রগটাইআ ॥৪॥১৭॥

(সুখমনী, ১৬৩ পৃষ্ঠা)

ইহা উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বে (হারানবাবুর দেহ ত্যাগের পরে) তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সহ গোঁসাই-গণমণ্ডলী ও বাহিরের অনেকে আমাকে ৺হারান বাবুর জীবনের ইতিবৃত্ত লিখিয়া প্রকাশ করিতে বলেন। আমিও, ৺হারানবাবু আমাকে যে ভাবে কৃতার্থ করিয়াছেন; তাহাতে আমার বাল্যকাল হইতে তাঁহার সিদ্ধদেহ লাভের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি তাঁহাকে যে ভাবে দেখিয়াছি, তাহা আমারই প্রকাশ করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছি। কিন্তু কেহ কেহ আমাকে এ বিষয়ে নিবৃত্ত থাকিতে পরামর্শ দেন। এখানে আরও একটী কথা আমার মনে হইয়াছে, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি যে তাঁহার অনির্ব্বচনীয় মহত্ত্ব নিজ দেহ হইতে আমার অন্তরে নিঃশেষে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ত' আমি আমার প্রত্যক্ষ অনুভূতি দ্বারা সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে দেখিয়াছি। অতএব তিনি যখন নিজেই নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছেন তখন তাঁহার মহৎ জীবনের পরিচয় গোপন রাখার স্বার্থকতা কোথায়? তথাপি যাঁহারা আমাকে হারানবাবুর জীবনী লিখিতে উৎসাহিত করিয়াছেন এবং যাঁহারা করেন নাই তাঁহারা সকলেই আমার হিতাকাঙ্ক্ষী, এ কারণ তাঁহাদের কাহাকেও লঙ্ঘন করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাই আমি পরিশেষে আমার মনের অভিপ্রায় শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর কাছে নিবেদন করিলাম। তাহার উত্তরে তিনি কৃপা পূর্ব্বক এই কয়টী কথা লিখিতাকারে জানাইয়াছিলেন—

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫ সন

"...মনীন্দ্রকে আমাদের আশীর্ব্বাদ দিয়ে ব'লো তার এই সমস্ত সদভিপ্রায় ও মনের বাসনা জ্ঞাত হ'য়ে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করলাম।

হারানের পবিত্র চরিত্র প্রকাশ হওয়া খুবই প্রয়োজন। হারানের মত আদর্শ জীবন আধুনিক যুগে বিরল...। মনীন্দ্রের দ্বারা হারানের জীবনী প্রকাশ হ'লে আমরা প্রীতি লাভ করব। মনীন্দ্রকে আমার এই আদেশ বি— যেন লিখে নিয়ে তাকে দেয়।"

ইহার পরে আমি আমার মা, বড় ভাইবোন, ৺হারান বাবুর জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃ বধূ ও আমাদের অন্যান্য পরিজন ও অপরাপরের মুখ হইতে হারান বাবুর বিষয়ে যাহা যাহা শুনিয়াছি এবং আমি তাঁহাকে যে রূপে দর্শন করিয়াছি তাঁহার বিষয় অবিশ্রান্ত ভাবে চিন্তা করিতে ও লিখিতে থাকি। ক্রমাগত দুই বৎসর ধরিয়া বহু লেখা লিখিয়াছি কিন্তু তাহার কোনটাই আমার মনের মত

হয় নাই, অর্থাৎ আমি তাঁহাকে যে ভাবে উপলব্ধি করিয়াছি শত চেষ্টা করিয়াও আমার লেখায় তাহা ঠিক সে ভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারি নাই। অতএব আমার ভিতরের ত্রুটিই যে আমার অক্ষমতার কারণ তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু তথাপি আমি আমার চেষ্টা হইতে বিরত হই নাই। আমি সর্ব্বদাই তাঁহাকে আমার অন্তরে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি (বা তিনিই আমাকে তাঁহার সঙ্গছাড়া করেন নাই, তাই আমি তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতে পারি নাই)। এসময় আমার দুরবস্থা দেখিয়া আমার জ্যেষ্ঠা সহোদরা (৺হারান বাবুর খুড়তুত ভগ্নী) কনিষ্ঠের কৃত কার্য্যের জন্য গোঁসাই মন্ত্রের তীব্র সাধন করেন। তাহার ফলে (বা গোঁসাইর কৃপায়) আমার এই মহৎ উপকার হইল যে, তিনি নানা সুন্দর সুন্দর অবস্থার মধ্যে থাকিয়া কতিপয় মন্ত্র দর্শন করেন, যাহা পরে আমার বিশেষ উপকারে আসিয়াছে*। কিন্তু তাহাতেও আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না, আমি হারানবাবু সম্বন্ধে যাহা বলিতে চাহিয়াছিলাম তাহা সে ভাবে ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারি নাই। এ সময় শ্রীরাগ প্রথমার্দ্ধ প্রকাশ পাওয়ায় দ্বিতীয়ার্দ্ধ প্রকাশ করিব কিনা তাহাই আমার চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িল এবং তখন ৺হারান বাবু যে আমাকে শ্রীরাগ প্রথমার্দ্ধের পরে 'রাগ গৌড়ী' প্রকাশ করিতে বলিয়াছিলেন তাহা মনে পড়িল। এবং রাগ গউড়ীতে বিশেষ কিছু রহিয়াছে মনে করিয়া আমি রাগ গৌড়ী অন্বেষণ করিতে লাগিলাম এবং তাহা পাঠ করিতে করিতে রাগ গউড়ার মধ্যে সুখমনী দেখিতে পাইলাম † এবং আশ্চর্য্যের সহিত লক্ষ্য করিলাম যে, ৺হারান বাবু কিছু নোট ছাড়া সুখমনীর অনুবাদ নিজ হাতে লিখিয়া রাখেন নাই। তাহার একমাত্র কারণ আমার ইহাই মনে হইলে, আমি যে তিনি জীবিত থাকিতে তাঁহার কাছ হইতে তাঁহার জীবনী শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলাম, তিনি আমাকে দিয়া আমার সেই প্রার্থনা পূর্ণ করাইয়া লইবেন বলিয়াই সুখমনী অংশটী ছাড়িয়া গিয়াছেন ; ইহা ভিন্ন আজও তাহার দ্বিতীয় কারণ খুঁজিয়া পাই নাই। কেবল তাহাই নহে, তিনি জীবিত থাকিতে আমি তাঁহার নিকটে যাহা যাহা

---

* এই লেখার মধ্যেও তাহার কিছু ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

† ইহার পূর্ব্বে যদিও আমি সুখমনীর নাম শুনিয়াছিলা, কিন্তু তাহা পাঠ করিবার সুযোগ আমার হয় নাই।

প্রার্থনা করিয়াছি, এমন কি তখন যাহা করি নাই আমার প্রাণের সেই আকাঙ্ক্ষাও তিনি পূর্ব্ব হইতেই পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। ইহা ভাবিয়া আমি যতই সুখমনী পাঠ করিতে লাগিলাম ততই অবাক বিস্ময়ে দেখিতে লাগিলাম, যে জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হই নাই তাহা সমস্তই সুখমনীতে ব্যক্ত রহিয়াছে। অতএব সুখমনীতে সাধু হারানচন্দ্রের আত্মদর্শন প্রকাশ দেখিয়া আমার মন আনন্দে ভরিয়া গেল। আমি এখন নির্ভয়ে বলিতে পারি "যাহা সুখমনী তাহাই হারানচন্দ্র, সুখমনীতে ও হারনচন্দ্রে কোনই ভেদ নাই।" অতএব ইহা দেখাইবার জন্যই আগে সুখমনী প্রকাশ করিলাম।

৺ হারানবাবু সম্পর্কে ইহাই হয়'ত আমার শেষ কথা নয়। গোঁসাইজীর কৃপা হইলে আমাকে দিয়া তিনি আরও কিছু বলাইতে পারেন। যদি সেই সৌভাগ্য আমার নাও হয়, অতঃপর যাঁহারা হারানবাবুর বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিবেন, যদি তাঁহারা এই সুখমনীকে ভিত্তি স্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাহা করেন, আমার বিশ্বাস, তাঁহারা অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবেন।*

আমাদের অনুভূতিতে, যে সত্যদর্শী মহামানবের কৃপা ভিন্ন মানুষ সত্যের পথে এক পা'ও অগ্রসর হইতে পারে না, সেই পুরুষদিগের অন্যতম অধ্যাপক শিরোমণি হারানচন্দ্র বিশ্বের দরবারে আপনার জীবন বিনিময়ে যে এক উপমা রহিত আশ্চর্য্য চিরন্তন বৃক্ষের অঙ্কুর উদঘাটন করিয়া দিয়া গিয়াছেন * তাহার বীজ এই সুখমনীতে নিহিত আছে, তাহা এবং তাঁহার (হারাণ বাবু) সম্বন্ধে ভাষাগত জীবনী মুখ হইতে শুনিয়া তাহা যে

* ইহা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সর্ব্ব প্রথম অধ্যাপক (বর্ত্তমানে ডক্টর) হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় কৃত "জাতীয় আন্দোলনে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়" ও "দি অরিজিনস অফ দি ন্যাসনাল এডুকেশন মুভমেন্ট" নামক পুস্তকদ্বয়ে গোঁসাই শিষ্য আচার্য্য সতীশচন্দ্র ও হারানচন্দ্রের কর্ম্মজীবন বিষয়ে আলোচিত হওয়ায় অধ্যাপকদম্পতি গোঁসাইগণ মণ্ডলী ও দেশবাসীর বিশেষ কৃতজ্ঞভাজন হইয়াছেন।

আমরা পূর্ব্ব প্রকাশিত শ্রীরাগ খণ্ডে ৺হারানবাবুর জীবনাদর্শ ও কর্ম্মজীবন বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি (উক্ত অংশ শ্রীরাগ ছাপা হইয়া যইবার একবৎসর পরে তাহাতে যুক্ত করা হইয়াছে)।

কেহ চিরদিন মনের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিবেন এই ভরসা আমাদের নাই ; সুতরাং আমার কাছ হইতে যাঁহারা হারানবাবুর পবিত্র জীবনী শুনিতে চাহিয়াছিলেন, ৺ হারান বাবুর প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ আমি তাঁহাদের হাতে ভক্তের প্রাণধন 'সুখমনী' আমার অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধার সহিত অর্পণ করিলাম।

সুখমনীকে নির্ভুল ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে প্রকাশ করিতে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছি ; তাহা সত্ত্বেও ভুল ত্রুটি থাকিয়া যাওয়া অসম্ভব নয় ; যদি তাহা ঘটিয়া থাকে জানিতে পারি তবে পরবর্ত্তী সংস্করণে শুদ্ধ করিয়া লইতে পারিব।

সুখমনী বা গ্রন্থসাহেব প্রকাশের কাজে আমার কৃতকার্য্যের জন্য যাঁহারা আমাকে সর্ব্বদা আপ্রাণ সহায়তা করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম পূজনীয় আচার্য্য শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ৺হারানবাবুর আশ্রম জীবনের সহমর্ম্মী ও নিত্যসঙ্গী পরম ভাগবত শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; ডাঃ প্রভাত চন্দ্র দাঁ, ৺হারানবাবুর ছাত্র ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহধর্ম্মিনী মা সারদা দেবীর মন্ত্র-শিষ্য শ্রীশচীন্দ্র চন্দ্র মজুমদার, গোঁসাই প্রশিষ্যা মা মণি ও ৺হারান বাবুর ভগ্নী শ্রীযুক্তা উৎপলা দেবী।

এতদ্ভিন্ন যাঁহারা আমাকে আশীর্ব্বাদ ও সহানুভূতি প্রদর্শন দ্বারা উৎসাহিত করিয়াছেন এবং করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, স্বর্গত ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, স্বর্গত ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, ডঃ হুমায়ুন কবীর, ডঃ ত্রিগুণা সেন, ডঃ হরিদাস মুখোপাধ্যায়, ডঃ জী, সী, রায় চৌধুরী, প্রফেসার অনিল চন্দ্র ব্যানার্জি, প্রফেসার এন্, কে, সিংহ, প্রফেসার কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী প্রমুখ কলিকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলা ও বাংলার বাহিরে বহু সুধী অধ্যাপকগণ। এবং বাংলার ভক্তমণ্ডলীর অন্যতম মহাত্মা শ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ, স্বামী শ্রীঅসীমানন্দ সরস্বতী, স্বামী পূর্ণানন্দ সরস্বতী, শিখ ভক্ত ও সাধুমণ্ডলীর প্রতিনিধি অমৃতসর শিরোমণি গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটি, দিল্লীস্থ গুরুমত প্রচারক সমিতি, ক্যাপটেন ভাগ সিং এম্-বি-ই প্রমুখ কলিকাতা ও পাঞ্জাবস্থিত শিখ সুধী ভ্রাতৃবৃন্দ, গোঁসাই শিষ্য ও গণমণ্ডলী ; গোঁসাই অনুরাগী জনের অন্যতম শ্রীযতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায় ; দৈনিক আনন্দ বাজার ও যুগান্তর ; মন্দির,

সুদর্শন, ভারতী প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা সম্পাদকগণ সহ বহু বহু সুধী সাধক মনীষিগণ। আমি উল্লিখিত ও অনুল্লিখিত সকলকে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

সুখমনীকে সুন্দর ও নির্ভুলরূপে মুদ্রণের জন্য কলিকাতা মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেসের মুদ্রাকর ৺হারানবাবুর ভাগিনেয় শ্রীমান বীরেন. সিমলাই ও তাহার সহকর্ম্মিগণ যে যত্ন ও শ্রম স্বীকার করিয়াছেন তজ্জন্য আমি শ্রীমান বীরেন ও তাহার সহকর্ম্মী দিগকে আমার প্রাণের আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলাম।

সর্ব্বশেষ, "হে আমার সন্ত-সদ্‌গুরো! আমি আপনাকে তোমার চরণে বলি-স্বরূপ অর্পণ করিতেছি। তোমার দর্শনের বলিহারি যাই; কারণ, তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে তোমার অমৃতস্বরূপ নাম প্রদান করিয়াছ।"

হে অগ্রজ! হে কাঙ্গালৈকশরণ গোঁসাই! তোমরা আমার ও আমার এই বিশ্বের কোটি কোটি প্রণাম গ্রহণ কর এবং আমাদিগকে এই এক দান দাও, হে প্রভু! জন্মে জন্মে আমরা যেন তোমার সাধুর চরণধূলি পাই।

অপ্রকট শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর

অমৃতবাণী

গ্রন্থসাহেবজী বাংলাতে অনুবাদ ক'রে প্রকাশ হওয়াতে একটি মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হল। হারানকে আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছি। ভক্তিপূর্ব্বক পাঠে নরনারী আবরণ মুক্ত হ'য়ে সত্যধর্ম্মের সন্ধান পাবে। এই বই প্রকাশ হওয়াতে আমরা অতীব প্রীতিলাভ করিলাম।

ধর্ম্ম জগতে এই পুস্তক খানি কোহিনূর তুল্য অপূর্ব্ব অমূল্য রত্ন। কলির নরনারীর উপর শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর অপার করুণার দান এই সব শ্রেষ্ঠ রত্নরাজী। বইখানি আমরা সাদরে গ্রহণ করিলাম।

উক্ত বাণী পরলোকবাসী মহাত্মা ৺শ্রীশ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী জীউ প্রেরিত। শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুর সাধনের অন্তর্ভুক্ত একজন যিনি সর্ব্বদা গোঁসাইজীর দর্শন ও সঙ্গলাভ করিয়া থাকেন, উহা তিনি গোস্বামী প্রভুর নিকট হইতে শুনিয়া গোঁসাইজীর আদেশ অনুসারে গ্রন্থের প্রকাশককে পত্রে লিখিয়া জানাইয়াছেন। ৺হারানবাবু কৃত এই বাংলা-অনুবাদ গ্রন্থসাহেবের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য উক্ত পত্রে লিখিত গোঁসাইজীর ভাষা অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া এখানে কেবল সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করা হইল। প্রথম অনুচ্ছেদের বাণী প্রথম খণ্ড প্রকাশের পরে এবং দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের বাণী দ্বিতীয় (শ্রীরাগ) খণ্ড প্রকাশের পরে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীগুরুগ্রন্থ সাহিবজী

বঙ্গানুবাদ

গউড়ী সুখমনী মহলা ৫

সলোকু (শ্লোক-ছন্দ)

১ওঁ সতিগুর প্রসাদি ॥

আদি গুর এ নমহ ॥
যুগাদি গুর এ নমহ ॥
সতি গুর এ নমহ ॥
শ্রী গুরদেব এ নমহ ॥ ১ ॥

অনুবাদ

১। * আদি গুরুকে নমস্কার, যুগের আদিতে যিনি গুরু তাঁহাকে নমস্কার, সদ্‌গুরুকে নমস্কার, শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার।

টীকাঃ—কেহ কেহ এই অর্থ করেনঃ—আদিগুরু শ্রীনানক দেবকে নমস্কার, দ্বিতীয় গুরু শ্রীঅঙ্গদজীকে নমস্কার, তৃতীয় গুরু শ্রীঅমরদাসজীকে নমস্কার এবং চতুর্থ শ্রীগুরু রামদাসজীকে নমস্কার।

অষ্টপদী ১

সিমরউ সিমরি সিমরি সুখু পাৱউ ॥
কলি কলেস তন মাহি মিটাৱউ ॥

---

* সুখমনী সাহেবের প্রারম্ভে পঞ্চম গুরু অর্জ্জুন দেব গুরুগণকে প্রণাম জানাইতেছেন।

হে ভাই! পরমেশ্বরের নাম স্মরণ কর, নাম স্মরণ কর, নাম স্মরণ করিয়া সুখ লাভ কর; কল্পনা এবং রাগাদি ক্লেশ শরীর হইতে দূর কর।

সিমরউ জাসু বিসুংভর একৈ ॥
নামু জপত অগনত অনেকৈ ॥

সেই এক জগৎ-পালক বিশ্বম্ভরকে স্মরণ কর, যাঁহার অগণিত (অসংখ্য) নাম অনেক লোক জপ করে অথবা যাঁহার অনেক নাম অগণিত জন জপ করে।

বেদ পুরান সিংম্রিতি সুধাখ্যর ॥
কীনে রাম নাম ইক আখ্যর ॥

বেদ, পুরাণ, স্মৃতি-শাস্ত্রের এক এক অক্ষর খোঁজ করিয়া অবশেষে এক রাম নামই সার অক্ষর বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে।

কিনকা একু জিসু জীঅ বসাবৈ ॥
তাকী মহিমা গনী ন আবৈ ॥

এই রাম নামের কণামাত্র যিনি মনে বসাইবেন তাঁহার মহিমা গণিয়া শেষ করা যাইবে না।

অথবা

এই রাম নামের এক কণিকা, কিঞ্চিৎ 'রা' মাত্র কিয়ৎ কালের জন্যও যিনি আপনার মনে বসাইবেন (বা জপ করিবেন) সেই পুরুষের মহিমা গণনার অতীত।

কাংখী একৈ দরস তুহারো ॥
নানক উন সংগি মোহি উধারো ॥

এভাবে নাম স্মরণকারী সন্ত যিনি একমাত্র তোমারই দর্শন আকাঙ্ক্ষা করেন নানক কহিতেছে, হে প্রভু! সেই সন্তের সঙ্গে আমাকেও (সংসার সিন্ধু হইতে) উদ্ধার কর।

টীকা ঃ—সিমরউ=স্মরণ কর; অথবা আমি স্মরণ করিতেছি। সিমরি= স্মরণ করিয়া। কলি=ঝগড়া, কল্পনা। কলেস=ক্লেশ, দুঃখ অথবা রাগাদি পঞ্চ ক্লেশ যথা—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ (মৃত্যু জনিত ভয়)।

তন=তনু, শরীর। মহি=মধ্যে। মিটাৱউ=মিটাও অথবা মিটাইয়াছি। জাসু=যিনি বা যাহার। বিস্বংভর=বিশ্বম্ভর, জগৎ পালক। সুধাখ্যর (সুধাক্ষর)=এক এক অক্ষর খুঁজিয়া অথবা শুদ্ধ অক্ষর বা সুধার আকর যাহা বেদ প্রভৃতিকে শোধন করিয়াছে অথবা সুধার আকর এক অক্ষর রাম নামেই কেনা যায় বেদ পুরাণ প্রভৃতি। ইক আখ্যর=একাক্ষর ওঁ; অথবা আখর= আখার, অন্তে, অবশেষে। কিনকা=কণিকা, even a grain অথবা ক্ষণিকের জন্যও Who treasureth Gods name in his heart even for a moment (MA)

সুখমনী সুখ অংম্রিত প্রভ নামু॥
ভগতি জনা কৈ মনি বিস্রামু॥১ রহাউ॥

১ রহাউ॥ প্রভুর অমৃত নামের সুখরূপ মণি, প্রেম-ভক্তি ইহাতে ভরপূর রহিয়াছে—তাহাতেই ইঁহার নাম সুখমনী রাখা হইয়াছে, ইহার বিশ্রাম (স্থান) ভক্তজনের মনের মধ্যে আছে।

অথবা

এই বাণীর নাম সুখমনী, কারণ ইহাতে সুখস্বরূপ প্রভুর অমৃততুল্য, সুমধুর নাম আছে, যাহার বিশ্রাম, নিবাসস্থল ভক্ত জনের হৃদয়ে।

(২)

প্রভ কৈ সিমরনি গরভি ন বসৈ॥
প্রভ কৈ সিমরনি দূখু জমু নসৈ॥

প্রভুকে স্মরণ করিলে পুনরায় মাতৃগর্ভে বাস করিতে হয় না। প্রভুকে স্মরণ করিলে যম-যাতনা দূর হয়।

প্রভ কৈ সিমরনি কালু পর হরৈ ॥
প্রভ কৈ সিমরনি দুসমন টরৈ ॥

প্রভুকে স্মরণ করিলে কাল (মৃত্যুও) পরিহার করে। প্রভুকে স্মরণ করিলে শত্রু হটিয়া যায়।

প্রভ সিমরত কছু বিঘনু ন লাগৈ ॥
প্রভ কে সিমরনি অনদিনু জাগৈ ॥

প্রভুকে স্মরণ করিলে কোনই বিঘ্ন আসিতে পারে না। প্রভুকে স্মরণ করিলে মন অহর্নিশি (মোহ নিদ্রা হইতে) জাগ্রত থাকে অথবা জ্ঞানের সহবাসে মন দিবারাত্র সজাগ থাকে।

প্রভ কৈ সিমরনি ভউ ন বিআপৈ ॥
প্রভ কৈ সিমরনি দুখু ন সংতাপৈ ॥

প্রভুকে স্মরণ করিলে মনকে ভয় ব্যাপ্ত করিতে (দাবাইতে) পারে না। প্রভুকে স্মরণ করিলে দুঃখ (শরীর মন) সন্তাপিত করিতে পারে না।

প্রভ কা সিমরনু সাধ কৈ সংগি ॥
সরব নিধান নানক হরি রংগি ॥

সাধু সঙ্গে প্রভুর স্মরণ (লাভ) হয়। হে নানক, (সাধু সঙ্গে) হরি-প্রেমই সর্ব্ব-নিধান, সকলের আশ্রয় অর্থাৎ হরি প্রেমের মধ্যেই সকল পদার্থ আছে।

(৩)

প্রভকৈ সিমরনি রিধি সিধি নউনিধি ॥
প্রভকৈ সিমরনি গিআনু ধিআনু তত বুধি ॥

প্রভুর স্মরণে ঋদ্ধি, অষ্টাদশ সিদ্ধি এবং নব-নিধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রভুকে স্মরণ করিলে জ্ঞান, ধ্যান ও তত্ত্বের বোধ অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান লাভ হয়।

রিধি=ঋদ্ধি, সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি, সম্পত্তি, সর্ব্বতোমুখী শ্রীবৃদ্ধি, মানসিক বল (সাহেব সিং)। নউনিধি=নবনিধি—কুবেরের সম্পত্তি বিশেষ—পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, নীল ও খর্ব্ব—এই নয় প্রকার অথবা নবধা ভক্তি। সিধি=অষ্টাদশ সিদ্ধি—অণিমা, মহিমা, লঘিমা, গরিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব, অনুরমি, দূর শ্রবণ, দূর দর্শন, মনোবেগ, কামরূপ, পরকায় প্রবেশ, স্বচ্ছন্দ মৃত্যু, সুরক্রীড়া, সংকল্প সিদ্ধ ও অপ্রতিহত গতি (বিস্তারিত প্রথম খণ্ড ৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

প্রভ কৈ সিমরনি জপ তপ পূজা ॥
প্রভ কৈ সিমরনি বিনসৈ দূজা ॥

প্রভুর স্মরণই জপ তপ এবং পূজা। প্রভুকে স্মরণ করিলে দ্বৈত ভাব, ভেদ বুদ্ধি দূর হয়।

প্রভ কৈ সিমরনি তীরথ ইসনানী ॥
প্রভ কৈ সিমরনি দরগহ মানী ॥

প্রভুর স্মরণে সমস্ত তীর্থ স্নানের ফল লাভ হয়। প্রভুকে স্মরণ করিলে পরমেশ্বরের দরবারে মান পাওয়া যায়।

প্রভ কৈ সিমরনি হোই সু ভলা ॥
প্রভ কৈ সিমরনি সুফল ফলা ॥

প্রভুকে স্মরণ করিলে শুভ হয় অর্থাৎ পৃথিবীতে যাহা কিছু ঘটে তাহা শুভ বলিয়া প্রতীত হয়। প্রভুকে স্মরণ করিলে সুফল ফলে, (জ্ঞানরূপ শুভ ফল ফলে বা উচ্চ মনোরথ সিদ্ধ হয়)।

সে সিমরহি জিন আপি সিমরাএ ॥
নানক তা কৈ লাগউ পাএ ॥

তাঁহারাই প্রভুকে স্মরণ করেন যাঁহাদিগকে প্রেরণা দিয়া প্রভু আপনি স্মরণ করায়েন। নানক কহিতেছে, আমি তাঁহাদিগের চরণে পতিত হইতেছি। (অথবা) নানক, হে ভাই! তাঁহাদের চরণে লাগ, পতিত হও।

(৪)

প্রভ কা সিমরনু সভ তে ঊচা ॥
প্রভ কৈ সিমরনি উধরে মূচা ॥

প্রভুর স্মরণ সকল সাধনের উচ্চ সাধন। প্রভুর স্মরণে বহু লোক উদ্ধার হয়।

প্রভ কৈ সিমরনি তৃসনা বুঝৈ ॥
প্রভ কৈ সিমরনি সভু কিছু সুঝৈ ॥

প্রভুর স্মরণে বিষয়তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয়। প্রভুর স্মরণে সব কিছু দেখিতে পারে (দিব্যদৃষ্টি হয়)।

প্রভ কৈ সিমরনি নাহী জম ত্রাসা ॥
প্রভ কৈ সিমরনি পূরণ আসা ॥

প্রভুর স্মরণে যমের ত্রাস, মৃত্যুভয় থাকে না। প্রভুর স্মরণে সকল আশা পূর্ণ হয়।

প্রভ কৈ সিমরনি মন কী মলু জাই ॥
অংম্রিত নামু রিদ মাহি সমাই ॥

প্রভুর স্মরণে মনের (অবিদ্যারূপ) ময়লা দূর হয়; কারণ, অমৃত নাম হৃদয়ে আসিয়া সমাহিত হয়।

প্রভ জী বসহি সাধ কী রসনা ॥
নানক জন কা দাসনি দসনা ॥ ৪ ॥

প্রভুজী সাধুর রসনায় বাস করেন। হে নানক, আমি সেই হরি ভক্ত জনের দাসের দাস হইয়াছি।

(৫)

প্রভকউ সিমরহি সে ধনৱংতে ॥

প্রভকউ সিমরহি সে পতিৱংতে ॥

যাঁহারা প্রভুকে স্মরণ করেন তাঁহারা ধনবান্। যাঁহারা প্রভুকে স্মরণ করেন তাঁহারা পতিবংত, প্রতিষ্ঠাবান (সম্মানাস্পদ)।

প্রভকউ সিমরহি সে জন পরৱান ॥

প্রভকউ সিমরহি সে পুরখু প্রধান ॥

যাঁহারা প্রভুকে স্মরণ করেন তাঁহারা প্রমাণ, শ্রেষ্ঠ—প্রামাণিক। যাঁহারা প্রভুকে স্মরণ করেন তাঁহারা পুরুষ-প্রধান, মনুষ্য মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

প্রভ কউ সিমরহি সি বেমুহতাজে ॥

প্রভ কউ সিমরহি সি সরব কে রাজে ॥

যাঁহারা প্রভুকে স্মরণ করেম তাহারা বে-পরোয়া, স্বাধীন (কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন বা কাঙ্গালী নহেন)। যাঁহারা প্রভুকে স্মরণ করেন তাঁহারা সকলের রাজা (সমস্ত সৃষ্টি তাঁহাদের অধীন)।

প্রভ কউ সিমরহি সে সুখৱাসী ॥

প্রভ কউ সিমরহি সদা অবিনাসী ॥

যাঁহারা প্রভুকে স্মরণ করেন তাঁহারা সুখে বাস করেন। যাঁহারা প্রভুকে স্মরণ করেন তাঁহারা সর্ব্বদা অবিনাশী, কদাপি তাঁহাদের বিনাশ নাই।

সিমরন তে লাগে জিন আপি দইআলা ॥

নানক জন কী সংগৈ রৱালা ॥

তাঁহারাই প্রভুর স্মরণে লাগে যাঁহাদের উপরে প্রভু আপনি দয়ালু হয়েন। নানক, তাঁহাদের (সেই প্রভুর স্মরণকারী সন্ত জনের) চরণ-ধূলি প্রার্থনা করে।

টীকা=সিমরহি=স্মরণ করে (বর্ত্তমান কাল, বহুবচন)। জো=যাহারা। পতিবংত—পৎৱালে, ইজ্জতশালী, প্রতিষ্ঠাবান। পরৱাণ=প্রমাণ, One whose word is an authority. সি=সে। রৱালা=পদরজঃ, চরণ-ধূলি।

(৬)

প্রভ কউ সিমরহি সে পরউপকারী ॥
প্রভ কউ সিমরহি তিন সদ বলিহারী ॥

যাঁহারা প্রভুকে স্মরণ করেন তাঁহারা পরোপকারী হন। যাঁহারা প্রভুকে স্মরণ করেন আমি সর্ব্বদা তাঁহাদের বলিহারী যাই, নমস্কার করি।

প্রভ কউ সিমরহি সে মুখ সুহাবৈ ॥
প্রভ কউ সিমরহি তিন সূখি বিহাবৈ ॥

যাঁহারা প্রভুকে স্মরণ করেন তাঁহাদের মুখ সুন্দর, শোভাযুক্ত হয়। যাঁহারা প্রভুকে স্মরণ করেন তাঁহারা সুখে কাল যাপন করেন।

প্রভ কউ সিমরহি তিন আতম জীতা ॥
প্রভ কউ সিমরহি তিন নিরমল রীতা ॥

যাঁহারা প্রভুকে স্মরণ করেন তাঁহারা আপনার মনকে জয় করিয়াছেন। যাঁহারা প্রভুকে স্মরণ করেন তাঁহাদের রীতি নির্ম্মল হয়।

প্রভ কউ সিমরহি তিন অনদ ঘনেরে ॥
প্রভ কউ সিমরহি বসহি হরি নেরে ॥

যাঁহারা প্রভুকে স্মরণ করেন তাঁহারা ঘন অর্থাৎ নিবিড় আনন্দ লাভ করেন। (কারণ), যাঁহারা প্রভুকে স্মরণ করেন শ্রীহরি তাঁহাদের নিকটে বাস করেন অথবা তাঁহারা শ্রীহরির নিকটে বাস করেন।

সংত কৃপা তে অনদিনু জাগি ॥
নানক সিমরনু পূরৈ ভাগি ॥

সন্ত কৃপায় তাঁহারা দিবারাত্র (অহর্নিশি) প্রভুর স্মরণে জাগ্রত থাকেন। হে নানক! যাঁহাদের পূর্ণ সৌভাগ্য তাঁহারাই (এভাবে) প্রভুর স্মরণ করেন।

(৭)

প্রভু কৈ সিমরনু কারজ পূরৈ ॥
প্রভু কৈ সিমরনু কবহু ন ঝূরৈ ॥

প্রভুর স্মরণে সমস্ত কার্য্য পূর্ণ হয়। প্রভুকে স্মরণ করিলে কখনও শোক অর্থাৎ দুঃখ ভোগ করিতে হয় না।

প্রভু কৈ সিমরনি হরিগুন বানী ॥
প্রভু কৈ সিমরনি সহজি সমানী ॥

প্রভুকে স্মরণ করিলে বাক্য অর্থাৎ (বাগিন্দ্রিয়) কেবল হরিগুণ কীর্ত্তন করে। যাঁহারা প্রভুকে স্মরণ করেন তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি শান্ত পদে (স্ব-স্বরূপে) অথবা স্বাভাবিক, সহজ ধ্যানে সমাহিত হয়।

প্রভকৈ সিমরনি নিহচল আসনু ॥
প্রভকৈ সিমরনি কমল বিগাসনু ॥

প্রভুকে স্মরণ করিলে আসন নিশ্চল (স্থির) হয়। প্রভুকে স্মরণ করিলে হৃদয়কমল বিকশিত হয়।

প্রভকৈ সিমরনি অনহদ ঝুনকার ॥
সুখু প্রভ সিমরন কা অংত ন পার ॥

প্রভুর স্মরণে অনাহত শব্দের ঝঙ্কার উঠিতে থাকে। প্রভুর স্মরণে যে সুখ হয় তাহার পারাপারের অন্ত নাই।

সিমরহি সে জন জিনকউ প্রভ মইআ ॥
নানক তিন জন সরনী পইআ ॥৭॥

প্রভু যাঁহাদিগকে কৃপা করেন তাঁহারাই প্রভুকে স্মরণ করেন। নানক সেই ভগবদ্ভক্ত জনের শরণ লইয়াছে।

টীকাঃ—ঝূরে=দুঃখিত হওয়া, শোক করা, অধিক চিন্তা বা রোগের জন্য দুর্ব্বল হওয়া। সহজি=এই শব্দটী ভাব অনুযায়ী গ্রন্থ সাহেবের নানা স্থানে নানরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, সাধারণ অর্থ সহজ, স্বাভাবিক অবস্থা, শান্ত পদ, স্বরূপ, পরমেশ্বর, ব্রহ্ম, শান্তি, প্রেম, জ্ঞান ইত্যাদি। অনদ=আনন্দ। নেরে=নিকটে। মইআ=কৃপা।

(৮)

হরি সিমরনু করি ভগত প্রগটাএ ॥
হরি সিমরনি লগি বেদ উপাএ ॥

হরিকে স্মরণ করিয়া ভক্ত জগতে প্রকটিত হইয়াছে। হরি স্মরণে লাগিয়া থাকিয়া অর্থাৎ হরিঃস্মরণ করিয়া ব্রহ্মা বা ঋষিগণ বেদ রচনা করিয়াছেন।

হরি সিমরনি ভএ সিধ জতী দাতে ॥
হরি সিমরনি নীচ চহু কুংট জাতে ॥

হরিকে স্মরণ করিয়া মানুষ সিদ্ধ হইয়াছে, যতি হইয়াছে এবং দাতা হইয়াছে। হরি স্মরণ করিয়া নীচজনও চতুর্দ্দিকে খ্যাত হয়।

হরি সিমরনি ধারী সভ ধরনা ॥
সিমরি সিমরি হরি কারন করনা ॥

হরি স্মরণ করিয়া শেষ (অনন্ত বাসুকী) সমস্ত পৃথিবী আপন মস্তকে ধারণ করিয়া আছেন অথবা হরিকে স্মরণ করিয়া সমস্ত পৃথিবী টিকিয়া আছে। অতএব করণ কারণ হরিকে সর্ব্বদা স্মরণ কর।

হরি সিমরনি কীও সগল অকারা ॥
হরি সিমরনি মহি আপি নিরংকারা ॥

হরিকে স্মরণ করিয়া ব্রহ্মা সমুদয় আকার, সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন অথবা হরি স্মরণের জন্যই দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। যেখানে হরি স্মরণ হয় সেই স্মরণকারীর মধ্যে নিরংকার হরি আপনি বর্ত্তমান।

করি কিরপা জিস্থ আপি বুঝাইআ॥
নানক গুরমুখি হরি সিমরনু তিনি পাইআ॥

কৃপা করিয়া হরি আপনি যাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেন নানক কহিতেছে, তাঁহারাই গুরুর নিকটে হরি-স্মরণ প্রাপ্ত হয়েন অথবা তাহারাই শ্রীহরিকে স্মরণ করিতে পারেন।

টীকাঃ—হরি সিমরনু করি=হরি-স্মরণ করিয়া। প্রগটাএ=প্রকট হওয়া, বিখ্যাত হওয়া। হরি সিমরনি=হরির স্মরণে। চহু কুংট=চারি দিক, সমস্ত জগৎ। জাতে=বিখ্যাত হয়, প্রচারিত হয়। ধারী=টিকিয়া থাকা। ধরনা=ধরিত্রী, পৃথিবী। কারন করনা=কারণ করণ, জগতের কারণ, সৃষ্টি কর্ত্তা। অকারা=আকার, পরিদৃশ্যমান জগৎ বা সৃষ্টি। মহি=মধ্যে। জিস্থ=যাহাকে। তিন=তাহাকে। গুরুমুখিতে 'জিস' একবচন, 'জিন' বহুবচন। 'তিস' একবচন 'তিন' বহু বচন। জিসকো=যাহাকে; জিনকো=যাহাদিগকে। তিসকো=তাহাকে; তিনকো=তাহাদিগকে।

শ্লোক ২

দীন দরদ দুখ ভংজনা ঘটি ঘটি নাথ অনাথ॥
সরনি তুম্হারী আইও নানক কে প্রভ সাথ॥

হে দীনের দুঃখ ও বেদনা ভঞ্জনকারী! হে প্রতি জীবে ব্যাপ্ত হরি! হে অনাথের নাথ! হে প্রভু! গুরু নানকের সহিত মিলিত হইয়া তোমার শরণে আসিয়াছি।

অষ্টপদী ২

(১)

জহ মাত পিতা সুত মীত ন ভাঈ ॥
মন ঊহা নামু তেরৈ সংগি সহাঈ ॥

যথায় মাতা পিতা পুত্র মিত্র ভাই কেহ সাথী নাই ; হে মন ! তথায় কেবল মাত্র নামই তোমার সঙ্গী এবং সহায় ।

জহ মহা ভইআন দূত যম দলৈ ॥
তহ কেৱল নামু সংগি তেরৈ চলৈ ॥

যথায় মহা ভয়ঙ্কর যমদূত সকল তোমাকে দলন করিবে তথায় কেবল নামই তোমার সঙ্গে চলিবে ।

জহ মুসকল হোৱৈ অতি ভারী ॥
হরি কো নামু খিন মাহি উধারী ॥

যেখানে তোমার অত্যন্ত মুস্কিল (কষ্ট) হইবে (তুমি প্রমাদ গণিবে) তথায় হরিনাম তোমাকে ক্ষণমধ্যে উদ্ধার করিবে ।

অনিক পুনহ চরন করত নহী তরৈ ॥
হরি কো নামু কোটি পাপ পরহরৈ ॥

অনেক পুরশ্চরণ করিয়াও উদ্ধার হওয়া যায় না কিন্তু এক হরিনাম কোটি পাপ দূর করে ।

গুরমুখি নাম জপহু মন মেরে ॥
নানক পাবহু সূখ ঘনেরে ॥

হে আমার মন ! গুরুমুখ হইয়া, গুরুর উপদেশ অনুসারে নাম জপ কর (তাহা হইলে) হে নানক ! তুমি বহু সুখ পাইবে ।

টীকা :—জহ=যথায়, অর্থাৎ এই পৃথিবীতে। দূত যম দলৈ=কেহ কেহ "যম দূতের দল" এই অর্থও করিয়াছেন। পুনহ-চরন=পুরশ্চরণ বা প্রায়শ্চিত্ত।

(২)

সগল স্রসটি কো রাজা দুখীআ ॥
হরি কা নামু জপত হোই সুখীআ ॥

যদ্যপি কেহ সকল সৃষ্টির রাজা হইয়াও দুঃখী হয় তথাপি হরিনাম জপ করিলে সুখী হইবে অথবা পৃথিবীর সমস্ত দুঃখিগণের মধ্যে যে রাজা, অর্থাৎ নিতান্ত দুঃখী সেও যদি হরিনাম জপ করে তবে সুখী হইবে।

লাখ করোরী বংধন পরৈ ॥
হরি কা নামু জপত নিসতরৈ ॥

(এমন কি) লক্ষ কোটি বন্ধনে পড়িলেও হরিনাম জপ করিয়া নিস্তার পাওয়া যায়।

অনিক মাইআ রংগ তিখ ন বুঝাবৈ ॥
হরি কা নামু জপত আঘাবৈ ॥

মায়ার বহু আনন্দ উপভোগ করিয়া তৃষ্ণা যায় না, কিন্তু হরিনাম জপ করিলে তৃপ্ত হওয়া যায়।

জিহ মারগ ইহু জাত ইকেলা ॥
তহ হরি নামু সংগি হোত সুহেলা ॥

যে যমমার্গে জীব একাকী গমন করে, তথায় হরির সুখদায়ক নামই সঙ্গী অথবা তথায় হরিনামই সুখদায়ক সঙ্গী।

ঐসা নামু মন সদা ধিআঈঐ ॥
নানক গুরমুখি পরম গতি পাঈঐ ॥

হে মন! এহেন নাম সর্ব্বদা ধ্যান কর; নানক কহিতেছে, গুরু দ্বারে পরম গতি প্রাপ্ত হইবে।

টীকা :—মাইআ রংগ=মায়ার অনেক প্রকারের আনন্দ। তিখ=তৃষ্ণা আঘাবৈ=তৃপ্ত হয়। সুহেলা=সহজ, সুখদায়ক।

(৩)

ছূটত নহী কোটি লখ বাহী ॥
নামু জপত তহ পারি পরাহী ॥

লক্ষ কোটি সহায় থাকিলেও যথা হইতে মুক্ত হওয়া যায় না, নাম জপ মাত্র তথা হইতে পার হওয়া যায়।

অনিক বিঘন জহ আই সংঘারৈ ॥
হরি কা নামু ততকাল উধারৈ ॥

যখন অনেক বিঘ্ন আসিয়া জীবকে সংহার করে, হরিনামই তৎকালে উদ্ধার করে।

অনিক জোনি জনমৈ মরি জাম ॥
নাম জপত পাৱৈ বিস্রাম ॥

যে জীব অনেক যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতেছে এবং মরিতেছে, সে নাম জপ করিলে বিশ্রাম পাইবে অর্থাৎ স্বরূপে স্থিতি লাভ করিবে বা তাহারা জন্মমৃত্যু রহিত হইয়া যাইবে।

হউ মৈলা মলু কবহু ন ধোৱৈ ॥
হরি কা নামু কোটি পাপ খোৱৈ ॥

যে অহংকার মলে জীবের মন মলিন সেই ময়লা (মন হইতে) কখনও ধুইয়া ফেলা যায় না কিন্তু হরিনামে কোটি পাপের মলা দূর হয়।

ঐসা নামু জপহু মন রংগি ॥
নানক পাঈঐ সাধ কৈ সংগি ॥

হে মন ! এমন যে নাম তাহা প্রেমের সহিত জপ কর ; হে নানক, এই নাম (অথবা নাম জপ) সাধু সঙ্গে পাওয়া যায়।

টীকা ঃ—বাহী=হাত, এখানে লক্ষণা দ্বারা 'সহায়'। ছুটত নহী=পরিত্রাণ পাইবে না। ততকাল=সেই সময়ে, সেক্ষণে, তৎক্ষণাৎ।

(৪)

জিহ মারগ কে গনে জাহি ন কোসা ॥
হরি কা নামু উহা সংগি তোসা ॥

যে যম-মার্গের দূরত্ব কত ক্রোশ গণনা করা যায় না, (সেই দুস্তর পথে) হে ভাই, হরি নামই তোমার সঙ্গের জলপান (পাথেয়)।

জিহ পৈড়ে মহা অংধ-গুবারা ॥
হরি কা নামু সংগি উজীআরা ॥

যে যম মার্গ ধূলায় ঘোর অন্ধকার সেই মহাভয়ঙ্কর পথে হরিনামই তোমার সঙ্গের দীপ-শিখা।

জহা পংথ তেরা কো ন সিঞানূ ॥
হরি কা নামু তহ নালি পছানূ ॥

যে পথে তোমার পরিচিত কেহ নাই, সেই পথে হরিনামই তোমার জিজ্ঞাসা, পরিচায়ক-সঙ্গী।

জহ মহা ভইআন তপত বহু ঘাম ॥
তহ হরিকে নাম কী তুম উপরি ছাম ॥

যথায় মহাভয়ানক, অতি প্রচণ্ড তপ্ত রৌদ্র (তোমাকে অভিভূত করিবে) তথায় হরিনামই তোমার মস্তক উপরি (সুশীতল) ছায়া।

জহা ত্রিখা মন তুঝু আকরখৈ
তহ নানক হরি হরি অংম্রিত বরখৈ ॥ ৪ ॥

হে মন! যথায় তৃষ্ণা তোমাকে আকর্ষণ (ব্যাকুলিত) করিবে তথায় হে নানক, হরিনামই তোমার উপরে অমৃত বর্ষণ করিবে।

টীকা :—তোসা=রাস্তার জল পান, পাথেয়। গুবার=ধূলি, অত্যন্ত গাঢ় অন্ধকার। উজীআরা=উজ্জ্বল, দীপ শিখা বা আলোক। সিঞানূ=পরিচিত লোক। ঘাম=গরম, রৌদ্র বা উত্তাপ। ত্রিখা=তৃষ্ণা।

(৫)

ভগতি জনা কী বরতনি নামু ॥
সংত জন কৈ মনি বিস্রামু ॥

নাম ভক্ত জনের সর্ব্বদা ব্যবহারের সামগ্রী, নামই সন্ত জনের মনের বিশ্রাম স্থল অথবা সন্তজনের মনই নামের বিশ্রাম, নিবাস স্থল। অথবা নামের বিশ্রাম (নিবাস) সন্তজনের মনের মধ্যে।

হরি কা নামু দাস কী ওট ॥
হরিকৈ নামি উধরে জন কোট ॥

হরিনামই দাসের আশ্রয়। হরিনামে কোটি লোক উদ্ধার হয়।

হরি জস্থ করত সংত দিন রাতি ॥
হরি হরি অউখধু সাধ কমাতি ॥

সন্তজন দিবারাত্র হরি-যশ কীর্ত্তন করেন এবং (ভবব্যাধী বিমোচনের একমাত্র উপায় জানিয়া) সাধু হরি নাম জপরূপ ঔষধি অর্জন (অস্থূল) করেন।

হরিজন কৈ হরি নামু নিধানু ॥
পারব্রহমি জন কী নো দান ॥

হরিনামই হরিভক্তজনের নিধান, পরম নিধি। পরব্রহ্ম ঐ নিধি আপন জনকে (আপনার দাসকে) দান করিয়াছেন।

মন তন রংগি রতে রংগ একৈ ॥
নানক জনকৈ বিরতি বিবেকৈ ॥

এক পরমেশ্বরের রঙে ভক্তের তনুমন রঞ্জিত। হে নানক, ভক্তজনের বিবেকই বৃত্তি অর্থাৎ প্রীতিযুক্ত সুনির্ম্মল বিবেক বৈরাগ্যাদির সহিত পরমেশ্বরের ধ্যানে বিভোর হইয়া থাকাই ভক্তজনের উপজীবিকা।

টীকা :—বরতনি=হাত ঠোকা, যাহা সর্ব্বদা হাতের নিকটে প্রয়োজন হয়। মনি=মনের মধ্যে। ওট=আশ্রয়। হরিজন=হরির সেবক। কীনো দানা=দান করিয়াছেন। বিরতি=বৃত্তি বা বৈরাগ্য।

(৬)

হরিকা নামু জনকউ মুকতি জুগতি ॥
হরিকৈ নামি জনকউ তিপতি ভুগতি ॥

হরিনামই ভক্তের মুক্তির উপায়। হরিনামই ভক্তের ভোজন এবং তৃপ্তি।

হরিকা নামু জনকা রূপ রংগ ॥
হরি নামু জপত কব পরৈ ন ভংগ ॥

হরিনামই ভক্তের রূপ এবং রং, আনন্দদায়ক হাব ভাব। হরি নাম জপ করিলে কখনও ভঙ্গ অর্থাৎ বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয় না।

হরিকা নামু জন কী ৰড়িআঈ ॥
হরিকৈ নামি জন সোভা পাঈ ॥

হরিনামই হরি ভক্তের মান সম্ভ্রম। হরিনাম করিয়া ভক্তজন শোভা প্রাপ্ত হয়েন।

হরিকা নাম জন কউ ভোগ জোগ ॥
হরি নামু জপত কছু নাহি বিওগু ॥

হরি নামই হরিভক্তের ভোগ এবং যোগ। হরিনাম জপ করিয়া তাঁহাদের কোন বিয়োগ (বিচ্ছেদ) জনিত দুঃখ নাই।

জনু রাতা হরি নামকী সেৱা ॥
নানক পূজৈ হরি হরি দেৱা ॥

যে জন হরি নামের সেবায় নিমগ্ন, হে নানক! (হরি হরি) ব্রহ্মা, শিবাদি দেবতারাও তাঁহাকে পূজা করেন।

টীকা :—মুকতি=মায়ার বন্ধন হইতে মুক্তি। জুগতি=উপায়, যুক্তি। ভুগতি=ভুক্তি বা ভোগ। রূপ রংগু=চিত্তহরণকারী, আনন্দদায়ক হাব ভাব। ভঙ্গু=বিঘ্ন। বড়িআঈ=মান, গৌরব, মহত্ব। রাতা=অনুরক্ত, সিক্ত অথবা মত্ত (মাতাল) হওয়া, আসক্ত হওয়া, রঞ্জিত হওয়া। বিওগু=বিচ্ছেদ, ক্লেশ, দুঃখ।

(৭)

হরি হরি জন কৈ মালু খজীনা ॥
হরি ধনু জন কউ আপি প্রভি দীনা ॥

হরি নামই হরি ভক্ত জনের ধন সম্পদ। সেই হরিনাম ধন প্রভু ভক্ত জনকে আপনি দান করিয়াছেন।

হরি হরি জন কৈ ওট সতাণী ॥
হরি প্রতাপি জন অৱর ন জাণী ॥

হরিনামই হরিজনের শক্তিশালী (বলবান) আশ্রয়। শ্রীহরির প্রতাপ ভিন্ন ভক্তজন আর কিছুই জানেন না, অপর কিছুই গণনা করেন না।

ওতি পোতি জন হরি রস রাতে ॥
সুংন সমাধি নাম রস মাতে ॥

হরিভক্ত হরিরসে ওতপ্রোত সিক্ত; তাঁহারা নামরসে মত্ত থাকিয়া শূন্য (নির্বিকল্প) সমাধিতে মগ্ন হয়েন।

আঠ পহর জনু হরি হরি জপৈ ॥
হরি কা ভগতু প্রগট নহী ছপৈ ॥

যে হরি ভক্ত অষ্টপ্রহর হরি হরি জপ করেন সেই হরিভক্ত প্রকটিত, প্রখ্যাত হয়েন, তাঁহার খ্যাতি গোপন থাকে না।

হরি কী ভগতি মুকতি বহু করে ॥
নানক জন সংগি কেতে তরে ॥

হরিভক্ত বহু লোককে মুক্ত করিয়াছে। হে নানক, হরি জনের সহিত কত অসংখ্য জন উদ্ধার হইয়াছে।

টীকা :—খজিনা=খাজনা, ধন সম্পত্তি। সতানী=শক্তিশালী, বলবান। ওতি প্রোতি=ওতপ্রোত। রাতে=রঞ্জিত হইয়া, ভিজিয়া।

(৮)

পার জাতু ইহু হরি কো নাম ॥
কাম ধেন হরি হরি গুণ গাম ॥

পারিজাত, কল্পবৃক্ষ স্বরূপ এই হরিনাম এবং সর্ব্ব কামনা পূরণকারী কাম ধেনুরূপী হরি হরি গুণগান।

সভ তে ঊতম হরি কী কথা ॥
নামু সুনত দরদ দুখ লথা ॥

সকলের উত্তম হরি কথা। নাম শুনিলে ব্যথা বেদনা দূর হয়।

নাম কী মহিমা সংত রিদ ৰসৈ ॥
সংত প্রতাপি দুরতু সভ নসৈ ॥

নামের মহিমা সাধুর হৃদয়ে বাস করে। সন্তের প্রতাপে (হুঙ্কারে) সমস্ত পাপ নাশ হয়।

সংত কা সংগু ৰড়ভাগী পাঈঐ ॥
সংত কী সেৱা হরি নামু ধিআঈঐ ॥

সাধু সঙ্গ বহু ভাগ্যে লাভ হয়। সাধু সেবা হরিনাম ধ্যান করায় অথবা সাধুর সেবা করিলেই হরিনাম ধ্যান হয়।

নামু তুলি কছু অৱরু ন হোই ॥
নানক গুরমুখি নামু পাৱৈ জনু কোই ॥ ৮ ॥ ২ ॥

নামের তুল্য (শ্রেষ্ঠ) আর কিছুই নাই। কিন্তু হে নানক, অতি বিরল জনই গুরুর নিকটে নাম প্রাপ্ত হয়।

টীকা :—পারজাত=পারিজাত। গাম=গান। প্রতাপি=প্রতাপ, মহিমা। দুরতু=দুরিত, পাপ অথবা দুষ্কর্ম। জনু কোই = ক্বচিৎ বিরল জনই।

সলোকু (শ্লোক) ৩

বহু সাসত্র বহু সিম্রিতী পেখে সরব ঢংঢোলি ॥
পূজসি নাহী হরি হরে নানক নামু অমোল ॥ ১ ॥

১। বহু শাস্ত্র এবং বহু স্মৃতি, বেদ প্রভৃতি সমস্ত খোঁজ করিয়া দেখিয়াছি ; কিন্তু হে নানক, নামের তুল্য কেহই নহে, নাম অমূল্য।

টীকা :—পেখে=দেখিয়াছি। ঢংঢোলি=খুঁজিয়ো, বিচার! করিয়া। পূজসী নাহী=তুল্য নহে। অমোল=যাহার মূল্য পাওয়া যায় না অথবা যাহার মূল বা সীমা অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না।

অষ্টপদী ৩

জাপু তাপু গিআন সভি ধিআন ॥
খট সাসত্র সিম্রিতি ৰখিআন ॥

জোগ অভিআস করম ধরম কিরিআ ॥
সগল তিআগি বন মধে ফিরিআ ॥

অনিক প্রকার কীএ বহু জতনা ॥
পুংন দান হোমে বহু রতনা *॥

সরীরু কটাই হোমৈ করি রাতী ॥
ৱরত নেম করৈ বহু ভাতী ॥

নহী তুলি রাম নাম বীচার ॥
নানক গুরমুখি নামু জপীঐ ইক ৱার ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ

১। জপ তপ জ্ঞান এবং ধ্যান প্রভৃতি সকল প্রকার ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান যাহা উক্ত আছে এবং ষড় দর্শন ও স্মৃতি শাস্ত্রের ব্যাখ্যান বা বিধিবৎ উচ্চারণ ;

যোগ অভ্যাস, যাগ যজ্ঞাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম ক্রিয়া, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ ;

বহু যত্ন করিয়া অনেক প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান যথা, বহু রত্ন দানের পুণ্য, হোম প্রভৃতির অনুষ্ঠান অথবা হোমে রত্নাদি বহু পুণ্য দান করা।

রতি রতি (তিল তিল) করিয়া শরীর কাটিয়া হোমে আহুতি দেওয়া এবং বহু প্রকার ব্রত ও নিয়ম (সংযম) পালন করা—

বিচার করিয়া দেখ—ইহারা কেহই রাম নামের তুল্য নহে। নানক কহিতেছে, একবার গুরু প্রদত্ত নাম জপ কর।

টীকা

*রতনা=রত্ন, কেহ কেহ 'ঘৃত' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা হইলে উক্ত পংক্তির অর্থ এই হয়—হোমে দান প্রভৃতি পুণ্য কর্ম্ম ও বহু ঘৃতাহুতি করিলে। রাতী=রতি রতি করিয়া। নেম=নিয়ম অথবা সংযম।

(২)

নউ খংড প্রিথমী ফিরৈ চিরু জীবৈ ॥
মহা উদাসু তপীসরু থীবৈ ॥

অগনি মাহি হোমত পরান ॥
কনিক অস্ব হৈবর ভূমি দান ॥

নিউলী করম করৈ বহু আসন ॥
জৈন মারগ সংজম অতি সাধন ॥

নিমখ নিমখ করি সরীরু কটাবৈ ॥
তউভী হউমৈ মৈলু ন জাবৈ ॥

হরিকে নামু সমসরি কছু নাহি ॥
নানক গুরমুখি নামু জপত গতি পাহি ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ

২। সমগ্র (নবখণ্ড) পৃথিবী ভ্রমণ করিলে এবং চিরঞ্জীবী অর্থাৎ দীর্ঘ জীবন লাভ করিলে, মহা উদাসী এবং তপস্বী শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইলে—

পুনঃ, (আহবনীয়) অগ্নিতে নিজ প্রাণ আহুতি প্রদান করিলে ; স্বর্ণ, অশ্ব, শ্রেষ্ঠ ঘোটক এবং ভূমি দান করিলে—

দেহ শুদ্ধির নিমিত্ত নেতি-ধৌতি আদি ক্রিয়া এবং বহু আসন করিলে ; পুনঃ জৈন মার্গের অতি কঠোর সাধন এবং সংযমাদি অভ্যাস করিলে—

প্রতি নিমিষে আপন শরীর টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া দিলেও হে ভাই, তথাপি নাম বিনা (এই সমস্তের দ্বারা) 'অহং' রূপ মলা যায় না।

হরিনামের সমান আর কিছুই নাই, হে নানক! গুরুদ্বারে নাম জপ করিলে গতি পাওয়া যায়।

টীকা

কনিক=অশ্ব, কনিক-কনক অর্থে ফরিদকোট 'স্বর্ণের ঘোড়া' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। হৈবর=হয়বর, শ্রেষ্ঠ অশ্ব। থীবৈ=হয়। নিউলী করম= নেতি ধৌতি। নিমখ নিমখ='অল্প অল্প' অর্থও কেহ কেহ করিয়াছেন। সমসরি=তুল্য, সমান।

(৩)

মন কামনা তীরথ দেহ ছুটৈ ॥
গরবু গুমানু ন মন তে হুটৈ ॥

সোচ করৈ দিনসু অরু রাতি ॥
মনকী মৈলু ন তন তে জাতি ॥

ইসু দেহী কউ বহু সাধনা করৈ ॥
মনতে কবহূ ন বিখিআ টরৈ ॥

জলি ধোবৈ বহু দেহ অনীতি ॥
সুধ কহা হোই কাচী ভীতি ॥

মন হরিকে নামকী মহিমা ঊচ ॥
নানক নামি উধরে পতিত বহু মূচ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ

৩। কেহ কেহ তীর্থ-মৃত্যু কামনা করে মুক্তির আশায়, কিন্তু তাহাতে মন হইতে গর্ব্ব ও অহংকার যায় না। (সুতরাং মুক্তিও হয় না)।

দিবা এবং রাত্র (সর্ব্বদা) শৌচাদি কর্ম্ম দ্বারা দেহ পবিত্র করিলেও মনের 'অহং' মলা শরীর হইতে যায় না।

এই দেহকে কষ্ট দিয়া বহু সাধনা করিলেও মন হইতে 'অহং' রূপ বিষ (অথবা বিষয় বাসনা) দূর হয় না।

এই অনিত্য দেহকে জল দ্বারা বহু ধৌত করিলেও কাঁচা দেওয়াল (অনিত্য দেহ) কি প্রকারে শুদ্ধ হইবে?

হে মন! হরি নামের মহিমা সকলের অধিক। হে নানক, অতি বড় পাপীও নামে উদ্ধার হইয়া যায়।

টীকা

গরব=গর্ব্ব। গুমান=অহঙ্কার, গর্ব্ব। ন হুটে=কমে না, দূর হয় না। সোচ=শৌচ। ৰিখিআ=বিষ, বিষয়, মায়া (সাহেব সিং)। ন টরে=টলে না ; যায় না। অনীত=অনিত্য। ভীতি=দেওয়াল। বহু মূচ=অতি বড়, অতি অধিক।

(৪)

বহুতু সিআণপ জমকা ভউ বিআপৈ ॥
অনিক জতন করি ত্রিসন না ধ্রাপৈ ॥

ভেখ অনেক অগনি নহী বুঝৈ ॥
কোটি উপাৰ দরগহ নহী সিঝৈ ॥

ছূটসি নাহী ঊভ পইআল ॥
মোহি বিআপহি মাইআ জালি ॥

অৱর করতূতি সগলী জম ডানৈ ॥
গোৰিংদ ভজন বিনু তিল নহী মানৈ ॥

হরিকা নামু জপত দুখু জাই ॥
নানক বোলৈ সহজি সুভাই ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ

৪। যতই চতুরতা করিবে যমের ভয় ততই ঘেরিয়া ধরিবে। অনেক যত্ন করিলেও (মায়া জনিত) তৃষ্ণার শান্তি হয় না।

অনেক ভেখ ধারণ করিলেও তৃষাগ্নি নিবৃত্ত হয় না ; কোটি প্রকারের উপায় অবলম্বন করিলেও নাম বিনা প্রভুর দরবারে যশস্বী হওয়া যায় না।

আকাশেই যাও আর পাতালেই যাও কোথাও নিস্তার নাই ; মায়া সর্ব্বত্র মোহের জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে।

এক গোবিন্দ ভজন বিনা অন্য সকল কর্ম্মেই যম দণ্ড দেয় অতএব অপর যত পুণ্য কর্ম্মই তুমি কর না কেন যমরাজ তাহা তিল মাত্রও জ্ঞান করেন না।

হরিনাম জপ করিলে দুঃখ চলিয়া যায় ; পরন্তু হে নানক ! নাম উচ্চারণ করিলে সহজে স্বাভাবিক অবস্থার লাভ হয় ; অথবা যিনি নাম উচ্চারণ করেন তাঁহার স্বভাব সহজ (শান্ত) হয় ; অথবা যিনি সহজে এবং স্বভাব বশে নাম উচ্চারণ করেন তাঁহার দুঃখ চলিয়া যায়।

টীকা

ন ধ্রাপৈ=তৃপ্ত হয় না। সিঝৈ=সিদ্ধ বা যশস্বী, (সিঝৈ=সিদ্ধ, ছুটকারা (পঞ্চগ্রন্থী), যশস্বী (সুরখরূ) সাহিব সিং। উভ=ঊর্দ্ধে, আকাশে। সহজি সুভাই=নাম জপ করা যাঁহার সহজ স্বভাব, স্বাভাবিক, অনায়াস সাধ্য (effortless) হয়। সহজি=সহজ, শান্ত, সরল। সুভাই= স্বভাব। সহজি সুভাই=স্বভাব শান্তিপূর্ণ হইয়া যায়।

(৫)

চার পদারথ জে কো মাগৈ ॥
সাধ জনা কী সেৱা লাগৈ ॥

জে কো আপুনা দূখু মিটাৱৈ ॥
হরি হরি নামু রিদৈ সদ গাৱৈ ॥

জে কো অপুনী সোভা লোৱৈ ॥
সাধ সংগি ইহ হউমৈ ছোৱৈ ॥

জে কো জনম মরণ তে ডরৈ ॥
সাধ জনা কী সরনী পরৈ ॥

জিসু জনকউ প্রভ দরস পিআসা ॥
নানক তাকৈ বলি বলি জাসা ॥৫॥

বঙ্গানুবাদ

৫। চারি পদার্থ (পুরুষার্থ চতুষ্টয়—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) যে চাহে তাহার সাধু জনের সেবায় লাগা উচিত

যে আপনার জন্মমরণ দুঃখ মিটাইতে চাহে সে যেন হরিনাম সর্ব্বদা হৃদয়ের মধ্যে স্মরণ করে।

যে আপনার শোভা চায় সে যেন সাধু সঙ্গে থাকিয়া 'আমি আমার' এই অহঙ্কার ত্যাগ করে।

যদি কেহ জন্ম মৃত্যুকে ভয় করে তবে সে যেন (সাধুর আশ্রয় গ্রহণ করে) সাধুজনের শরণে পতিত হয়।

যাঁহার প্রভুকে দর্শনের পিপাসা নানক, সর্ব্বদা তাহার বলিহারী যায়।

টীকা

লোরৈ—চাহে, ইচ্ছা করে, প্রয়োজনীয় বস্তুর অন্বেষণ করে।

(৬)

সগল পুরখ মহি পুরখু প্রধানু ॥
সাধ সংগ জা কা মিটৈ অভিমানু ॥

আপস কউ জো জাণৈ নীচা ॥
সোঊ গনীঐ সভ তে ঊচা ॥

জা কা মন হোই সগল কী রীনা ॥
হরি হরি নামু তিন ঘটি ঘটি চীনা ॥

মন অপুনে তে বুরা মিটানা ॥
পেখৈ সগল স্রিসটি সাজনা ॥

সূখ দূখ জন সম দ্রিসটেতা ॥
নানক পাপ পুংন নহী লেপা ॥ ৬ ॥

৬। সকল পুরুষের (জীবের) মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ পুরুষ সাধু সঙ্গে যাহার অভিমান দূর হইয়াছে।

যিনি নিজকে নীচ, অধম বলিয়া জানেন তিনিই সকলের উচ্চ বলিয়া গণ্য হয়েন।

যাঁহার মন সকলের চরণধূলি হয় তিনি প্রতি ঘটে হরিনাম চিনিতে পারেন অর্থাৎ প্রতি জীবে হরিকে দেখেন।

যিনি আপনার মন হইতে কুভাব দূর করেন তিনি সমুদায় সৃষ্টি আপনার মিত্র করিয়া দেখেন।

হে নানক! যিনি সুখ দুঃখ সম করিয়া দেখেন (এক রস বলিয়া জ্ঞান করেন) তাঁহার অন্তঃকরণে পাপ পুণ্যের দাগ লাগে না।

টীকা:—জা কা=যাহার, যে পুরুষের। অভিমানু=অহঙ্কার। সগল= সমস্ত। আপস কউ=আপনি আপনাকে। নীচা=নীচ, মন্দ। রীণা=চরণের ধূলি। নামু=হরিনাম অথবা সর্ব্বব্যাপী হরি শক্তি। লেপা=চিহ্ন বা প্রভাব।

(৭)

নিরধন কউ ধন তেরো নাউ ॥
নিথাবৈ কউ নাউ তেরা থাউ ॥

নিমানে কউ প্রভ তেরো মানু ॥
সগল ঘটা কউ দেৱহু দানু ॥

করণ করাৱন হার সুআমী ॥
সগল ঘটা কৈ অংতর জামী ॥

অপনী গতি মিতি জানহু আপে ॥
আপন সংগি আপি প্রভ রাতে ॥

তুমরী উসততি তুম তে হোই ॥
নানক অৱরু ন জানসী কোই ॥ ৭ ॥

প্রার্থনা ঃ—

৭। হে প্রভু! নির্ধনের ধন তোমার নাম; তোমার নামই গৃহহীনের গৃহ।

হে প্রভুজী! তোমার নামই মান হীনের মান, কারণ তুমি সমুদায় জীবকে সকল প্রকার দান দিতেছ।

তুমিই করণ এবং কারণ* সকলের স্বামী, তুমিই সমুদায় জীবে অন্তর্য্যামী।

তোমার প্রাপ্তি বিষয়ে সীমা পরিসীমা বা তোমার আদি অন্ত তুমিই জান; তুমি আপনাতে আপনি মগ্ন, সমাহিত।

তোমার স্তুতি তোমার দ্বারাই হয় (অথবা তোমার কৃপাতে তোমার স্তুতি হয় বা তোমার ওস্তাদী তোমাতেই হয়); হে নানক; তোমার স্তুতি অপর কেহ জানে না বা তোমার কৃপা বিনা তোমাকে অপর কেহ জানে না।

টীকা :—নিথাৱে—নিরাশ্রয়; গৃহহীন। থাউ—স্থান, গৃহ, আশ্রয় নিমানে—মানহীন। গতি—গমন, অথবা প্রাপ্তি। মিতি—পরিমাপ; সীমা। গতি-মিতি; প্রাপ্তি বিষয়ে সীমা-পরিসীমা, অথবা চাল-চলন বা আদি-

অন্ত। উসততি—স্তুতি, শোভা, শ্রেষ্ঠতা। *করণ—কার্যের সাধন, উপাদান। কারণ—কার্য্যের উপায়, নিমিত্ত।

(৮)

সরব ধরম মহি স্রেসট ধরমু ॥
হরি কো নামু জপি নিরমলু করমু ॥
সগল ক্রিআ মহি ঊতম কিরিআ ॥
সাধ সংগি দুরমতি মলু হিরিআ ॥
সগল উদম মহি উদমু ভলা ॥
হরিকা নামু জপহু জীঅ সদা ॥
সগল বানী মহি অংম্রিত বানী ॥
হরি কো জসু সুনি রসন বখানী ॥
সগল থান তে ওহু উতম থান ॥
নানক জিহ ঘটি ৱসৈ হরি নামু ॥৮॥

৮। শ্রীহরির নাম জপ সকল ধর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং সকল কর্ম্মের মধ্যে হরিনাম জপ নির্ম্মল কর্ম্ম।

সকল ক্রিয়ার মধ্যে উত্তম ক্রিয়া সাধু সঙ্গে (নাম জপ করতঃ) দুর্ম্মতি-রূপ মল দূর করা।

সকল উদ্যম (চেষ্টা) মধ্যে হরিনাম জপ উদ্যমই উত্তম অতএব হে ভাই! সর্ব্বদা অন্তরের সহিত হরিনাম জপ কর।

সকল বাণীর মধ্যে অমৃত-বাণী হরি-যশ শ্রবণ করতঃ রসনায় উচ্চারণ করা।

সকল স্থানের মধ্যে উত্তম স্থান ওহু, উহা (জীবের হৃদয়), নানক কহিতেছে—যে হৃদয়ে হরিনাম বসতি করে।

টীকা :—জীঅ—জীব, জীবন, প্রাণ, হৃদয়। ওহু—উহা, সে। ঘট—জীব ; হৃদয়।

সলোকু (শ্লোক) ৪ ॥

নিরগুনীআর ইআনিআ সো প্রভু সদা সমালি ॥
জিনি কীআ তিসু চীতি রখু নানক নিবহি নালি ॥১॥

হে গুণহীন, অজ্ঞান মূর্খ জীব! তোমার সেই প্রভুকে সর্ব্বদা স্মরণ কর। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে চিত্তে ধারণ কর; নানক কহিতেছে, তিনি তোমার সহায় হইবেন, তোমার সংকল্প চরিতার্থ করিবেন।

টীকা :—ইআনিআ—অজ্ঞান, মূর্খ। নিবহী—নির্ব্বাহ করা, পালন করা, চরিতার্থ করা, পার করা।

অষ্টপদী ৪

রমঈআ কে গুন চেতি পরানী ॥
কৱন মূল তে কৱন দ্রিসটানী ॥

জিনি তূঁ সাজি সৱারি সীগারিআ ॥
গরভ অগনি মহি জিনহি উবারিআ ॥

বার বিৱসথা তুঝহি পিআরৈ দূধ ॥
ভরি জোবন ভোজন সুখ সূধ ॥

বিরধি ভইআ ঊপরি সাক সৈন ॥
মুখি অপিআউ বৈঠ কউ দৈন ॥

ইহু নিরগুনু গুনু কছূ ন বূঝৈ ॥
বখসি লেহু তউ নানক সীঝৈ ॥১॥

বঙ্গানুবাদ

১। হে প্রাণী! সর্ব্বব্যাপী (সর্ব্বত্র রমণকারী) রামের গুণ স্মরণ কর; তোমার মূল (পিতামাতার শুক্র-শোণিত) ই বা কি, আর তোমাকে দেখাইতেছে বা কি?

যিনি তোমাকে সৃজন করিয়া সুন্দররূপে ভূষিত করিয়াছেন; যিনি তোমাকে মাতার গর্ভ-অগ্নি হইতে বাঁচাইয়াছেন—

বাল্যাবস্থায় তোমাকে দুগ্ধ পান করাইয়াছেন, পূর্ণ যৌবনে যিনি তোমাকে ভোজন, সুখ ও বুদ্ধি দিয়াছেন—

বৃদ্ধাবস্থায় সেবার নিমিত্ত যিনি তোমাকে মিত্র, বান্ধব পরিজন দিয়াছেন, তুমি বসিয়া থাকিলেও যিনি তোমার মুখে আহার দিয়াছেন—

হে প্রভু! এই গুণহীন, অজ্ঞ জীব তোমার গুণ কিছুই বুঝে না। তুমি যদি কৃপা করিয়া ক্ষমা কর, তবেই হে নানক, জীব মুক্তি পাইবে।

টীকা : —পরানী=প্রাণী, জীব। চেতি=স্মরণ কর। সাজি=সৃষ্টি করিয়া। সৱারি=সাজাইয়া। সীগারিআ=সুন্দর করা, বেশভূষা দ্বারা শৃঙ্গার, ভূষিত করা, শোভিত করা। উবারিআ=বাঁচাইয়াছেন। বার=বালক। বিৱসথা=অবস্থা। পিআরৈ=পান করায়েন। সুধ=জ্ঞান, বুদ্ধি। বিরধি=বৃদ্ধ। সৈন=স্বজন মিত্র। সাক=সংবন্ধী, আত্মীয়, পরিজন। অপিআউ=ভোজন। সীঝৈ=সিদ্ধ হয়, মুক্তি পায়।

(২)

জিহ প্রসাদি ধরি উপরি সুখি বসহি॥
সুত ভ্রাত মীত বনিতা সংগি হসহি॥

জিহ প্রসাদি পীৱহি সীতল জলা॥
সুখদাঈ পৱনু পাৱকু অমুলা॥

জিহ প্রসাদি ভোগহি সভি রসা ॥
সগল সমগ্রী সংগি সাথি বসা ॥

দীনে হসত পাৱ করণ নেত্র রসনা ॥
তিসহি তিআগি অৱর সংগি রচনা ॥

ঐসে দোখ মূঢ় অংধ বিআপে ॥
নানক কাটি লেহু প্রভ আপে ॥২॥

বঙ্গানুবাদ

২। হে ভাই! যাঁহার প্রসাদে তুমি ধরণী উপরে সুখে বাস করিতেছ ; পুত্র ভ্রাতা মিত্র বনিতার সহিত আনন্দে হাস্য করিতেছ—

যাঁহার প্রসাদে তুমি শীতল জল পান করিতেছ, সুখদায়ী পবন এবং অমূল্য পাবক (অগ্নি) পাইয়াছ—

যাঁহার প্রসাদে তুমি সকল প্রকার রসের ভোগাস্বাদন করিতেছ এবং সমস্ত সামগ্রী ও সঙ্গীগণসহ (সুখে) বাস করিতেছ—

যিনি তোমাকে হস্ত পদ কর্ণ নেত্র ও রসনা (জিহ্বা) দিয়াছেন তুমি তাঁহাকে ছাড়িয়া অপরের সহিত মত্ত।

এই সমস্ত দোষ মূঢ় অন্ধ জীবকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে, হে প্রভু! তুমি জীবকে সমস্ত দোষ (মন্দকর্ম্ম) হইতে উদ্ধার কর ইহাই নানকের প্রার্থনা।

টীকা :—বনিতা=স্ত্রী। অমূল্য=যাহার মূল, মূল্য বা অন্ত অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। রসা=রস। পাৱ=পা, পদ। করন=কর্ণ। রচনা=নিমগ্ন। দোখ=দুঃখ, দোষ, মন্দকর্ম্ম।

(৩)

আদি অংতি জো রাখন হারু ॥
তিসু সিউ প্রীতি ন করৈ গৱারু ॥

জাকী সেৱা নৱনিধি পাৱৈ ॥
তাসিউ মূড়া মনু নহী লাৱৈ ॥

জো ঠাকুরু সদ সদা হজূরে ॥
তাকউ অংধা জানত দূরে ॥

জা কী টহল পাৱৈ দরগহ মানু ॥
তিসহি বিসারৈ মুগধু অজানু ॥

সদা সদা ইহু ভূলনহারু ॥
নানক রাখনহারু অপারু ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ

৩। আদিতে, মাতৃগর্ভে এবং অন্তে, পরলোকে যিনি রক্ষাকর্তা মূর্খ জীব তাঁহাকে প্রীতি করে না।

যাঁহাকে সেবা করিলে নবনিধি পাওয়া যায় মূঢ় জীব তাঁহার প্রতি চিন্তাও করে না।

—যে ঠাকুর সদা সর্ব্বদা (অঙ্গসঙ্গরূপে) নিকটে বর্ত্তমান তাঁহাকে অন্ধ জীব মনে করে দূরে।

যাঁহার সেবা করিলে প্রভুর দরবারে মান পাওয়া যায়, মূর্খ অজ্ঞানী তাঁহাকে ভুলিয়া আছে।

নানক বিনতি পূর্ব্বক কহিতেছেন—হে প্রভু! এই সমস্ত জীব সদা সর্ব্বদা ভুলা, বিস্মরণী, হে অপার প্রভু, তুমিই একমাত্র রক্ষাকর্তা।

টীকা :—সিউ=সহিত। গঁৱারু=মূর্খ। হজূরে=নিকটে, হাজিরে, সাক্ষাতে। রাখনহারু=রক্ষাকর্ত্তা।

(৪)

রতনু তিআগি কউড়ী সংগি রচৈ ॥
সাচু ছোড়ি ঝূঠ সংগি মচৈ ॥

জো ছড়না সু অসথিরু করি মানৈ ॥
জো হোৱনু সো দূর পরানৈ ॥

ছোড়ি জাই তিসকা স্রম করৈ ॥
সংগি সহাঈ তিসু পর হরৈ ॥

চংদন লেপ উতারৈ ধোই ॥
গরধব প্রীতি ভসম সংগি হোই ॥

অংধ কূপ মহি পতিত বিকরাল ॥
নানক কাঢ়ি লেহু প্রভ দইআল ॥৪॥

বঙ্গানুবাদ

৪। জীব বিরাগরূপ রতন ছাড়িয়া কৌড়ির ন্যায় তুচ্ছ পদার্থ লইয়া মজিয়া আছে; সত্য (নাম) ছাড়িয়া মিথ্যা (মায়া কামনার) সহিত মাতিয়া আছে।

যাহা (যে মর-দেহ) ছাড়িতে হইবে সে তাহাই স্থির বলিয়া মনে করে। যে মৃত্যু অবশ্য ঘটিবে তাহাকে সে মনে করে দূরে।

যাহা (যে ধন সম্পদ) ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে জীব তাহারই জন্য শ্রম করে কিন্তু যিনি (নিত্য) সঙ্গী এবং সহায় তাঁহাকে সে পরিত্যাগ করে।

জীব নামরূপ চন্দনের প্রলেপ ধুইয়া তুলিয়া ফেলে বিষয় বাসনা-রূপ জল দ্বারা, কারণ গর্দ্দভের প্রীতি (পাপরূপী) ভস্মের সহিতই হইয়া থাকে।

নানক বিনতি পূর্ব্বক কহিতেছে—হে দয়াল, হে প্রভু! তুমি এই ভয়ঙ্কর সংসাররূপ অন্ধকূপে পতিত জীবকে তুলিয়া লও (উদ্ধার কর)।

টীকা :—রচৈ=ডুবিয়া আছে, মগ্ন হইয়া বা মজিয়া আছে। অসথিরু=যাহা সর্ব্বদা স্থির। পরহরৈ=ত্যাগ করে। ভসম=ভস্ম। বিকরাল=ভয়ানক, ভয়ঙ্কর। কাঢ়ি লেহু=তুলিয়া লও, উদ্ধার কর।

(৫)

করতূতি পসূ কী মানস জাতি ॥
লোক পচারা করৈ দিনু রাতি ॥

বাহরি ভেখ অংতরি মলু মাইআ ॥
ছপসি নাহি কছু করৈ ছপাইআ ॥

বাহরি গিআন ধিআন ইসনান ॥
অংতরি বিআপৈ লোভু সুআন ॥

অংতরি অগনি বাহরি তনু সুআহ ॥
গলি পাথর কৈসে তরৈ অথাহ ॥

জাকৈ অংতরি বসৈ প্রভু আপি ॥
নানক তে জন সহজি সমাতি ॥৫॥

বঙ্গানুবাদ

৫। ইহ জীব জাতিতে মনুষ্য (শ্রেষ্ঠ মনুষ্য জন্ম পাইয়া), কর্ম্ম করে পশুর ন্যায়; সে দিবারাত্র লোক দেখান কর্ম্ম করে।

বাহিরে তাহার ধার্ম্মিকের পোষাক কিন্তু অন্তরে মায়ারূপী মলা। যদ্যপি সে ভেক ধারণ করিয়া মনের ময়লা ছাপাইয়া (লুকাইয়া) রাখিতে চেষ্টা করে, কিন্তু সে তাহা কিছুতেই পারে না।

বাহিরে দেখাইবার জন্য সে জ্ঞানের কথা বলে, ধ্যান ও তীর্থ-স্নান করে, কিন্তু অন্তরে লোভরূপী কুকুরের বাসা।

অন্তরে তাহার তৃষ্ণারূপ অগ্নি কিন্তু বাহিরে শরার ভস্মাচ্ছাদিত। হে মূঢ়! পাপরূপী পাথর গলায় বাঁধিয়া কিরূপে (সংসার রূপ) অথাই-সমুদ্র পার হইবে?

(তাতে) যাঁহার অন্তরে প্রভু আপনি আসিয়া বসতি করেন হে নানক! সে জন সহজ পদে, শান্তি স্বরূপ পরমেশ্বরে সমাহিত হয়।

টীকা :—করতূতি=কর্ম্ম। মানস=মনুষ্য। লোক পচারা=লোক দেখান। সুআন—শ্বান, কুক্কুর। সুআহ—ছাই, ভস্ম। অথাহ=অথাই, অতল, সমুদ্র। সহজি; সহজ পদবী; ব্রহ্মপদ, নির্ভয়-পদ, শান্ত-পদ।

(৬)

সুনি অংধা কৈসে মারগু পাৱৈ ॥
করু গহি লেহু ওড়ি নিবহাৱৈ ॥

কহা বুঝারতি বূঝৈ ডোরা ॥
নিসি কহীঐ তউ সমঝৈ ভোরা ॥

কহা বিসনপদ গাৱৈ গুংগ ॥
জতন করৈ তউ ভী সুর ভংগ ॥

কহ পিংগুল পরবত পর ভৱন ॥
নহী হোত ঊহা উসু গৱন ॥

করতার করুণামৈ দীনু বেনতী করৈ ॥
নানক তুমরী কিরপা তরৈ ॥৬॥

বঙ্গানুবাদ

৬। মুখের কথা শুনিয়া অন্ধ (অজ্ঞানী) কি প্রকারে পথ পাইবে? তাহার হাত ধর; সে শেষ পর্য্যন্ত যাইবে।

যে বধির সে ইঙ্গিত কি করিয়া বুঝিবে? তাহাকে রাত্র কহিলে সে ভোর অর্থাৎ দিবা বুঝিবে।

যে বোবা সে বিষ্ণুপদ (পদাবলী) কেমনে কীর্ত্তন করিবে? সে চেষ্টা করে কিন্তু তথাপি পারে না, সুর ভঙ্গ হইয়া যায়।

পঙ্গু কি প্রকারে পর্ব্বত পরিভ্রমণ করিবে? সে তথায়, যাইতেও পারে না।

হে কর্ত্তা! হে করুণাময়! দীন তোমাকে বিনতি করিতেছে যে নানক, তোমারই কৃপাতে পার পাইবে।

টীকা :—মারগু=মার্গ, পথ। ওড়ি=অন্ত পর্য্যন্ত। নিবহাবৈ=(সংস্কৃত নির্ব্বাহ)। বুঝারতি=ইঙ্গিত। ডোরা=বধির। বিসনপদ=নাম, পদাবলী।

(৭)

সংগ সহাঈ সু আবৈ ন চীতি ॥
জো বৈরাঈ তা সিউ প্রীতি ॥

বলূআ কে গ্রিহ ভীতরি বসৈ ॥
অনদ কেলি মাইআ রংগি রসৈ ॥

দ্রিড় করি মানৈ মনহি পরতীতি ॥
কালু ন আবৈ মূড়ে চীতি ॥

বৈর বিরোধ কাম ক্রোধ মোহ ॥
ঝূঠ বিকার মহা লোভ ধ্রোহ ॥

ইআহূ জুগতি বিহানে কঈ জনম ॥
নানক রাখি লেহু আপন করি করম ॥৭॥

বঙ্গানুবাদ

৭। যিনি জীবের নিত্য সঙ্গী এবং সহায় তাহাকে মনে পড়ে না; কিন্তু যে বৈরী তাহার সঙ্গেই প্রীতি।

জীব দেহরূপ বালির গৃহে বাস করে এবং মায়ার রঙ্গে মজিয়া আনন্দে কেলি করে।

সে এই ক্ষণভঙ্গুর দেহকে দৃঢ় করিয়া মানে এবং মনে বিশ্বাস করে, কিন্তু মূর্খের চিত্তে কালের কথা উদয় হয় না।

বৈর, বিরোধ, কাম, ক্রোধ, ও মোহ; মিথ্যা ছলনাদি বিকার, মহালোভ এবং প্রবঞ্চনা এই সকলে লাগিয়া থাকিয়া আমার কত জন্ম না অতিবাহিত হইয়াছে; নানক মিনতি করিয়া কহিতেছে, হে প্রভু! স্বয়ং কৃপা করিয়া আমাকে রক্ষা কর।

টীকা :—বলূআ=বালি। দ্রিড়্ করি মানে=এই দেহকে অমর করিয়া মনে করে। কাল=মৃত্যু। ইআহু=এই। জুগতি=যুক্ত হইয়া। বিহানে=অতীত হইয়াছে। করম (পার্শি করমু)=কৃপা।

(৮)

তূ ঠাকুরু তুম পহি অরদাসি ॥
জীউ পিংডু সভু তেরী রাসি ॥

তুম মাত পিতা হম বারিক তেরে ॥
তুমরী ক্রিপা মহি সূখ ঘনেরে ॥

কোই ন জানৈ তুমরা অংতু ॥
ঊচে তে ঊচা ভগৱংতু ॥

সগল সমগ্রী তুমরৈ সূত্রি ধারী ॥
তুমতে হোই সু আগিআকারী ॥
তুমহী গতি মিতি তুম হী জানী ॥
নানক দাস সদা কুরবানী ॥৮॥৪॥

অরদাস (প্রার্থনা)

শ্রীগ্রন্থসাহেব পাঠের প্রারম্ভে এই বাণীটি আবৃতি করিতে হয়—

৮। হে প্রভুজী! তুমি আমার ঠাকুর (মালিক), তোমার অগ্রে আমার এই বিনতি—আমার দেহ প্রাণ সকলই তোমার দান;

তুমি আমাদের মাতা, তুমি আমাদের পিতা, আমরা তোমার বালক; তোমার কৃপায় আমরা বহু সুখ পাই।

হে ভগবন্! তোমার অন্ত কেহই জানে না; তুমি উচ্চ হইতেও উচ্চ।

(বিশ্বের) সমুদায় সামগ্রী তোমারই সূত্র-ধারী, তোমারই সূত্রে গাঁথা রহিয়াছে; তোমার রচিত এই সৃষ্টি তোমারই আজ্ঞা বহন করিতেছে; তোমার হুকুমে চলিতেছে।

তুমি কত বড়, তোমার গতি মিতি তুমিই জান; দাস নানক সর্ব্বদা নিজেকে তোমার চরণে বলিস্বরূপ অর্পণ করিতেছে।

টীকা :—অরদাসি=বিনতি, নিবেদন, প্রার্থনা। জীউ=প্রাণ। পিংডু=শরীর। রাসি=পুঁজি, দান। ঘনেরে=বহু, অনেক। গতি মিতি=অষ্টপদী ৩, পৌড়ী ৭ দ্রষ্টব্য।

সলোকু (শ্লোক) ৫

দেনহারু প্রভু ছোড়ি কৈ লাগহি আন সুআই ॥
নানক কহূ ন সীঝঈ বিনু নাৱৈ পতি জাই ॥ ১॥

১। দানের কর্ত্তা প্রভুকে ছাড়িয়া জীব অন্য প্রয়োজনে (অপর মতলবে) লাগিয়া আছে। পরন্তু হে নানক ! ইহ-জীব কদাপি মুক্তি পাইবে না, কারণ নাম জপ বিনা পরলোকে মান (ইজ্জৎ) রক্ষা হয় না।

অষ্টপদী ৫ ॥

(১)

দস বসতূ লে পাছৈ পাৱৈ ॥
এক বসতু কারনি বিখোটি গৱাৱৈ ॥

এক ভী ন দেই দস ভী হিরি লেই ॥
তউ মূড়া কহু কহা করেই ॥

জিসু ঠাকুর সিউ নাহী চারা ॥
তা কউ কীজৈ সদ নমসকারা ॥

জা কৈ মনি লাগা প্রভু
সরব সূখ তাহূ মনি ৱূঠা ॥

জিসু জন অপনা হুকমু মনাইআ ॥
সরব থোক নানক তিনি পাইআ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ

১। জীব পরমেশ্বর প্রদত্ত দশ প্রকার বস্তু পাইয়া তাহা পশ্চাতে রাখিয়া দেয় (তাহার প্রতি সমাদর করে না বা তজ্জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দেয় না) অথচ একটি বস্তু না পাইলে তাহার করণে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস হারায় (সে তখন বলে, ভগবান দিলে না)।

তিনি যদি এক বস্তুও না দেন এবং দশ বস্তু যাহা দিয়াছেন তাহাও কাড়িয়া লয়েন তবে বল, হে মূর্খ জীব! তুমি কি করিবে?

(অতএব) যে প্রভুর সহিত জোর চলে না তাঁহাকে সর্ব্বদা নমস্কার কর।

প্রভুর নাম যাহার মনে মিষ্ট লাগে সর্ব্ব সুখ তাহার অন্তরে আসিয়া বসে, বিরাজ করে।

দাস, যাঁহাকে দিয়া প্রভু নিজের হুকুম (আপনার আদেশ) মান্য করাইয়াছেন নানক, তিনি সমুদয় পুরুষার্থ লাভ করিয়াছেন।

টীকা :—বিখোটি=বিশ্বাস, প্রতীত (বাণী পরকাস)। চারা=জোর, বল। বুঠা=বসা। থোক=পদার্থ, পুরুষার্থ।

(২)

অগনত সাহু অপনী দে রাসি ॥
খাত পীত বরতৈ অনদ উলাসি ॥

অপুনী অমান কছু বহুরি সাহু লেই ॥
অগিআনী মনি রোসু করেই ॥

অপনী পরতীতি আপ হী খোবৈ ॥
বহুরি উস কা বিস্বাসু ন হোবৈ ॥

জিস কী বসতু তিসু আগৈ রাখৈ ॥
প্রভ কী আগিআ মানৈ মাথৈ ॥
উস তে চউগুন করৈ নিহালু ॥
নানক সাহিবু সদা দইআলু ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ

২। সাহু (পরমেশ্বর) অগণিত, অপার রাশিকৃত পদার্থের মহাজন রূপে আপন পুঁজী জীবকে দান করিতেছেন। জীব আনন্দের সহিত তাহা খাইতেছে, পান করিতেছে এবং উল্লাসের সহিত ব্যবহার করিতেছে।

সাহু (মহাজন) যদি নিজের (আমানৎ) গচ্ছিত ধন হইতে আপনি কিছু ফিরাইয়া লয়েন তবে অজ্ঞানী জীব মনে রোষ করিবে।

জীব নিজের বিশ্বাস নিজেই হারায়, পুনরায় আর তাহার বিশ্বাস হয় না (পরমেশ্বরের প্রতি)।

(অতএব হে জীব!) যাঁহার বস্তু তাঁহার সম্মুখে রাখ এবং প্রভুর আজ্ঞা মস্তকে ধারণ কর অর্থাৎ সুখ দুঃখ ভগবানের দান, তাহা সমভাবে গ্রহণ কর।

তাহা হইলে তিনি তোমাকে চতুর্গুণ খুশী করিবেন। নানক কহিতেছে—প্রভু সর্ব্বদা দয়াল।

টীকা :—সাহু = পরমেশ্বর, মহাজন বা সাহুকার। রাসি = পুঁজি, সঞ্চিত ধন, দান। বরতৈ = ব্যবহার করা। অমান—অমানৎ, গচ্ছিত ধন। বাহুরি—পুনরায়। পরতীতি = প্রতীতি, বিশ্বাস। নিহাল = কৃতকৃত্য, কৃতার্থ, খুশী।

(৩)

অনিক ভাতি মাইআ কে হেত ॥
সরপর হোৱত জানু অনেত ॥

বিরখ কী ছাইআ সিউ রংগু লাবৈ ॥
ওহু বিনসৈ উহু মনি পছুতাবৈ ॥

জো দীসৈ সো চালনহারু ॥
লপটি রহিও তহ অংধ অংধারু

বটাঊ সিউ জো লাবৈ নেহ ॥
তা কউ হাথ ন আবৈ কেহ ॥

মন হরি কে নাম কী প্রীতি সুখদাঈ ॥
করি কিরপা নানক আপি লএ লাঈ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ

৩। হে ভাই, যে মায়ার সহিত তুমি অনেক প্রকারে প্রণয় করিতেছ, নিশ্চয় করিয়া জানিও তাহা অনিত্য, অতএব নাশবন্ত।

(যেমন) কেহ যদি বৃক্ষের ছায়ার সহিত প্রেম করে, ঐ ছায়া যখন চলিয়া যায় তখন সে অনুতাপ করে।

যাহা দেখা যাইতেছে তাহা সমস্তই চল, অস্থির, নাশবন্ত তথাপি জীব অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে অন্ধ হইয়া তাহাতেই লপটাইয়া (জড়িত হইয়া) থাকে।

যে পথচারী—মুসাফিরের সহিত প্রেম করে তাহার হাতে কিছুই আসে না, তাহার কোনই লাভ হয় না।

হে মন ! হরিনামে প্রীতিই সুখদায়ক ; পরন্তু হে নানক ! যাহাকে তিনি আপনি কৃপা করিয়া লওয়ায়েন সেই তাঁহার প্রীতিতে লাগে।

টীকা : —অনিক ভাতি=অনেক প্রকার। হেত=প্রেম, প্রীতি, অনুরাগ, attachment. সরপর=নিশ্চয়, সর পর=(পর হই সারে) পরন্তু ইহা

সমস্তই (সাঃ সিং)। অনেত=অনিত্য। দীসৈ=দেখিতেছ। চালনহার=চলিয়া যাইবে, নাশবন্ত। বটাউ=মুসাফের, পথিক। নেহ=প্রেম, প্রীতি। অংধ অংধার=অন্ধের (অন্ধ সাহেব সিং), মায়ায় বা অজ্ঞান অন্ধকারে অন্ধ হইয়া।

(৪)

মিথিআ তনু ধনু কুটংবু সবাইআ ॥
মিথিআ হউমৈ মমতা মাইআ ॥

মিথিআ রাজ জোবন ধন মাল ॥
মিথিআ কাম ক্রোধ বিকরাল ॥

মিথিআ রথ হসতী অস্ব বসত্রা ॥
মিথিআ রংগ সংগি মাইআ পেখি হসতা ॥

মিথিআ ধ্রোহ মোহ অভিমানু ॥
মিথিআ আপস ঊপরি করত গুমানু ॥

অসথিরু ভগতি সাধ কী সরন ॥
নানক জপি জপি জীবৈ হরিকে চরন ॥৪॥

বঙ্গানুবাদ

হে ভাই! তনু, ধন, কুটুম্ব এসকল মিথ্যা ; মিথ্যা অহংতা মমতা এবং মায়া।

মিথ্যা রাজ্য, যৌবন, ধন, সম্পদ ; মিথ্যা কাম ক্রোধ প্রভৃতি ভয়ঙ্কর রিপু সমূহ।

মিথ্যা রথ, হস্তী, অশ্ব, বস্ত্র এবং মায়ার সঙ্গে মায়ার রঙ্গ কৌতুক দেখিয়া যে হাস্য-উল্লাস তাহাও মিথ্যা।

মিথ্যা ছলনা, মোহ ও অভিমান ; মিথ্যা আপনার প্রতি গুমান (অহংকার)।

সন্তের শরণ গ্রহণ পূর্ব্বক একমাত্র হরিভক্তিই স্থির, নিশ্চল। নানক, শ্রীহরির চরণ ধ্যান এবং নামজপ করিয়া বাঁচিয়া আছে (অথবা যিনি শ্রীহরির চরণ ধ্যান এবং নাম জপ করেন তিনিই জীবিত)।

টীকা : —মিথিআ =মিথ্যা, অনিত্য অতএব নাশবস্তু। সৱাইআ =সমস্ত। রাজ=রাজ্য। বিকরাল =বিকট =ভয়ঙ্কর। ধ্রোহ =দাগা, ছলনা, প্রতারণা। অসথিরু=যাহা সর্ব্বদার জন্য স্থির, নিশ্চল।

(৫)

মিথিআ স্রৱন পর নিংদা সুনহি ॥
মিথিআ হসত পর দরব কউ হিরহি ॥

মিথিআ নেত্র পেখত পর ত্রিঅ রূপাদ ॥
মিথিআ রসনা ভোজন অন স্বাদ ॥

মিথিআ চরন পর বিকার কউ ধাৱহি ॥
মিথিয়া মন পর লোভ লুভাৱহি ॥

মিথিআ তন নহী পর উপকারা ॥
মিথিআ বাসু লেত বিকারা ॥

বিন বূঝে মিথিআ সভ ভএ ॥
সফল দেহ নানক হরি হরি নাম লএ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ

৫। মিথ্যা সেই কর্ণ যাহা পরনিন্দা শ্রবণ করে। মিথ্যা সেই হস্ত যাহা পরের দ্রব্য হরণ করে।

মিথ্যা সেই নেত্র যাহা পরস্ত্রীর রূপ দর্শন করে। মিথ্যা সেই রসনা যাহা (নাম রস ছাড়িয়া) অন্য রস ভোজন করে।

মিথ্যা সেই চরণ যাহা পরের অনিষ্ট হেতু ধাবমান হয়। মিথ্যা সেই মন যাহা পরদ্রব্যে লোভ করে।

মিথ্যা সেই দেহ যাহা পরের উপকারে আসে না। মিথ্যা সেই নাসিকা যাহা বিকার (বিকৃত পদার্থের গন্ধ) আঘ্রাণ করে।

না বুঝিয়া (প্রজ্ঞাপরাধ জনিত) ইন্দ্রিয় সমূহ মিথ্যা (বিকৃত) হইয়াছে ; নানক কহিতেছে, যে হরি হরি নাম লয় তাহার দেহ সফল হয় (তাহার ইন্দ্রিয় সমূহ বিকার হইতে মুক্ত হয়)।

টীকা ঃ - হিরহি—হরণ করে।

(৬)

বিরথী সাকত কী আরজা ॥
সাচ বিনা কহ হোৰত সূচা ॥

বিরথা নাম বিনা তনু অংধ ॥
মুখি আৰত তাকৈ দুরগংধ ॥

বিনু সিমরন দিন রৈনি ব্রিথা বিহাই ॥
মেঘ·বিনা জিউ খেতী জাই ॥

গোৰিংদ ভজনু বিন ব্রিথে সভ কাম ॥
জিউ কিরপন কে নিরারথ দাম ॥

ধংনি ধংনি তে জন জিহ ঘটি বসিও হরি নাউ ॥
নানক তাকৈ বলি বলি জাউ ॥৬॥

বঙ্গানুবাদ

৬। মনমুখের জীবন বৃথা। বল, সত্য বিনা কি প্রকারে শুচি হইবে ?

অজ্ঞানান্ধ জীবের নাম বিনা তনু বৃথা ; তাহার মুখ হইতে কেবল দুর্গন্ধই বাহির হয়।

যেমন বর্ষা বিনা ক্ষেত নিষ্ফল যায় সেইরূপ নাম স্মরণ বিনা (মনমুখের) দিবারাত্র বৃথা চলিয়া যায়।

গোবিন্দের ভজন বিনা (সাকতের) সমস্ত কার্য্যই বৃথা—যেমন কৃপনের ধন নিরর্থক, কোন কাজেই লাগে না।

সেই (গুরুমুখী) জনই সর্ব্বদা ধন্য যাঁহার হৃদয়ে হরিনাম বাস করে ; নানক তাঁহার বলিহারী যায়।

টীকা :—সাকত (শাক্ত শব্দ হইতে) Macauliff 'শাক্ত' অর্থ করিয়াছেন, শক্তির উপাসক (See Mac. Vol. III. P.213) সাহিব সিং—'ঈশ্বর বিমুখ,' গ্রন্থকার ১ম খণ্ড ১০৬ পৃষ্ঠায় সাকত=পতিত জন, ভক্তিহীন, মনমুখী, অর্থ করিয়াছেন। অন্যত্র সাকত=মনমুখ (গুরুমুখের বিপরীত) অর্থও গ্রহণ করা হইয়াছে, ইহা অধিকতর সমীচিন মনে করিয়া আমরা এখানে তাহাই গ্রহণ করিলাম।

আরজা=আয়ু, জীবন। বিহাই=কাটায়, অতিবাহিত করে। নিরারথ=নিরর্থক, ব্যর্থ।

(৭)

রহত অৱর কছু অৱর কমাৱত ॥
মনি নহী প্রীতি মুখহু গংঢ লাৱত ॥

জাননহার প্রভূ পরবীন ॥
বাহরি ভেখ ন কাহূ ভীন ॥

অৱর উপদেসৈ আপি ন করৈ ॥
আৱত জাৱত জনমৈ মরৈ ॥

জিসকৈ অংতরি বসৈ নিরংকারু ॥
তিসকী সীখ তরৈ সংসারু ॥

জো তুম ভানে তিন্‌সু প্রভু জাতা ॥
নানক উন জন চরন পরাতা ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ

এখন সাকত অর্থাৎ মনমুখীর লক্ষণ বলা হইতেছে—

৭। সাকতের মনে এক, বাহিরে ভিন্ন কর্ম্ম করে। তাহার মনে প্রীতি নাই অথচ সে মুখে প্রীতির ভাণ করে।

কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ প্রভু প্রবীণ (চতুর); তিনি কাহারও ভেখে, বাহ্য বেশে ভিজেন না, দয়ার্দ্র হন না।

যে অন্যকে উপদেশ করে অথচ নিজে পালন করে না, সে কেবল জন্ম মৃত্যুর পথে আসা যাওয়া করে।

যাঁহার অন্তরে নিরঙ্কার প্রভু বাস করেন, তাঁহার শিক্ষা অর্থাৎ উপদেশে সংসার উদ্ধার হইয়া যায়।

হে প্রভু! যাঁহারা তোমাকে ভালবাসে তাঁহারাই তোমাকে জানিতে পারে; নানক, তাঁহাদের চরণে পতিত (প্রণিপাত) হইতেছে!

টীকা ঃ—রহত=(হিন্দী—রহন), ব্যবহার; আচরণ (পঞ্চগ্রন্থী ও সাহেব সিং এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন)। অবর=অন্য। গংঢ লাবত=মুখে ফড় ফড় করা, তোড়জোড় করা। পরবীন=চতুর। ভীন=ভিজা, আর্দ্র হওয়া, প্রসন্ন বা নরম হওয়া। ভানা—জানা, ভাল লাগা, পছন্দ হওয়া। পরতা=পতিত হয়।

(৮)

করউ বেনতী পারব্রহমু সভু জানৈ ॥
অপনা কীআ আপহি মানৈ ॥

আপহি আপ আপি করত নিবেরা ॥
কিসৈ দূরি জনাবত কিসৈ বুঝাবত নেরা ॥

উপাৱ সিআনপ সগল তে রহত ॥
সভু কছু জানৈ আতম কী রহত ॥

জিসু ভাৱৈ তিসু লএ লড়ি লাই ॥
থান থনংতরি রহিআ সমাই ॥

সো সেৱকু জিসু কিরপা করী ॥
নিমখ নিমখ জপি নানক হরী ॥ ৮ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ

৮। আমি (যে যে) বিনতি (স্তুতি) করিতেছি ; পরব্রহ্ম সব জানেন। এ স্তুতি (ভক্তের মুখে) তিনিই করিতেছেন (অর্থাৎ আপনার সৃষ্ট জীবকে প্রভু আপনিই মান দিতেছেন, পুরস্কৃত করিতেছেন) সুতরাং তিনি মানিতেছেন।

তিনি নিজেই বিচার করিতেছন—জীবের কর্ম্মানুসারে, তাহাতে কাহাকেও জানাইতেছেন তিনি দূরে ; কাহাকেও বুঝাইতেছেন তিনি নিকটে।

তিনি সকল উপায় ও সকল চাতুরীর বাহিরে (কোন উপায় বা চাতুরীদ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না)। তিনি আত্মজ্ঞরূপে জীবের সব কিছু জানেন।

যাহাকে তাঁহার ভাল লাগে তাহাকে তিনি ভাল বাসেন। তিনি স্থান স্থানান্তরে, (নিকটে এবং দূরে) সর্ব্বত্র পূর্ণ রহিয়াছেন।

সে'ই সেবক যাহাকে প্রভু কৃপা করেন, এবং হে নানক, সেই প্রতি নিমেষে হরিনাম জপ করে।

টীকা :—বিভিন্ন টীকাকার এই পৌড়ীর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। নিবেরা=বিচার। 'আতম কী রহত'=আত্মজ্ঞরূপে বা জীবের আত্মায় অবস্থান করিয়া অথবা 'জীবের কর্ম্ম' শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করিলে উক্ত পংক্তির

অর্থ হয়—'তিনি জীবের সমস্ত কর্ম্ম জানেন'। জিস্থ ভাবৈ=যাহাকে তাঁহার ভাল লাগে (The man who is pleasing to Him); ভাবৈ=আচ্ছা লাগতা হৈ ; পছন্দ আতা হ্যায়। কেহ কেহ "ভাবৈ" যাহাকে তিনি **ইচ্ছা করেন**, এই অর্থ করিয়াছেন। তিস্থ লএ লড়ি লাই=তাহাকে আপনার চরণে স্থান দেন (ফঃ কোঃ)।

সলোকু (শ্লোক)

কাম ক্রোধ অরু লোভ মোহ বিনসি জাই অহংমেৰ ॥
নানক প্রভ সরণাগতী করি প্রসাদি গুরদেৰ ॥ ১ ॥

১। হে গুরুদেব দয়াকর, আমার কাম ক্রোধ লোভ মোহ এবং অহংকার যেন বিনষ্ট হয়। (একারণে) হে প্রভু! নানক তোমার শরণ লইয়াছে।

অষ্টপদী—৬

(১)

জিহ প্রসাদি ছতীহ অংম্রিত খাহি ॥
তিস্থ ঠাকুর কউ রখু মন মাহি ॥

জিহ প্রসাদি স্থগংধত তনি লাৰহি ॥
তিস কউ সিমরত পরম গতি পাৰহি ॥

জিহ প্রসাদি বসহি স্থখ মংদরি ॥
তিসহি ধিআই সদা মন অংদরি ॥

জিহ প্রসাদি গ্রিহ সংগি স্থখ বসনা ॥
আঠ পহর সিমরহ তিস্থ রসনা ॥

জিহ প্রসাদি রংগ রস ভোগ ॥
নানক সদ ধিআঈঐ ধিআৰন জোগ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ

১। হে ভাই! যাঁহার প্রসাদে তুমি ছত্রিশ প্রকার অমৃতভোজন পাইতেছ; সেই ঠাকুরকে তোমার মন মধ্যে রাখ।

যাঁহার প্রসাদে তুমি বহু প্রকারের সুগন্ধ দ্রব্য শরীরে লেপন করিতেছ; হে মন! তাঁহাকে স্মরণ কর, পরমগতি প্রাপ্ত হইবে।

যাঁহার প্রসাদে তুমি সুখে প্রাসাদে বাস করিতেছ তাঁহাকে মনের মধ্যে সর্ব্বদা ধ্যান কর।

যাঁহার প্রসাদে তুমি সুখের সহিত গৃহে বাস করিতেছ অষ্টপ্রহর রসনায় তাহাকে স্মরণ কর।

যাঁহার প্রসাদে তুমি রসাস্বাদন করতঃ আনন্দ উপভোগ করিতেছ হে নানক? তাহাকে সর্ব্বদা ধ্যান কর, তিনি (সদ্‌গুরু) ধ্যানের যোগ্য।

টীকা :— ছতীহ অংম্রিত=ছত্রিশ প্রকারের (অমৃত) ভোজন বা ছত্রিশ ব্যঞ্জনরূপ অমৃত। মংদর=মন্দির, বাস ভবন, গৃহ, প্রাসাদ।

(২)

জিহ প্রসাদি পাট পটংবর হঢাৱহি॥
তিসহি তিআগ কত অৱর লুভাৱহি॥

জিহ প্রসাদি সুখ সেজ সোঈজৈ॥
মন আঠ পহর তা কা জসু গাৱীজৈ॥

জিহ প্রসাদি তুঝু সভ কোঊ মানৈ॥
মুখি তা কো জসু রসন বখানৈ॥

জিহ প্রসাদি তেরো রহতা ধরমু॥
মন সদা ধিআই কেৱল পারব্রহমু॥

প্রভ জী জপত দরগহ মান পাৱহি ॥
নানক পতি সেতী ঘরি জাৱহি ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ

২। হে মন! যাঁহার প্রসাদে তুমি (পাট পটংবর) কার্পাস ও রেশম নির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করিতেছ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কেন অন্য পদার্থে লোভ করিতেছ?

যাঁহার প্রসাদে তুমি সুখ-শয্যায় শয়ন করিতেছ হে মন, অষ্টপ্রহর তাঁহার যশোগান কর।

যাঁহার প্রসাদে তোমাকে সকলে মান্য করে তাঁহার যশ মুখ এবং রসনা দ্বারা উচ্চারণ কর।

যাঁহার প্রসাদে তোমার ধর্ম্ম রক্ষা হয়, হে মন! তুমি সর্ব্বদা কেবল সেই পরব্রহ্মের ধ্যান কর।

প্রভুজীর নাম জপ করিলে দরবারে মান পাইবে, এবং হে নানক! তাহা হইলে তুমি সম্মানের সহিত আপন ঘরে যাইবে, আপন স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে।

টীকা :—পটংবর=পট্টাম্বর; রেসমী বস্ত্র। লুভাৱহি=লোভ করিতেছ। সুখ সেজ=সুখ শয্যায় বা পর্য্যঙ্কে। সোঈজৈ=শয়ন করা; নিদ্রা যাওয়া। গাৱীজৈ=গান কর। সভকোউ=সকলে। মুখি=মুখ দ্বারা। বখানৈ=উচ্চারণ কর। পতি সেতী=ইজ্জতের সহিত, প্রতিষ্ঠার সহিত, সম্মানের সহিত। ঘরি জাৱহি=পরলোকে বা সৎ-সঙ্গে অথবা স্বরূপে যাইবে।

(৩)

জিহ প্রসাদি আরোগ কংচন দেহী ॥
লিৱ লাৱহু তিসু রাম সনেহী ॥

জিহ প্রসাদি তেরা ওলা রহত ॥
মন সুখ পাৱহি হরি হরি জস্থ কহত ॥

জিহ প্রসাদি তেরে সগল ছিদ্র ঢাকে ॥
মন সরনী পরু ঠাকুর প্রভ তাকৈ ॥

জিহ প্রসাদি তুঝ কো ন পহূচৈ ॥
মন সাসি সাসি সিমরহু প্রভ ঊচে ॥

জিহ প্রসাদি পাঈ দ্রুলভ দেহ ॥
নানক তাকী ভগতি করেহ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ

৩। হে মন! যাঁহার প্রসাদে তুমি নিরোগ কাঞ্চনবর্ণ দেহ পাইয়াছ সেই প্রীতম রামে তোমার চিত্তবৃত্তি লাগাইয়া রাখ।

যাঁহার প্রসাদে তোমার পরদা (লজ্জা-সম্ভ্রম) রক্ষা হয় হে মন! তুমি সেই শ্রীহরির যশ কীর্ত্তন কর, সুখ পাইবে।

যাঁহার প্রসাদে তোমার সকল ছিদ্র (সর্ব্বদোষ) ঢাকা পড়ে হে মন! সেই প্রভু-ঠাকুরের শরণ লও।

যাঁহার প্রসাদে কেহই তোমার সমকক্ষ হইতে পারে না, হে মন! সেই মহান্ প্রভুকে শ্বাসে শ্বাসে স্মরণ কর।

যাঁহার প্রসাদে তুমি এই দুর্লভ মনুষ্যদেহ পাইয়াছ, হে নানক। তাঁহাকে ভক্তি কর।

টীকাঃ—সনেহী=প্রীতম, স্নেহময়। ওলা=পরদা, সম্মান সম্ভ্রম, গুপ্ত কথা। ছিদ্র=দোষ, পহুচৈ=পহুচাইতে; এখানে সমকক্ষ হইতে। সাসি সাসি=শ্বাসে শ্বাসে।

(৪)

জিহ প্রসাদি আভূখন পহিরীজৈ ॥
মন তিসু সিমরত কিউ আলস কীজৈ ॥

জিহ প্রসাদি অস্ব হসতি অসৱারী ॥
মন তিসু প্রভু কউ কবহূ ন বিসারী ॥

জিহ প্রসাদি বাগ মিলখ ধনা ॥
রাখু পরোই প্রভু অপনে মনা ॥

জিন তেরী মন বনত বনাঈ ॥
ঊঠত বৈঠত সদ তিসহি ধিআঈ ॥

তিসহি ধিআই জো একু অলখৈ ॥
ঈহা ঊহা নানক তেরী রখৈ ॥৪॥

বঙ্গানুবাদ

৪। যাঁহার প্রসাদে তুমি অলঙ্কারাদি (আভরণ) পরিধান করিতেছ, হে মন ! তাঁহাকে স্মরণ করিতে কেন আলস্য করিতেছ ?

যাঁহার প্রসাদে তুমি অশ্ব এবং হস্তীতে আরোহণ করিতেছ হে মন ! সেই প্রভুকে কখনও বিস্মৃত হইও না।

যাঁহার প্রসাদে তুমি বাগান, জমিদারী ও ধন পাইয়াছ সেই প্রভুকে আপন মনে গাঁথিয়া রাখ।

যিনি (সৃষ্টি করিয়া এভাবে) তোমার উপরে আড়ম্বর রচনা করিয়াছেন, তোমাকে সাজাইয়াছেন হে মন ! উঠিতে বসিতে সর্ব্বদা তাঁহাকে ধ্যান কর।

তুমি তাঁহাকেই ধ্যান কর যিনি একমাত্র (অন্তবিহীন) অদ্বিতীয় এবং অলখ, ইন্দ্রিয়ের অতীত ; হে নানক, তিনিই ইহ পরলোকে তোমার প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিবেন।

টীকা :—অভূখন=আভরণ, অলঙ্কার, গহেনা, জহরৎ (জেবর)। বাগ =বাগান। মিলখ=জমি, জাইগীর, জমিদারী। পরোই=গাঁথিয়া রাখা। বনত বনাঈ=(বনাবট) তৈয়ারী করিয়াছেন। বনাবট=রচনা ; গড়ন ; আড়ম্বর।

(৫)

জিহ প্রসাদি করহি পুংন বহু দান ॥
মন আঠ পহর করি তিসকা ধিআন ॥

জিহ প্রসাদি তূ আচার বিউহারী ॥
তিস্ প্রভ কউ সাসি সাসি চিতারী ॥

জিহ প্রসাদি তেরা সুংদর রূপু ॥
সো প্রভু সিমরহু সদা অনূপু ॥

জিহ প্রসাদি তেরী নীকী জাতি ॥
সো প্রভু সিমরি সদা দিন রাতি ॥

জিহ প্রসাদি তেরী পতি রহৈ ॥
গুর প্রসাদি নানক জস্ কহৈ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ

৫। যাঁহার প্রসাদে বহু দান পুণ্য করিতেছ হে মন! অষ্টপ্রহর তাঁহার ধ্যান কর।

যাঁহার কৃপায় তুমি (শিষ্ট) আচার ব্যবহার করিতেছ সেই প্রভুকে শ্বাসে শ্বাসে স্মরণ কর।

যাঁহার প্রসাদে তোমার সুন্দর রূপ, সেই অনুপম প্রভুকে সর্ব্বদা স্মরণ কর।

যাঁহার প্রসাদে তোমার জাতি উত্তম, তুমি উত্তম মনুষ্যকুলে জন্মিয়াছ সেই প্রভুকে দিবারাত্র অনুক্ষণ স্মরণ কর।

যাঁহার প্রসাদে তোমার মান রক্ষা হয় হে নানক! গুরুকৃপায় তুমি তাঁহার যশ গান কর।

টীকা :—আচার বিউহারী=আচার ব্যবহার। অপর অর্থ "আচার" কর্ত্তব্য পরায়ণ হইয়া "বিউহারী" ব্যবহার অথবা শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যে বিহরণ। নীকী=উত্তম। পতি=(পৎ) মান, ইজ্জৎ।

(৬)

জিহ প্রসাদি সুনহি করন নাদ ॥
জিহ প্রসাদি পেখহি বিসমাদ ॥

জিহ প্রসাদি বোলহি অংম্রিত রসনা ॥
জিহ প্রসাদি সুখ সহজে বসনা ॥

জিহ প্রসাদি হসত কর চলহি ॥
জিহ প্রসাদি সংপূরন ফলহি ॥

জিহ প্রসাদি পরম গতি পাৱহি ॥
জিহ প্রসাদি সুখি সহজি সমাৱহি ॥

ঐসা প্রভু তিআগি অৱর কত লাগহু ॥
গুর প্রসাদি নানক মনি জাগহু ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ

৬। যাঁহার প্রসাদে তুমি কর্ণে নাদ (মধুর ধ্বনি) শ্রবণ করিতেছ; যাঁহার প্রসাদে তুমি আশ্চর্য্যরূপ দর্শন করিতেছ;

যাঁহার কৃপায় রসনাদ্বারা অমৃতস্বরূপ মিষ্ট বচন বলিতেছ; যাঁহার প্রসাদে তুমি সহজ (স্বাভাবিক) সুখে বাস করিতেছ;

যাঁহার কৃপায় তোমার হস্ত পদ চলে (হাতে গ্রহণ করিতেছ এবং পদদ্বারা বিচরণ করিতেছ); যাঁহার কৃপায় তুমি সর্ব্ব বিষয়ে ফলবান (কৃতকার্য্য) হইতেছ—

যাঁহার প্রসাদে তুমি পরমগতি পাইবে; যাঁহার প্রসাদে তুমি সহজ সুখে (আত্মানন্দে) সমাহিত হইবে;

হে ভাই! এমন প্রভুকে ত্যাগ করিয়া কেন তুমি অন্যত্র লিপ্ত, হইতেছ? হে নানক! গুরুকৃপায় মনকে জাগাও, প্রজ্জ্বলিত কর।

টীকা :—সুনহি=শুনিতেছ। করন=কর্ণদ্বারা। নাদ=মধুর শব্দ। পেখহি=তুমি দেখিতেছ। বিসমাদ=আশ্চর্য্য। অমৃত=মিষ্ট বচন। চলহি=চলিতেছ। সংপূরন=সম্পূর্ণ। ফলহি=ফলে, ফল প্রদান করে। সহজি=সহজ অবস্থায়। মনি=মনের মধ্যে। মনি জাগহু=মনের মধ্যে হুঁসিয়ার হও (সাহিব সিং)

(৭)

জিহ প্রসাদি তূঁ প্রগটু সংসারি ॥
তিসু প্রভ কউ মূলি ন মনহু বিসারি ॥

জিহ প্রসাদি তেরা পরতাপু ॥
রে মন মূড় তূ তা কউ জাপু ॥

জিহ প্রসাদি তেরে কারজ পূরে ॥
তিসহি জান মন সদা হজূরে ॥

জিহ প্রসাদি তূঁ পাবহি সাচু ॥
মন মেরে তূঁ-তা সিউ রাচু ॥

জিহ প্রসাদি সভ কী গতি হোই ॥
নানক জাপু জপৈ জপু সোই ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ

৭। যাঁহার কৃপায় তুমি সংসারে প্রকট অর্থাৎ খ্যাত হইয়াছ সেই প্রভুকে তুমি কদাপি মন হইতে বিস্মৃত হইও না।

যাঁহার প্রসাদে তুমি প্রতাপবান, হে মূর্খ মন! তুমি সেই প্রভুকে জপ কর।

যাঁহার প্রসাদে তোমার সমস্ত কার্য্য পূর্ণ হয় হে মন! তাঁহাকে সর্ব্বদা তোমার অঙ্গ-সঙ্গে জানিবে!

যাঁহার কৃপা প্রসাদে তুমি সত্য লাভ করিবে হে আমার মন! তুমি তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হও।

যাঁহার কৃপায় সকলের গতি (মোক্ষপ্রাপ্তি) হয়, নানক তাঁহাকে জপ করিতেছে ; হে ভাই! তোমরাও তাঁহাকে জপ কর।

টীকা :—জাপ=জপ ; জপের মালা। নানক জাপ জপৈ=নানক জপ করিতেছে বা মালা জপিতেছে। জপু সোই=তাঁহাকে জপ কর।

(৮)

আপি জপাএ জপৈ সো নাউ ॥
আপি গৱাএ সু হরি গুন গাউ ॥

প্রভ কিরপা তে হোই প্রগাসু ॥
প্রভূ দইআ তে কমল বিগাসু ॥

প্রভ সু প্রসংন বসৈ মনি সোই ॥
প্রভ দইআ তে মতি ঊতম হোই ॥

সরব নিধান প্রভ তেরী মইআ ॥
আপহু কছূ ন কিনহূ লইআ ॥
জিতু জিতু লাৱহু তিতু লগহি হরিনাথ ॥
নানক ইনকৈ কছূ ন হাথ ॥৮॥৬॥

বঙ্গানুবাদ

৮। প্রভু আপনি যাহাকে দিয়া জপায়েন সেই তাঁহার নাম জপ করে ; যাহাকে দিয়া গাওয়ায়েন সে হরিগুণ গান করে।

প্রভুর কৃপায় অন্তরে জ্ঞান প্রকাশিত হয় ; প্রভুর দয়ায় হৃদ-কমল বিকশিত হয়।

প্রভু তাহারই মনে বসেন যাহার প্রতি তিনি সুপ্রসন্ন হয়েন ; প্রভুর দয়াতেই মতি (বুদ্ধি) উত্তম হয়।

হে প্রভু! তোমার কৃপাই সকল নিধির নিধান ; (তোমার কৃপা ভিন্ন) নিজের চেষ্টায় কেহ কিছু লইতে পারে না।

হে হরি! হে জগতের স্বামী! তুমি জীবকে যেখানে যেখানে লাগাও (যে যে কর্ম্মে নিয়োজিত কর) সে তাহাতেই লাগে, সেই সেই কর্ম্মই করে। হে নানক! ইহাতে জীবের কোন হাত নাই।

টীকা :—মইআ=কৃপা, খুশী, প্রসন্নতা। আপহু=আপন চেষ্টায়। কিনহু= কেহও।

সলোকু (শ্লোক)

অগম অগাধি পারব্রহমু সোই ॥
জো জো কহৈ সো মুকতা হোই।
সুন মীতা নানক বিনৱংতা ॥
সাধ জনাকী অচরজ কথা ॥ ১ ॥

পরব্রহ্ম, যিনি মন বাণীর অগম্য এবং অগাধ, অন্তহীন-অথাই ; যে যে তাঁহার নাম জপ করে সে সে মুক্ত হইয়া যায়।

নানক মিনতি করিয়া কহিতেছে—হে মিত্র! সাধুজনের আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ কর।

টীকা :—:—অগম—মন যেখানে পৌঁছাইতে পারে না। অগাধি—বুদ্ধি যাহার তল পায় না ; অন্ত বিহীন।

অষ্টপদী—৭

সাধ কৈ সংগি মুখ ঊজল হোত ॥
সাধ সংগি মলু সগলী খোত ॥

সাধকৈ সংগি মিটৈ অভিমানু ॥
সাধকৈ সংগি প্রগটৈ সু গিআনু ॥

সাধকৈ সংগি বুঝৈ প্রভু নেরা ॥
সাধ সংগি সভু হোত নিবেরা ॥

সাধকৈ সংগি পাএ নাম রতন ॥
সাধকৈ সংগি এক ঊপরি জতনু ॥

সাধকী মহিমা বরনৈ কউনু প্রানী ॥
নানক সাধকী সোভা প্রভ মাহি সমানী ॥১॥

সাধু সঙ্গের মহিমা—

১। হে ভাই! সাধুসঙ্গ করিলে মুখ উজ্জ্বল হয় ; সাধু সঙ্গে সমস্ত পাপরূপী মলা দূর হয়।

সাধুসঙ্গে অভিমান মিটিয়া যায়, সাধু সঙ্গে সুজ্ঞান প্রকাশ পায়।

সাধু সঙ্গে প্রভু নিকটে (সংগে) আছেন জানা যায় ; সাধু সঙ্গে সকলে উদ্ধার হয় (বরণী, আশ্রমী সকলের নিষ্পত্তি হইয়া যায়)।

সাধু সঙ্গে নামরূপ (অতুল) রত্ন লাভ হয় ; সাধু সঙ্গে একের উপরে যত্ন হয় (হরি-ভজন বিষয়ে একনিষ্ঠতা জন্মে)

সাধুর মহিমা কে বর্ণনা করিবে ? কেহই পারে না ; নানক, সাধুর শোভা (উপমা) প্রভুতেই সমাহিত (প্রভুর শোভার সমতুল্য) ।

টীকা :—নিবেরা, নিবেড়া=ছুটকারা, মুক্তি, উদ্ধার, ছাঁটা, বাছা, ত্যাগ, সমাপ্তি, নির্ণয়, নিষ্পত্তি। সোভা=উপমা।

(২)

সাধকৈ সংগি অগোচরু মিলৈ ॥
সাধকৈ সংগি সদা পরফুলৈ ॥

সাধকৈ সংগি আৱহি বসি পংচা ॥
সাধ সংগি অংম্রিত রস ভুংচা ॥

সাধ সংগি হোই সভকী রেনু ॥
সাধকৈ সংগি মনোহরি বৈন ॥

সাধকৈ সংগি ন কতহূং ধাৱৈ ॥
সাধ সংগি অসথিতি মনু পাৱৈ ॥

সাধকৈ সংগি মাইআ তে ভিংন ॥
সাধ সংগি নানক প্রভ সু প্রসংন ॥ ২ ॥

২। সাধু সঙ্গে মন বাণীর আগোচর হরিকে পাওয়া যায় ; সাধু সঙ্গে মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে।

সাধু সঙ্গ করিলে কাম ক্রোধাদি পঞ্চ বিকার বশ হয় ; সাধু সঙ্গে নামরূপ অমৃত ভোজন হয়।

সাধু সঙ্গে জীব সকলের চরণ রেণু হয়; সাধু সঙ্গ করিলে বচন মনোহারী, সুমিষ্ট হয়।

সাধু সঙ্গে মন অন্যত্র ধাবিত হয় না; সাধু সঙ্গে মন স্থির হয়।

সাধু সঙ্গে জীব মায়া হইতে ভিন্ন অর্থাৎ দূরে থাকে। নানক, সাধু সঙ্গ করিলে প্রভু সুপ্রসন্ন হয়েন।

টীকা ঃ—পংচা=পঞ্চ বিকার—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও অহংকার। রৈন=রেণু, ধূলি। বৈন=বচন।

(৩)

সাধ সংগি দুসমন সভি মীত ॥
সাধূ কৈ সংগি মহা পুনীত ॥

সাধ সংগি কিস সিউ নহী বৈরু ॥
সাধ কৈ সংগি ন বীগা পৈরু ॥

সাধ কৈ সংগি নাহী কো মংদা ॥
সাধ সংগি জানৈ পরমানংদা ॥

সাধ কৈ সংগি নাহী হউ তাপু ॥
সাধ কৈ সংগি তজৈ সভু আপু ॥

আপে জানৈ সাধ বড়াঈ ॥
নানক সাধ প্রভূ বনিআঈ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ

৩। সাধু সঙ্গে সমস্ত শত্রু মিত্র হইয়া যায়; সাধু সঙ্গে জীব মহা পবিত্র হয়—অথবা মহা পাপীও পবিত্র হয়।

সাধু সঙ্গ করিলে কাহারও সহিত বিরোধ থাকে না; সাধু

সঙ্গ করিলে পদদ্বয় কুমার্গে বিচরণ করে না।

সাধু সঙ্গকারীর নিকটে মন্দ বলিয়া কেহ নাই; সাধু সঙ্গে পরমানন্দরূপী ভগবানকে জানা যায়।

সাধু সঙ্গে অহংরূপী তাপ থাকে না। সাধু সঙ্গ করিলে "আমি আমার" সমস্ত অহংকার চলিয়া যায়।

প্রভু আপনিই সন্তের মহিমা জানেন কারণ, হে নানক, প্রভুর সহিত সন্তের প্রীতির সম্বন্ধ হইয়াছে (অর্থাৎ সাধু ভগবানের প্রীতিতে যুক্ত হইয়াছেন)।

টীকাঃ—মহা পুনীত=মহা পবিত্র। বৈরু=বৈরতা, বিরোধ।

(৪)

সাধ কৈ সংগি ন কবহূঁ ধাবৈ ॥
সাধ কৈ সংগি সদা সুখু পাবৈ ॥

সাধ সংগি বসতু অগোচর লহৈ ॥
সাধূ কৈ সংগ অজরু সহৈ ॥

সাধ কৈ সংগি বসৈ থান ঊচৈ ॥
সাধূ কৈ সংগি মহলি পহূচৈ ॥

সাধ কৈ সংগি দ্রিড়ৈ সভি ধরম ॥
সাধ কৈ সংগি কেবল পারব্রহম ॥

সাধ কৈ সংগি পাএ নাম নিধান ॥
নানক সাধূ কৈ কুরবান ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ

৪। সাধু সঙ্গ করিলে মন কখনও (তৃষ্ণায়) ধাবিত হয় না। সাধু সঙ্গে সর্ব্বদা সুখ পাওয়া যায়।

সাধু সঙ্গে অগোচর (ইন্দ্রিয়াতীত) বস্তুর লাভ হয়। সাধু সঙ্গে জীব অসহ্যকেও সহ্য করে— সহনশীল হয়।

সাধু সঙ্গে জীব সকলের উচ্চস্থানে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে বসতি করে। সাধু সঙ্গে জীব স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

সাধু সঙ্গে সকল ধর্ম্ম দৃঢ় হয়; সাধু সঙ্গে কেবল পরব্রহ্মের কথা হয়।

সাধু সঙ্গে নাম ধন পাওয়া যায়; নানক, সাধুকে বলিহারী যায়।

টীকা ঃ— দ্রিঢ়ৈ সভি ধরম=সমস্ত ধর্ম্ম—দৃঢ় করিয়া মানে, সমস্ত ধর্ম্মে বিশ্বাস হয়।

(৫)

সাধ কৈ সংগি সভ কুল উধারৈ ॥
সাধ সংগি সাজন মীত কুটংব নিসতারৈ ॥

সাধূকৈ সংগি সো ধনু পাৱৈ ॥
জিস্তু ধনতে সভুকৈ ৱরসাৱৈ ॥

সাধ সংগি ধরম রাই করে সেৱা ॥
সাধকৈ সংগি সোভা সুরদেৱা ॥

সাধূকৈ সংগি পাপ পলাইন ॥
সাধ সংগি অংম্রিত গুন গাইন ॥

সাধকৈ সংগি সরব থান গংমি ॥
নানক সাধকৈ সংগি সফল জনংম ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ

৫। সাধু সঙ্গ করিলে সমস্ত কুল উদ্ধার হয়; সাধু সঙ্গ করিলে স্বজন মিত্র কুটুম্ব নিস্তার পায়।

সাধু সঙ্গে সেই ধন পাওয়া যায় যে ধন পাইয়া অপর সকলকে বর্ষণ করা যায়, তৃপ্ত বা দান করা যায়।

যাঁহারা সাধু সঙ্গ করেন ধর্ম্মরাজ তাঁহাদের সেবা করেন ; সাধু সঙ্গ করিলে সুরদেব, ইন্দ্রের তুল্য শোভা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সাধু সঙ্গ করিলে পাপ (দূরে) পলায়ন করে ; সাধু সঙ্গে শ্রীহরির অমৃতগুণ গান হয়।

সাধু সঙ্গে সকল স্থানে গমন করা যায় ; নানক, সাধু সঙ্গে জন্ম সফল হয়।

টীকা ঃ—সভুকৈ=সকলকে, বহু জীবকে। ৰরসাৱৈ=বর্ষণ করে (ভাবার্থ —তৃপ্ত করে, সাধু সঙ্গে নাম ধন লাভ পূর্ব্বক সেই নাম ধন দান করিয়া অনেক জীবকে উদ্ধার করে—ফরিদ কোট), সাহিব সিং "ৰরসাৱৈ",—(Skt. বৃষ্ A. বর্ষয়তে, To be powerful or eminent. To have the power of production) বলবান হৈ জাদে হন ; ৰরসাৱৈ=ত্রিপত করদা হৈ (শ্রীগুরু বাণী প্রকাশ), তৃপ্ত করে।

(৬)

সাধকৈ সংগি নহী কছু ঘাল ॥
দরসনু ভেটত হোত নিহাল ॥

সাধকৈ সংগি কলূখত হরৈ ॥
সাধকৈ সংগি নরক পরহরৈ ॥

সাধকৈ সংগি ঈহা ঊহা সুহেলা ॥
সাধ সংগি বিছুরত হরি মেলা ॥

জো ইছে সোঈ ফলু পাৱৈ ॥
সাধকৈ সংগি ন বিরথা জাৱৈ ॥

পারব্রহমু সাধ রিদ বসৈ ॥
নানক উধরৈ সাধ সুনি রসৈ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ

৬। সাধু সঙ্গে (অভিষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি বিষয়ে) কোন পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না ; কারণ তাহাদের দর্শন বা সাক্ষাৎ মাত্রেই মন সুপ্রসন্ন হয় অথবা কৃতিকৃত্য হওয়া যায়।

সাধু সঙ্গে কলুষ (পাপ) নাশ হয় ; সাধু সঙ্গ করিলে নরকে যাইতে হয় না, নরক হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

সাধু সঙ্গ করিলে ইহ ও পরলোকে সুখী হয় ; সাধু সঙ্গে ঈশ্বর বিমুখ জীবও শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হয়।

সাধু সঙ্গে জীব যাহা ইচ্ছা করে সেই ফল পায়। সাধু সঙ্গ কখনও বৃথা যায় না।

পরব্রহ্ম সাধুর হৃদয়ে বাস করেন ; হে নানক, সাধুর রসময় বাণী শ্রবণ করিয়া জীব উদ্ধার হয় (অথবা সাধুর রসনায় উপদেশ শ্রবণ করিয়া জীব বিকার হইতে মুক্ত হয়)।

টীকা ঃ—ঘাল=মেহনৎ, পরিশ্রম। নিহাল=কৃতকৃত্য, প্রসন্ন, আনন্দ। কলুখত=কলুষ, পাপ। সুহেলা=সুখী। বিছুরত=বিচ্ছিন্ন। বিরথা=বৃথা। রসৈ=Delicious (Mac.), তদাকার (ফরিদ কোট), রসনা (জিভ)—সাহিব সিং।

(৭)

সাধকৈ সংগি সুনহু হরি নাউ ॥
সাধ সংগি হরিকে গুন গাউ ॥
সাধকৈ সংগি ন মনতে বিসরৈ ॥
সাধ সংগি সরপর নিসতরৈ ॥

সাধ কৈ সংগি লগৈ প্রভু মীঠা ॥
সাধূ কৈ সংগি ঘটি ঘটি ডীঠা ॥

সাধ সংগি ভএ আগিআ কারী ॥
সাধ সংগি গতি ভঈ হমারী ॥

সাধ কৈ সংগি মিটে সভ রোগ ॥
নানক সাধ ভেটে সংযোগ ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ

৭। হে ভাই! সাধু সঙ্গে হরিনাম শ্রবণ কর। সাধু সঙ্গে মিলিত হইয়া হরিগুণ গান কর।

সাধু সঙ্গে মন হইতে প্রভুর বিস্মৃতি হয় না, প্রভুকে ভুলিয়া যাইতে হয় না। সাধু সঙ্গে জীব অবশ্য তরিয়া যায়!

সাধু সঙ্গে প্রভুকে মিষ্ট লাগে। সাধু সঙ্গে সর্ব্ব ঘটে প্রভুর দর্শন হয়।

সাধু সঙ্গ করিয়া আমি শ্রীহরির আজ্ঞাকারী হইয়াছি। সাধু সঙ্গে আমার গতি হইয়াছে; আমি শুদ্ধ হইয়া গিয়াছি।

সাধু সঙ্গে (বিকার প্রভৃতি) সমস্ত রোগ দূর হয়। হে নানক! (বহু) ভাগ্যবলে সাধু দর্শন মিলে, সাধুর সাক্ষাৎ লাভ হয়।

টীকা :— বিসরৈ=ভুলিয়া যায়। সরপর=নিশ্চয়, অবশ্য। নিসতরৈ= তরিয়া যায়, নিস্তার পায়, মুক্ত হয়। আগিআকারী=আদেশ মনন কারী, গতি=উচ্চ অবস্থা, গতি ভঈ হমারী—আমার উচ্চাবস্থা লাভ হইয়াছে।

সংযোগ=ভাগ্যে, ভাগ্যগুণে। ভেটে=মিলে, মিলন হয়, সাক্ষাৎ লাভ হয়।

(৮)

সাধ কি মহিমা বেদ ন জানহি ॥
জেতা সুনহি তেতা বখিআনহি ॥

সাধ কী উপমা তিহু গুণতে দূরি ॥
সাধ কী উপমা রহী ভর পূরি ॥

সাধ কী সোভা কা নাহী অংত ॥
সাধ কী সোভা সদা বেঅংত ॥

সাধ কী সোভা ঊচ তে ঊচী ॥
সাধ কী সোভা মূচ তে মূচী ॥

সাধ কী সোভা সাধ বনি আঈ ॥
নানক সাধ প্রভ ভেদ ন ভাঈ ॥ ৮॥৭॥

বঙ্গানুবাদ

৮। সাধুর মহিমা বেদ (বেদের বক্তা বা শ্রোতা) জানে না। তাহারা যতটুকু শুনিয়াছে ততটুকুই ব্যাখ্যা করে।

সাধুর উপমা ত্রিগুণ হইতে দূরে, ত্রিগুণের অতীত (অর্থাৎ তিন গুণের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না)। সাধুর উপমা তিনি, যিনি সর্ব্বত্র ভরপূর হইয়া রহিয়াছেন।

সাধুর শোভার অন্ত নাই ; সাধুর শোভা সর্ব্বদা বেঅংত, অন্তহীন —আন্দাজ বা অনুমানের অতীত।

সন্তের মাধুর্য্য উচ্চ হইতেও উচ্চে ; সাধুর সৌন্দর্য্য অধিক হইতেও অধিক।

সাধুর শোভা সাধুতেই হয় ; নানক, হে ভাই—সাধুতে এবং প্রভুতে কোনই ভেদ নাই।

টীকা :—মূচতে মুচী=বড় হইতে বড়, অধিক হইতে অধিক।

সলোকু (শ্লোক) ১

মনি সাচা মুখি সাচা সোই ॥
আৱরু ন পেখৈ একসু বিনু কোই ॥
নানক ইহ লছণ ব্রহম গিআনী হোই ॥ ১ ॥

১। মনে যাঁহার সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর এবং মুখেও সেই সত্যস্বরূপ, যিনি এক সত্যস্বরূপ ব্যতীত অপর দ্বিতীয় কিছুই দেখেন না হে নানক! ইহাই ব্রহ্মজ্ঞানীর লক্ষণ।

অষ্টপদী-৮

(১)

ব্রহম গিআনী সদা নির লেপ ॥
জৈসে জল মহি কমল অলেপ ॥

ব্রহম গিআনী সদা নির দোখ ॥
জৈসে সূরু সরব কউ সোখ ॥

ব্রহম গিআনী কৈ দ্রিসটি সমানি ॥
জৈসে রাজ রংক কউ লাগৈ তুলি পৱান ॥

ব্রহম গিআনী কৈ ধীরজু এক ॥
জিউ বসুধা কোঊ খোদৈ কোঊ চংনদ লেপ ॥

ব্রহম গিআনী কা ইহৈ গুনাউ ॥
নানক জিউ পাৱক কা সহজ সুভাউ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ

১। ব্রহ্মজ্ঞানী সর্ব্বদা নির্লিপ্ত—যেমন জলমধ্যে কমল অলিপ্ত অর্থাৎ কমল জলে থাকিয়াও যেমন জলের দোষগুণ হইতে অসঙ্গ, আলগা হইয়া পৃথক থাকে।

ব্রহ্মজ্ঞানী সর্ব্বদা নির্দ্দোষ, মায়ার মলা রহিত ; —যেমন সূর্য্য সমস্ত বস্তুর রস (আকর্ষণ পূর্ব্বক) শুষ্ক করে অথচ নিজে রসের চিহ্ন বর্জ্জিত।

ব্রহ্মজ্ঞানীর দৃষ্টি সকলের প্রতি সমান,—যেমন পবন রাজা এবং কাঙ্গাল সকলের প্রতি সমতুল্যরূপে লাগে।

ব্রহ্মজ্ঞানীর ধৈর্য্য এক—অটল, অবিচল—যেমন পৃথিবীকে কেহ খনন করিতেছে, কেহ বা চন্দন লেপন করিতেছে ; ভাব, যেমন ক্রুদ্ধ বশতঃ আঘাতকারীকে বসুধা অভিশাপ দেন না, আবার যে চন্দন লেপনদ্বারা তাঁহার পূজা করে তাহাকেও বর প্রদান করেন না অর্থাৎ সর্ব্বত্র তাঁহার ধৈর্য্য অবিকৃত।

হে নানক! ব্রহ্মজ্ঞানীর ইহাই স্বাভাবিক গুণ, যেমন উত্তাপ দান অগ্নির সহজ স্বভাব।

(২)

ব্রহম গিআনী নিরমল তে নিরমলা ॥
জৈসে মৈলু ন লাগৈ জলা ॥

ব্রহম গিআনী কৈ মনি হোই প্রগাস ॥
জৈসে ধর ঊপরি আকাসু ॥

ব্রহম গিআনী কৈ মিত্র সত্রু সমানি ॥
ব্রহম গিআনী কৈ নাহী অভিমান ॥

ব্রহম গিআনী ঊচ তে ঊচা ॥
মন অপনৈ হৈ সভ তে নীচা ॥
ব্রহম গিআনী সে জন ভএ ॥
নানক জিন প্রভু আপি করেই ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ

২। ব্রহ্মজ্ঞানী নির্ম্মল হইতেও নির্ম্মল ; যেমন জলেতে ময়লা কখনও লাগে না* ।

যেমন ধরিত্রী উপরে আকাশ সর্ব্বব্যাপী সেই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞানীর অন্তরে সর্ব্বব্যাপী জ্ঞান প্রকাশিত হয় ।

ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকটে শত্রু মিত্র সমান। ব্রহ্মজ্ঞানীর দেহে কোনই অভিমান নাই ।

ব্রহ্মজ্ঞানী উচ্চ হইতেও উচ্চ ; কিন্তু তিনি আপনাকে সকলের অপেক্ষা অধম (সুনীচ) মনে করেন ।

ব্রহ্মজ্ঞানী তিনিই হইতে পারেন যাঁহাকে হে নানক ! প্রভু আপনি ব্রহ্মজ্ঞানী করেন ।

টীকা :—মনি=মনমধ্যে, অন্তরে। প্রগাসু=জ্ঞান, ধর=ধরণী, ধরিত্রী, পৃথিবী ।

* জলে প্রতিবিম্ব গ্রহণের যে শক্তি তাহার নাম 'জলা'। যেমন 'জলা' প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিলেও অপর বস্তুর দোষ গুণ গ্রহণ করে না, আপন শক্তিতে অবিকৃত থাকে তেমন ব্রহ্মজ্ঞানী নির্ম্মল হইতে নির্ম্মল। 'জলা' শব্দের কেহ কেহ 'অগ্নি' অর্থ করিয়াছেন। যেমন অগ্নিতে ময়লা কখনও লাগে না।

(৩)

ব্রহম গিআনী সগল কী রীনা ॥
আতম রসু ব্রহমু গিআনী চীনা ॥

ব্রহম গিআনী কী সভ উপরি মইআ ॥
ব্রহন গিআনী তে কছু বুরা ন ভইআ ॥

ব্রহম গিআনী সদা সমদরসী ॥
ব্রহম গিআনী কী দ্রিসটি অংম্রিতু বরসী ॥

ব্রহম গিআনী বংধন তে মুকতা ॥
ব্রহম গিআ   নরমল জুগতা ॥

ব্রহম গিআনী কা ভোজনু গিআন ॥
নানক ব্রহম গিআনী কা ব্রহম ধিআনু ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ

৩। ব্রহ্মজ্ঞানীর তনু মন স্বভাব সকলের চরণধূলি অর্থাৎ তিনি চরণধূলি বৎ নিরভিমানী। অতএব আত্মানন্দ ব্রহ্মজ্ঞানীই চিনিয়াছেন।

ব্রহ্মজ্ঞানীর কৃপা সকলের প্রতি; ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে কাহারও কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় না।

ব্রহ্মজ্ঞানী সর্ব্বদা সমদর্শী। ব্রহ্মজ্ঞানীর দৃষ্টি অমৃতবর্ষী।

ব্রহ্মজ্ঞানী সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত। ব্রহ্মজ্ঞানীর যুক্তি (রীতি) নির্ম্মল।

ব্রহ্মজ্ঞানীর জ্ঞানই ভোজন, একমাত্র তৃপ্তি। হে নানক! ব্রহ্মজ্ঞানী কেবল ব্রহ্মকেই ধ্যান করেন।

টীকা :—রীনা=চরণধূলি। মইআ=কৃপা। "নিরমল জুগতা"—(১) ব্রহ্মজ্ঞানীর বৃত্তি নির্ম্মল, শুদ্ধ স্বরূপে যুক্ত (ফরিদ কোট ; (২) জীবন যাত্রা) বিকার রহিত (সাহিব সিং)।

(৪)

ব্রহম গিআনী এক ঊপরি আস ॥
ব্রহম গিআনী কা নহী বিনাস ॥

ব্রহম গিআনী কৈ গরীবী সমাহা ॥
ব্রহম গিআনী পর উপকার উমাহা ॥

ব্রহম গিআনী কৈ নাহী ধংধা ॥
ব্রহম গিআনী লে ধাৱতু বংধা ॥

ব্রহম গিআনী কৈ হোই সু ভলা ॥
ব্রহম গিআনী সুফল ফলা ॥

ব্রহম গিআনী সংগি সগল উধারু ॥
নানক ব্রহম গিআনী জপৈ সগল সংসারু ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ

৪। ব্রহ্মজ্ঞানীর একমাত্র পরমেশ্বরই আশা, নির্ভর। (তাহাতে) ব্রহ্মজ্ঞাণীর বিনাশ নাই।

ব্রহ্মজ্ঞানীর হৃদয়ে দীনতা সমাহিত, অন্তঃকরণ দীনভাব পূর্ণ এবং পরোপকারেই ব্রহ্মজ্ঞানীর উৎসাহ (একমাত্র সন্তোষ)।

ব্রহ্মজ্ঞানীর অন্তরে বিষয় কর্ম্মের ধান্ধা (জঞ্জাল) নাই; (যেহেতু) ব্রহ্মজ্ঞানী ধাবমান মনকে আপনার বশে বাঁধিয়া লইয়াছেন।

ব্রহ্মজ্ঞানীর(উপদেশে) সর্ব্বত্র মঙ্গল হয়; ব্রহ্মজ্ঞানীর (নির্দ্দেশিত) সমস্ত কর্ম্মে সুফল ফলে।

ব্রহ্মজ্ঞানীর সহিত (সঙ্গ করিয়া) সকলে উদ্ধার হয়; নানক কহিতেছে—ব্রহ্মজ্ঞানীকে (শ্রীহরিজ্ঞানে) সমস্ত সংসার পূজা করে।

টীকা :—এক=এক প্রভুতে, এক আদ্বিতীয় পরমেশ্বরে। আস=আশ্রয়, আশা, নির্ভর। "ব্রহম গিআনী কৈ"=ব্রহ্মজ্ঞানীর মনে। গরীবী=দীনতা। সমাহা=সমাহিত। উমাহা=উৎসাহ, খুশী। ধংধা=দ্বন্দ্ব, বিষয় কর্ম্ম, মায়ার জঞ্জাল (সাহিব সিং)।

(৫)

ব্রহম গিআনী কৈ একৈ রংগ ॥
ব্রহম গিআনী কৈ বসৈ প্রভু সংগ ॥

ব্রহম গিআনী কৈ নামু অধারু ॥
ব্রহম গিআনী কৈ নামু পরবারু ॥

ব্রহম গিআনী সদা সদ জাগত ॥
ব্রহম গিআনী অহংবুধি তিআগত ॥

ব্রহম গিআনী কৈ মনি পরমানংদ ॥
ব্রহম গিআনী কৈ ঘরি সদা অনংদ ॥

ব্রহম গিআনী সুখ সহজ নিৱাসু ॥
নানক ব্রহম গিআনী কা নহী বিনাস ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ

৫। ব্রহ্মজ্ঞানীর এক পরমাত্মাতেই প্রেম। অঙ্গসঙ্গরূপে ব্রহ্মজ্ঞানীর সহিত প্রভু একত্র বাস করেন।

ব্রহ্মজ্ঞানীর একমাত্র নামই আশ্রয়। ব্রহ্মজ্ঞানীর নামই পরিবার, (স্বজন বান্ধব)।

ব্রহ্মজ্ঞানী সদা সর্ব্বদা জাগ্রত। ব্রহ্মজ্ঞানী অহংবুদ্ধি ত্যাগ করেন।

ব্রহ্মজ্ঞানীর মনে পরমানন্দ, পরব্রহ্ম বিরাজিত। ব্রহ্মজ্ঞানীর গৃহে (দেহে) সর্ব্বদা আনন্দ।

ব্রহ্মজ্ঞানীর অন্তরে সহজ, আত্মানন্দ সুখের নিবাস অথবা ব্রহ্মজ্ঞানী সহজ-সুখে বাস করেন। হে নানক! ব্রহ্মজ্ঞানীর বিনাশ নাই।

(৬)

ব্রহম গিআনী ব্রহম কা বেতা॥
ব্রহম গিআনী এক সংগ হেতা॥

ব্রহম গিআনী কৈ হোই অচিংত॥
ব্রহম গিআনী কা নিরমল মংত॥

ব্রহম গিআনী জিসু করৈ প্রভু আপি॥
ব্রহম গিআনী কা বড় পরতাপু॥

ব্রহম গিআনী কা দরসু বড়ভাগী পাঈঐ॥
ব্রহম গিআনী কউ বলি বলি জাঈঐ॥

ব্রহম গিআনী কউ খোজহ মহেসুর॥
নানক ব্রহম গিআনী আপি পরমেসুর॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ

৬। ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্ম বেত্তা, ব্রহ্মকে জানেন। ব্রহ্মজ্ঞানীর এক পরব্রহ্মের সহিতই প্রেম।

ব্রহ্মজ্ঞানী চিন্তাহীন (অথবা ব্রহ্মজ্ঞানীর অন্তরে একমাত্র অচিন্ত্য ভগবান)। (সেই হেতু) ব্রহ্মজ্ঞানীর মন্ত্র অর্থাৎ উপদেশ নির্ম্মল হয়।

যাঁহাকে প্রভু আপনি ব্রহ্মজ্ঞানী করেন তিনিই ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েন। ব্রহ্মজ্ঞানীর বড়ই প্রতাপ।

বহুভাগ্যে ব্রহ্মজ্ঞানীর দর্শন পাওয়া যায়; সর্ব্বদা ব্রহ্মজ্ঞানীর বলিহারী যাও।

ব্রহ্মজ্ঞানীকে মহেশ্বর (পৃথিবীপতি) খোঁজ করেন। হে নানক! পরমেশ্বর আপনিই ব্রহ্মজ্ঞানী।

টীকা :—বেতা=বেত্তা, জিনি জানেন। হেত=প্রেম। নিরমল=নির্ম্মল, পবিত্রকারী।

(৭)

ব্রহম গিআনী কী কীমতি নাহি॥
ব্রহম গিআনী কৈ সগল মন মাহি॥

ব্রহম গিআনী কা কউন জানৈ ভেদু॥
ব্রহম গিআনী কউ সদা অদেসু॥

ব্রহম গিআনী কা কথিআ ন জাই অধাখ্যরু॥
ব্রহম গিআনী সরব কা ঠাকুরু॥

ব্রহম গিআনী কী মিতি কউ ন বখানৈ॥
ব্রহম গিআনী কী গতি ব্রহম গিআনী জানৈ॥

ব্রহম গিআনী কা অংতু ন পারু॥
নানক ব্রহম গিআনী কউ সদা নমসকারু॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ

৭। ব্রহ্মজ্ঞানীর মূল্য নির্দ্দেশ হয় না, মাহাত্ম্য নিরূপণ করা যায় না। ব্রহ্মজ্ঞানীর মনের মধ্যে সকল জ্ঞান বিদ্যমান।

ব্রহ্মজ্ঞানীর ভেদ (মর্ম্ম) কে জানে?—কেহই জানে না। ব্রহ্মজ্ঞানীকে সর্ব্বদা নমস্কার।

ব্রহ্মজ্ঞানীর বিষয়ে অর্দ্ধাক্ষরও কহা যায় না। ব্রহ্মজ্ঞানী সকলের ঠাকুর।

ব্রহ্মজ্ঞানীর মর্য্যাদার পরিমাপ কে বলিতে পারে? ব্রহ্মজ্ঞানীর গতি (প্রাপ্তি বিষয়ে) ব্রহ্মজ্ঞানীই জানেন।

ব্রহ্মজ্ঞানীর পারাপারের অন্ত নাই। নানক, ব্রহ্মজ্ঞানীকে সর্ব্বদা নমস্কার।

টীকা :—কীমতি=মূল্য, মহিমা। ভেদ=মর্ম্ম, রহস্য, তাৎপর্য্য। মিতি=পরিমাপ, মর্য্যাদা, আন্দাজ।

(৮)

ব্রহম গিআনী সভ স্রিসটি কা করতা ॥
ব্রহম গিআনী সদ জীবৈ নহী মরতা ॥

ব্রহম গিআনী মুকতি জুগতি জীঅ কা দাতা ॥
ব্রহম গিআনী পূরন পুরখু বিধাতা ॥

ব্রহম গিআনী অনাথ কা নাথ ॥
ব্রহম গিআনী কা সভ ঊপরি হাথু ॥

ব্রহম গিআনী কা সগল অকারু ॥
ব্রহম গিআনী আপ নিরংকারু ॥

ব্রহম গিআনী কী সোভা ব্রহম গিআনী বনী ॥
নানক ব্রহম গিআনী সরব কা ধনী ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ

৮। ব্রহ্মজ্ঞানী সমস্ত সৃষ্টির কর্তা। ব্রহ্মজ্ঞানী সর্ব্বদা জীবিত, তিনি কখনও মরেন না। ব্রহ্মজ্ঞানী মুক্তি, জুগতি (যোগসূত্র

রক্ষাকারী) ও সকল জীবের জীবন দাতা। ব্রহ্মজ্ঞানী সর্ব্বত্র পূর্ণরূপী বিধাতা পুরুষ।

ব্রহ্মজ্ঞানী অনাথের নাথ। ব্রহ্মজ্ঞানীর কৃপা-হস্ত সকল জীবের মস্তকোপরি।

সমস্ত সৃষ্ট বস্তুই ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানী নিজেই নিরঙ্কার স্বরূপ (পরমার্থ তত্ত্বে)।

ব্রহ্মজ্ঞানীর শোভা ব্রহ্মজ্ঞানীতেই সাজে (বিরাজে); নানক, ব্রহ্মজ্ঞানী সকলের (ধনী) প্রভু।

টীকা :—জগতি=আচার ব্যবহার, চাল চলন, ধর্ম্ম কর্ম্ম, উপাসনাদির সহিত যোগ, প্রভৃতি নানা অর্থে 'জুগতির' ব্যবহার দৃষ্ট হয়, আমরা এস্থলে 'যোগ সূত্র' অর্থ গ্রহণ করিলাম। "মুকতি জুগতি জীঅ কা দাতা"—জীবের মুক্তির যুক্তি দাতা (ফরিদ কোট)। জীঅ=জীব, জীবন, উচ্চ পারমার্থিক জীবন (সাহিব সিং); Spiritual and temporal benefits (Mac.)

সলোকু (শ্লোক)

উরিধারৈ জো অংতরি নাম ॥
সরব মৈ পেখৈ ভগৱান্ু ॥

নিমখ নিমখ ঠাকুর নমস কারৈ ॥
নানক ওহু অপরসু সগল নিসতারৈ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ

১। হৃদয়ের অন্তরে, বক্ষের নিভৃত গুহায় যিনি নামকে ধারণ করেন; সর্ব্বত্র, সকলের মধ্যে যিনি ভগবানকে দর্শন করেন এবং

প্রতি নিমেষে যিনি ঠাকুরকে নমস্কার করেন (নমস্কার পূর্ব্বক স্মরণ করেন) হে নানক, তিনি অ-স্পর্শ, নাগালের উর্দ্ধে থাকিয়া সকল জীবকে নিস্তার করেন।

অষ্টপদী ৯

মিথিআ নাহী রসনা পরস ॥
মন মহি প্রীতি নিরংজন দরস ॥

পর ত্রিঅ রূপ ন পেখৈ নেত্র ॥
সাধ কী টহল সংত সংগি হেত ॥

করন ন সুনৈ কাহূ কী নিংদা ॥
সভতে জানৈ আপস কউ মংদা ॥

গুর প্রসাদি বিখিআ পর হরৈ ॥
মন কী বাসনা মন তে টরৈ ॥

ইংদ্রী জিত পংচ দোখ তে রহত ॥
নানক কোটি মধে কো ঐসা অপরস ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ

১। যাঁহার রসনা মিথ্যা স্পর্শ করে না ; নিরঞ্জন প্রভু দর্শনে যাঁহার মনে প্রীতি ;

নেত্র যাঁহার পরস্ত্রীর রূপ দর্শন করে না ; যিনি সাধু সেবা করেন এবং সাধুসঙ্গে যাঁহার প্রেম ;

কর্ণ যাঁহার পরের নিন্দা শ্রবণ করে না ; যিনি আপনাকে সকলের অপেক্ষা মন্দ (লঘু) বলিয়া জানেন ;

গুরুকৃপায় যিনি বিষয় বাসনা পরিহার করিয়াছেন এবং মনের বাসনা মন হইতে দূর করিয়াছেন ;

যিনি ইন্দ্রিয় সমূহকে জয় করিয়াছেন এবং কামাদি পঞ্চদোষ (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও অভিমান) রহিত হে নানক ! এমন অপরস (অসঙ্গ, নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব) কোটি মধ্যে বিরল।

টীকা :—অপরসু=অ-স্পর্শ, যিনি কোন কিছুতেই স্পর্শিত হন না (Not touching, not in contact), অসঙ্গ ; অথবা মায়া বা ইন্দ্রিয়াদির বিষয় যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না এমন যিনি নিষ্ঠাপর বৈষ্ণব তিনি 'অপরসু'।

(২)

বৈসনো সো জিস ঊপরি সু প্রসংন ॥
বিসন কী মাইআ তে হোই ভিংন ॥

করম করত হোৱৈ নিহ করম ॥
তিস বৈসনো কা নিরমল ধরম ॥

কাহূ ফল কী ইছা নহী বাছৈ ॥
কেৱল ভগতি কীরতন সংগি রাচৈ ॥

মন তন অংতরি সিমরন গোপাল ॥
সভ ঊপরি হোৱত কিরপাল ॥

আপি দ্রিড়ৈ অহরহ নামু জপাৱৈ ॥
নানক ওহু বৈসনো পরম গতি পাৱৈ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ

২। তিনিই বৈষ্ণব যাঁহার উপরে প্রভু সুসম্পন্ন ; তিনি বিষ্ণু-মায়া হইতে ভিন্ন অর্থাৎ তিনি বৈষ্ণবী মায়ার অধীন নহেন, স্বতন্ত্র।

তিনি যে সমস্ত কর্ম্ম করেন স্বতঃই তাহাতে কামনা রহিত হইয়া নিষ্কাম ভাবে করেন ; একারণ ঐ বৈষ্ণবের ধর্ম্ম নির্ম্মল।

তিনি কোন কর্ম্মের ফল আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি কেবল ভক্তি, (ভগবদ্ভজন) এবং তাঁহার গুণ কীর্ত্তনেই মত্ত থাকেন।

তিনি তনু মন, দেহেন্দ্রিয় দ্বারা গোপালের স্মরণ (ভজনা) করেন এবং তিনি সকলের প্রতি কৃপালু হয়েন ;

যিনি অহরহ আপনি নামে দৃঢ় থাকিয়া (আপনি নাম জপ করিয়া) অপরকে জপায়েন ; হে নানক ! এমন (লক্ষণান্বিত) বৈষ্ণব পরম গতি প্রাপ্ত হয়েন।

(৩)

ভগউতী ভগৰংত ভগতি কা রংগু ॥
সগল তিআগৈ দুসট কা সংগ ॥
মন তে বিনসৈ সগলা ভরমু ॥
করি পূজৈ সগল পারব্রহমু ॥
সাধ সংগি পাপা মলু ধোৰৈ ॥
তিস ভগউতী কী মতি ঊতম হোৰৈ ॥
ভগৰংত কী টহল করৈ নিত নীতি ॥
মনু তনু অরপৈ বিসন পরীতি ॥
হরি কে চরন হিরদৈ বসাৰৈ ॥
নানক ঐসা ভগউতী ভগৰংত কউ পাৰৈ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ

৩। যিনি ভগবানের ভক্তিতে রঞ্জিত, তিনি ভাগবত ; তিনি সমুদায় দুষ্ট (রিপু) সঙ্গ ত্যাগ করেন।

তাঁহার মন হইতে সমস্ত ভ্রম দূর হইয়াছে ; তিনি স্থাবর জঙ্গম সমস্তকে পরব্রহ্ম জ্ঞানে পূজা করেন।

যিনি সাধুসঙ্গে থাকিয়া (মন হইতে) পাপমলা ধৌত করিয়া লয়েন সেই ভক্তের মতি (বুদ্ধি) উত্তম।

যিনি নিত্য নিয়ত ভগবানের সেবা করেন এবং বিষ্ণুপ্রীত্যর্থে (ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত) আপনার তনু মন (বলি-স্বরূপ) অর্পণ করেন ;

যিনি শ্রীহরির চরণ কমল (সদা আপনার) হৃদয়ে ধারণ করেন, হে নানক ! এমন ভাগবত ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন।

টীকা : —ভগউতী=ভাগবত, ভগবানের উপাসক, ভক্ত। করি সগল= সর্ব্বত্র ব্যাপক জানিয়া। অরপৈ=(বলি স্বরূপ) অর্পণ করেন। টহল= সেবা। পরীতি=প্রীতি।

(৪)

সো পংডিতু জো মনু পরবোধৈ ॥
রাম নাম আতম মহি সোধৈ ॥

রাম নাম সারু রসু
উসু পংডিত কৈ উপদেসি জগু জীবৈ ॥

হরি কী কথা হিরদৈ বসাবৈ ॥
সো পংডিতু ফিরি জোনি ন আবৈ ॥

বেদ পুরান সিংম্রিতি বূঝৈ মূলু ॥
সূখম মহি জানৈ অসথূলু ॥

চহু বরনা কউ দে উপদেসু ॥
নানক উসু পংডিত কউ সদা অদেসু ॥ ৪

বঙ্গানুবাদ

৪। তিনি পণ্ডিত যিনি সর্ব্বাগ্রে আপনার মনকে প্রবোধিত করেন, এবং আপন অন্তরে রাম নাম বিচার করেন।

যিনি রাম নামের সার (অমৃত) রস পান করেন সেই পণ্ডিতের উপদেশে জগৎ বাঁচিয়া থাকে।

হরি-কথা যিনি হৃদয়ে বসায়েন সেই পণ্ডিতের পুনরায যোনি ভ্রমণ করিতে হয় না।

যিনি বেদ, পুরাণ এবং স্মৃতি শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব (প্রভুকে') বুঝিয়াছেন, সূক্ষ্ম মধ্যে স্থূলকে—(সূক্ষ্ম, নিরংকার পরমেশ্বরই স্থূল, সাকার বিশ্বের আশ্রয়) জানিয়াছেন;

এমন পণ্ডিত চারিবর্ণের মনুষ্যকে উপদেশ দিতে সমর্থ। নানক, সেই পণ্ডিতকে সর্ব্বদা নমস্কার।

টীকা :—পরবোধে=প্রবোধ দেওয়া, উপদেশ দেওয়া, জাগ্রত করা, জ্ঞান-বান করা। সোধে=খোঁজ করা, বিচার করা। সার রস=প্রেম-রস। অদেসু =নমস্কার, প্রণাম। অসথূল=স্থূল, স্থূল ব্রহ্মাণ্ড, দৃশ্যমান জগৎ।

(৫)

বীজ মংত্র সরব কো গিআনু ॥
চহু ৱরনা মহি জপৈ কোউ নামু ॥

জো জো জপৈ তিসকী গতি হোই ॥
সাধ সংগি পাৱৈ জনু কোই ॥

করি কিরপা অংতরি উরধারৈ ॥
পসু প্রেত মুঘদ পাথর কউ তারৈ ॥

সরব রোগ কা অউখদ নামু ॥
কলিআণ রূপ মংগল গুণ গামু ॥

কাহূ জুগতি কিতৈ ন পাঈঐ ধরমি ॥
নানক তিসু মিলৈ জিসু লিখিআ ধুরি করমি ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ

৫। সদ্‌গুরু প্রদত্ত বীজমন্ত্র অর্থাৎ নাম দ্বারাই সকলের সকল বিষয়ে জ্ঞান হয়। কিন্তু চারি বর্ণের মধ্যে ক্বচিৎ কেহ এই নাম (বীজ মন্ত্র) জপ করে।

যে যে নাম জপ করে তাহারই পরম গতি হয় ; কিন্তু অতি বিরল জনই সাধুসঙ্গ দ্বারা নাম প্রাপ্ত হয়।

গুরু যাঁহাকে কৃপা করেন তিনিই হৃদয় অভ্যন্তরে নামকে ধারণ করেন এবং তিনি পশু, প্রেত, মূর্খ, পাথরকেও উদ্ধার করেন।

নাম—সর্ব্ব রোগের ঔষধ। নাম-গুণ-গান কল্যাণরূপ এবং মঙ্গল।

কোন যুক্তি বা ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানাদি (কোন) উপায়ের দ্বারাই এই নাম পাওয়া যায় না ; নানক, নাম তিনিই প্রাপ্ত হয়েন (পূর্ব্ব হইতে) যাঁহার কপালে শুভকর্ম্ম লিখিত আছে।

টীকা ঃ—বীজ মংত্র=গুরু প্রদত্ত মন্ত্র বা ওঁ কার অর্থেও ধরা যায় ; এ স্থলে গুরুদত্ত নামকেই 'বীজ মন্ত্র' বলা হইয়াছে। ভাব—এই 'নাম জপ' করিলেই জ্ঞান হয়, শাস্ত্রাদি পাঠে যথার্থ জ্ঞান হয় না। এই নাম নিরতিশয় দুর্লভ, সহজেই কেহ এই নাম পায় না, পূর্ব্ব হইতে প্রভুত কৃপা যাহার অদৃষ্টে লিখিত হইয়াছে সেই পায়। করি কিরপা······উরধারৈ=প্রভু কৃপা করিয়া যাঁহার হৃদয়ে নাম প্রকাশিত করিয়া দেন। পাথর কউ তারৈ=পাথর সম কঠিন জীবকেও উদ্ধার করেন।

(৬)

জিসকৈ মনি পারব্রহম কা নিৱাসু ॥
তিসকা নাম সতি রামদাস ॥

আতম রামু তিসু নদরী আইআ ॥
দাস দসংতণ ভাই তিনি পাইআ ॥

সদা নিকটি নিকটি হরি জানু ॥
সো দাসু দরগহ পরৱানু ॥

অপুনে দাস কউ আপি কিরপা করৈ ॥
তিসু দাস কউ সভ সোঝী পরৈ ॥

সগল সংগি আতম উদাসু ॥
ঐসী জুগতি নানক রামদাসু ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ

৬। যাঁহার হৃদয়ে পরব্রহ্মের নিবাস, তাঁহার নাম সত্য রাম দাস;

আত্মারাম (সর্ব্বজীবে রমণকারী প্রভু) তাঁহারই দৃষ্টি পথে আসিয়াছে এবং তাহাতেই তিনি দাসের দাস ভাব প্রাপ্ত হয়েন (অভিমান শূন্য হয়েন);

(একারণ) তিনি প্রভুকে সর্ব্বদা আপনার নিকটে করিয়া জানেন। সেই শ্রীহরির দাস প্রভুর দরবারে প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হয়েন।

প্রভু আপনার দাসকে আপনি কৃপা করেন। (অতএব) সেই হরিদাসের সমস্ত জ্ঞান হয়।

তিনি (ঐ হরিদাস) সকলের সহিত থাকিয়াও অন্তরে উদাস, নির্মোহ ; হে নানক ! সত্য রামদাসের জীবন-যাত্রা এই প্রকার।

টীকা ঃ—সতি=সত্য, আসল, প্রকৃত। রামদাস=রাম ভক্ত। আতম রামু=আত্মারাম, প্রাণারাম, (প্রভু পরমেশ্বর), স্ব-স্বরূপ। দাস দসংতণ ভাই তিনি পাইআ—দাসের দাসভাব ধারণ করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন (সাহিব সিং)

(৭)

প্রভ কী আগিআ আতম হিতাবৈ ॥
জীৱন মুকতি সোঊ কহাবৈ ॥

তৈসা হরখু তৈসা উসু সোগ ॥
সদা অনংদ তহ নহী বিওগু ॥

তৈসা সুৱরন তৈসী উসু মাটী ॥
তৈসা অংম্রিতু তৈসী বিখু খাটী ॥

তৈসা মানু তৈসা অভিমানু ॥
তৈসা রংকু তৈসা রাজানু ॥

জো ৱরতাএ সাঈ জুগতি ॥
নানক ওহু পুরখু কহীঐ জীৱন মুকতি ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ

৭। প্রভুর আজ্ঞা (সুখ দুঃখ) যিনি আত্মার হিতকর বলিয়া (প্রসন্ন চিত্তে) গ্রহণ করেন তাঁহাকে জীবন্মুক্ত কহা হয়।

তাঁহার নিকটে যেমন হর্ষ তেমনই শোক অর্থাৎ সুখ দুঃখ সমান ; তিনি সর্ব্বদাই আনন্দে মগ্ন, তাঁহার শ্রীহরির সহিত কখনও বিচ্ছেদ নাই, অর্থাৎ তিনি কখনও শ্রীহরির চরণ ছাড়া হন না।

তাঁহার নিকটে যেমন সোনা তেমনই মাটি ; যেমন অমৃত তেমনই খাটী (উগ্র) বিষ।

যেমন মান তেমনই অভিমান ; যেমন ভিখারী তেমনই রাজা।

পরমেশ্বরের নির্দ্দেশ বা ইচ্ছাকে যিনি যুক্তি মনে করেন (বা যিনি পরমেশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে চলেন) হে নানক! সেই পুরুষকেই জীবনমুক্ত কহা যায়।

টীকা :— হরখু =হর্ষ, আনন্দ। বিওগু= বিচ্ছেদ, বিযুক্ত। বিখু খাটী = উগ্রবিষ। জুগতি =যুক্তি, রাস্তা, পরমেশ্বর নির্দ্দিষ্ট পথ।

(৮)

পারব্রহম কে সগলে ঠাউ ॥
জিতু জিতু ঘরি রাখৈ তৈসা তিন নাউ ॥

আপে করন করাৱন জোগু ॥
প্রভ ভাৱৈ সোঈ ফুনি হোগু ॥

পসরিও আপি হোই অনত তরংগ ॥
লখে ন জাহি পারব্রহম কে রংগু ॥

জৈসী মতি দেই তৈসা পরগাসু ॥
পারব্রহমু করতা আবিনাসু ॥

সদা সদা সদা দইআল ॥
সিমরি সিমরি নানক ভএ নিহাল ॥৮॥৯॥

বঙ্গানুবাদ

৮। সকল স্থানই পরব্রহ্মের। তিনি জীবকে যেমন যেমন গৃহে (দেহে) রাখেন জীব তেমন তেমন নাম প্রাপ্ত হয়।

প্রভু আপনি করণ কারণের যোগ্য অর্থাৎ নিজে তিনি সৃষ্টি করিতে এবং করাইতে সমর্থ। প্রভু যাহা ইচ্ছা করেন (ভাল মনে করেন) তাহাই পুনরায় হইতেছে বা হইবে।

অনন্ত তরঙ্গ হইয়া প্রভু নিজকে প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই পরব্রহ্মের লীলা লক্ষ্য করা যায় না।

সেই কর্ত্তা পুরুষ পরব্রহ্ম অবিনাশী, তিনি যাহাকে যতটুকু বুদ্ধি দেন সে ততটুকু বোঝে।

তিনি নিরন্তর সদা সর্ব্বদা দয়াল, নানক তাঁহাকে বার বার স্মরণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে।

টীকা :—জোগু= যোগ্য, সমর্থ। ভাৱে= ইচ্ছা করে। ফুনি= পুনরায়। হোগু= হইবে। রঙ্গ=লীলা, খেলা। পরগাস= প্রকাশ। নিহাল =কৃতার্থ হওয়া, প্রসন্ন হওয়া। 'সদা সদা সদা দইআল' ভাব, তিনি ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তিন কালেই দয়াল।

সলোকু (শ্লোক)

উসততি করহি অনেক জন অংতু না পারাৱার ॥

নানক রচনা প্রভ রচী বহু বিধি অনিক প্রকার ॥ ১ ॥

বহুলোক তাঁহার স্তুতি করিতেছে কিন্তু কেহই তাহার পারাবারের অন্ত পায় না। হে নানক! প্রভু বহুবিধ ভাবে অনেক প্রকারের রচনা রচিত করিয়াছেন।

অষ্টপদী ১0

কঈ কোটি হুএ পূজারী ॥

কঈ কোটি আচার বিউহারী ॥

কঈ কোটি ভএ তীরথ ৰাসী ॥
কঈ কোটি বন ভ্রমহি উদাসী ॥

কঈ কোটি বেদ কে স্রোতে ॥
কঈ কোটি তপীসুর হোতে ॥

কঈ কোটি আতম ধিআনু ধারহি ॥
কঈ কোটি কবি কাবি বীচারহি ॥

কঈ কোটি নৰতন নামু ধিআৰহি ॥
নানক করতে কা অংতু ন পাৰহি ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ

(প্রভুর রচিত এ জগতে) কত কোটি পূজারী হইয়াছে, কত কোটি আচার ব্যবহারী (সদাচার অনুষ্ঠানকারী) হইরাছে ; কত কোটি তীর্থবাসী হইয়াছে, কত কোটি উদাসী হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেছে ;

কত কোটি বেদ শ্রবণ করিতেছে, কত কোটি তপস্বী-শ্রেষ্ঠ হইয়াছে ;

কত কোটি 'সোহহং', আত্মার ধ্যানে মগ্ন। কত কোটি কবি হইয়া কাব্যের বিচার করিতেছে,

কত কোটি প্রভুর নিত্য নূতন নাম ধ্যান করিতেছে, তথাপি হে নানক, সৃষ্টিকর্ত্তার অন্ত কেহই পায় না।

টীকা :—আতম ধিআনু ধারহি =আপনাকে স্বয়ং ব্রহ্মরূপ চিন্তা করিয়া ধ্যানে মগ্ন অথবা আপনার মনে পরমাত্মার ধ্যান ধারণ করিয়া (লাগইয়া) রহিয়াছেন।

(২)

কঈ কোটি ভএ অভিমানী ॥
কঈ কোটি অংধ অগিআনী ॥

কঈ কোটি কিরপন কঠোর ॥
কঈ কোটি অভিগ আতম নিকোর ॥

কঈ কোটি পর দরব কউ হিরহি ॥
কঈ কোটি পর দূখনা করহি ॥

কঈ কোটি মাইআ স্রম মাহি ॥
কঈ কোটি পর দেস ভ্রমহি ॥

জিতু জিতু লাৱহু তিতু তিতু লাগনা ॥
নানক করতে কী জানহি করতা রচনা ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ

২। কত কোটি অভিমানী হইয়াছে ; কত কোটি অজ্ঞানে অন্ধ। কত কোটি কৃপণ ও কঠোর ; কত কোটি দয়াহীন এবং নিষ্ঠুর ; কত কোটি পরের দ্রব্য হরণ করিতেছে ; কত কোটি অপরকে দোষ (নিন্দাবাদ) দিতেছে ;

কত কোটি মায়ার জন্য (ধন সম্পত্তির কারণে) শ্রম করিতেছে ; কত কোটি বিদেশ ভ্রমণ করিতেছে ;

হে প্রভু! তুমি যাহাকে যেখানে লাগাও (যে কর্ম্মে নিযুক্ত কর) সে সেখানেই লাগে, নিযুক্ত হয়। হে নানক, কর্ত্তার রচনা কর্ত্তা পুরুষই জানেন।

টীকা :—নিকোর (নি কোর)= যাহাতে রং চড়ে না, যে আত্মায় কাহারও দুঃখ অনুভব করে না, নিষ্ঠুর। দুখনা= দোষ দেওয়া, নিন্দা করা (সাহিব সিং)। মাইআ =মায়া এখানে অর্থ বা ধন সম্পত্তি।

(৩)

কঈ কোটি সিধ জতী জোগী ॥
কঈ কোটি রাজে রস্থ ভোগী ॥

কঈ কোটি পংখী সরপ উপাএ ॥
কঈ কোটি পাথর বিরখ নিপজাএ ॥

কঈ কোটি পৱণ পাণী বৈসংতর ॥
কঈ কোটি দেস ভূ মংডল ॥

কঈ কোটি সসীঅর সূর নখিত্র ॥
কঈ কোটি দেৱ দানৱ ইংদ্র সিরি ছত্র ॥

সগল সমগ্রী অপনৈ সূত্রি ধারৈ ॥
নানক জিস্থ জিস্থ ভাৱৈ তিস্থ তিস্থ নিসতারৈ ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ

৩। কত কোটি সিদ্ধ, যতি, যোগী ; কত কোটি রাজা ও রস ভোগী রহিয়াছে ;

কত কোটি পক্ষী, সর্প প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন ; কত কোটি প্রস্তর এবং বৃক্ষ উৎপন্ন করিয়াছেন গুরুদ্বারে ;

কত কোটি পবন, জল, অগ্নি ; কত কোটি দেশ ও ভূমণ্ডল ;

কত কোটি শশী, সূর্য্য, নক্ষত্র ; কত কোটি দেব, দানব ও ইন্দ্র, দেবতাগণের রাজা যাঁহাদের শিরে ছত্র ;

এই সমুদায় সামগ্রী (গুরুদ্বারে সৃজন করিয়া) প্রভু আপনিই সূত্রধারী ; হে নানক ! তিনি যাহাকে যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে তাহাকে উদ্ধার করেন।

টীকা :—'কঈ কোটি রাজে রস ভোগী'—দ্বিতীয় অর্থ, কত কোটি রাজা রস ভোগ করিতেছে।

(৪)

কঈ কোটি রাজস তামস সাতক ॥
কঈ কোটি বেদ পুরান সিংম্রিতি অর সাসত ॥

কঈ কোটি কীএ রতন সমুংদ ॥
কঈ কেটি নানা প্রকার জংত ॥

কঈ কোটি কীএ চির জীৰে ॥
কঈ কোটি গিরী মের সুৱরন থীৰে ॥

কঈ কোটি জখ্য কিংনর পিসাচ ॥
কঈ কোটি ভূত প্রেত সূকর ম্রিগাচ ॥

সভ তে নেরৈ সভহূ তে দূরি ॥
নানক আপি অলিপত রহিআ ভরপূরি ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ

৪। কত কোটি রজোগুণী, তমোগুণী ও সত্ত্বগুণী ; কত কোটি বেদ, পুরাণ, স্মৃতি এবং শাস্ত্র ;

কত কোটি রত্ন এবং সমুদ্র ; কত কোটি নানা প্রকারের জন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন ;

কত কোটি জীবকে চির জীবি করিয়াছেন ; কত কোটি গিরি সুমেরু রহিয়াছে ;

কত কোটি যক্ষ, কিন্নর ও পিশাচ ; কত কোটি ভূত, প্রেত, শূকুর ও ব্যাঘ্র (হইয়াছে)।

তিনি সকলের নিকটে, পুনরায় সকল হইতে দূরে ; হে নানক ! তিনি (প্রভু) সর্ব্বত্র পূর্ণভাবে বিরাজিত রহিয়া আপনি অলিপ্ত, নির্লিপ্ত ।

টীকা ঃ— রতন সমুংদ =রত্ন এবং সমুদ্র অথবা রত্ন-সমুদ্র । মের সুবরন= সুবর্ণ মেরু, বা সুমেরু (হেমাদ্রি) । থীবৈ =সৃষ্ট হইয়াছে । ম্রিগাচ= মৃগ ; অচ্ =মৃগ খায় যে ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশু ।

(৫)

কঈ কোটি পতাল কে ৰাসী ॥
কঈ কোটি নরক সুরগি নিৰাসী ॥

কঈ কোটি জনমহি জীৰহি মরহি ॥
কঈ কোটি বহু জোনী ফিরহি ॥

কঈ কোটি বৈঠত হী খাহি ॥
কঈ কোটি ঘালহি থকি পাহি ॥

কঈ কোটি কীএ ধনৰংত ॥
কঈ কোটি মাইআ মহি চিংত ॥

জহ জহ ভাণা তহ তহ রাখে ॥
নানক সভু কিছু প্রভ কৈ হাথৈ ॥৫॥

বঙ্গানুবাদ

৫ । কত কোটি পাতাল বাসী, কত কোটি নরক এবং স্বর্গবাসী ; কত কোটি জন্মিতেছে, জীবিত রহিয়াছে এবং মরিতেছে ; কত কোটি বহু যোনি ভ্রমণ করিতেছে ;

কত কোটি (বিনাশ্রমে) বসিয়া খাইতেছে, কত কোটি খাটিআ খাটিআ (পরিশ্রম করিয়া করিয়া) ক্লান্ত হইতেছে ;

কত কোটি জীবকে প্রভু ধনবান করিয়াছেন, কত কোটি মায়ার মধ্যে পড়িয়া চিন্তামগ্ন ;

যেখানে যেখানে তিনি ইচ্ছা করেন সেখানে সেখানে (জীবকে) রাখেন ; হে নানক ! (এই প্রকারে) সব কিছু প্রভুরই হাতে ।

টীকা :— পতাল =পাতাল । সুরগি =স্বর্গ । জীরহি=জীবিত রহিয়াছে । থকি পাহি =শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে । ঘালহি =শ্রম করিতে, উপার্জ্জন করিতে ।

(৬)

কঈ কেটি ভএ বৈরাগী ॥
রাম নাম সংগি তিনি লিব লাগী ॥

কঈ কোটি প্রভ কউ খোজংতে ॥
আতম মহি পারব্রহম লহংতে ॥

কঈ কোটি দরসন প্রভ পিআস ॥
তিন কউ মিলিও প্রভু অবিনাস ॥

কঈ কোটি মাগহি সতিসংগু ॥
পারব্রহম তিনি লাগা রংগু ॥

জিন কউ হোএ আপি সু প্রসংন ॥
নানক তে জন সদা ধনি ধংন ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ

৬ । (সেই প্রভুর চরণ প্রান্তে) কত কোটি জীব বৈরাগী হইয়াছেন যাঁহাদের চিত্তবৃত্তি রাম নামে (একাগ্রভাবে) লাগিয়া রহিয়াছে, সমহিত হইয়া আছে ।

কত কোটি জীব প্রভুকে অন্বেষণ করিতেছেন, প্রভুর নির্গুণ রূপ ধ্যান করিতেছেন, তাঁহারা (আত্মমহিঁ) আপনার মধ্যেই পরব্রহ্মকে দর্শন করেন।

কত কোটি প্রভুর (সগুণ, ষড়ৈশ্বর্য্য রূপ) দর্শন পিয়াসী, (অবশেষে) সেই প্রেমীগণকে প্রভু অবিনাশী মিলিত হয়েন (অথবা পরিণামে তাঁহারা অবিনাশী প্রভুকেই প্রাপ্ত হন)।

কত কোটি সৎসঙ্গ (সদ্‌গুরু বা সাধুসঙ্গ) আকাঙ্ক্ষা করেন যেহেতু তাঁহাদের মনে পরব্রহ্মের রং লাগিয়াছে।

যাঁহাদের উপরে প্রভু আপনি সুপ্রসন্ন, হে নানক! তাঁহারা সর্বদা ধন্য।

টীকা :— লিব—চিত্তবৃত্তি, লাগী—লাগিয়া রহিয়াছে, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সমাহিত হইয়া আছে। রংগু—রং, প্রেম।

(৭)

কঈ কোটি খাণী অরু খংড ॥
কঈ কোটি আকাস ব্রহমংড ॥

কঈ কোটি হোএ অবতার ॥
কঈ জুগতি কীনো বিসথার ॥

কঈ বার পসরিও পাসার ॥
সদা সদা ইকু একংকার ॥

কঈ কোটি কীনে বহু ভাতি ॥
প্রভ তে হোএ প্রভ মাহি সমাতি ॥

তা কা অংতু ন জানৈ কোই ॥
আপে আপি নানক প্রভ সোই ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ

৭। কত কোটি খনী, জীবের উৎপত্তি স্থল (স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ) এবং খংণ্ড অর্থাৎ ভূমণ্ডল, কতকোটি আকাশ এবং ব্রহ্মাণ্ড ;

হরি কত কোটি অবতার হইয়াছেন, কত প্রকারে শ্রীহরি জগৎ (সৃষ্টি) বিস্তার করিয়াছেন ;

কতবার সৃষ্টির পসরা প্রসারিত করিয়াছেন কিন্তু তিনি সদা সর্বদা একংকার, এক অদ্বিতীয় (নিগুর্ণ) স্বরূপ, এবং একই রূপে অবস্থান করিতেছেন।

(তিনি) বহু প্রকারের কত কোটি জীব সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারা প্রভু হইতে সৃষ্ট হইয়া পুনরায় প্রভুতেই লয় প্রাপ্ত হয়।

তাঁহার (সেই প্রভুর) অন্ত কেহ জানে না, হে নানক! প্রভু নিজে নিজেই সব।

টীকা :— খাণী=খনি, উৎপত্তিস্থল অনুসারে সমুদয় জীবগণকে গ্রন্থসাহেবে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা :—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। খংড=খণ্ড, এই পৃথিবী নবখণ্ডে বিভক্ত ধরা হইয়াছে সুতরাং খণ্ড=মহাদেশ মণ্ডল, সহস্র ভুবণ্ডল। নবখণ্ড পৃথিবী। অৱতার=অবতার, জন্মগ্রহণ বা সৃষ্টি, "কত কোটি জীব সৃষ্টি হইয়াছে"।

(৮)

কঈ কোটি পারব্রহম কে দাস ॥
তিন হোৱত আতম পরগাস ॥

কঈ কোটি তত কে বেতে ॥
সদা নিহারহি একো নেত্রে ॥

কঈ কোটি নামু রসু পীৱহি ॥
অমর ভএ সদ সদহী জীৱহি ॥

কঈ কোটি নাম গুণ গাৱহি ॥
আতম রসু সুখ সহজ সমাৱহি ॥
অপুনে জন কউ সাসি সাসি সমারে ॥
নানক ওহি পরমেসুর কে পিআরে ॥ ৮ ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ

৮। সৃষ্টিতে কত কোটি জীব পরব্রহ্মের দাস, তাঁহাদের হৃদয়ে আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হয় (অথবা আত্মজ্ঞানরূপে প্রভু প্রকাশিত হয়েন।)

কত কোটি তত্ত্ব-বেত্তা হইয়াছেন যাঁহারা সর্ব্ব ব্যাপকরূপে সেই একেকে সর্ব্বদা নেত্রদ্বারা নিরীক্ষণ করিতেছেন (নিরীক্ষণ পূর্ব্বক দেখিতেছেন)।

কত কোটি নামরূপ অমৃতরস পান করিতেছেন এবং (তাহাতে) তাঁহারা অমর হইয়া সর্ব্বদা জীবিত রহিয়াছেন।

কত কোটি শ্রীহরির নাম-গুণ-গান করিতেছেন এবং আত্মানন্দ-রসে মগ্ন থাকিয়া সহজ সুখে সমাহিত হইতেছেন।

পরমেশ্বর আপনার জনকে শ্বাসে শ্বাসে রক্ষা করেন, কারণ হে নানক, তাঁহারা পরমেশ্বরের প্রিয়।

টীকা ঃ— নিহারহি=নিরীক্ষণ করিতেছেন, দেখিতেছেন। সদা নিহারহি একো নেত্রে=সর্ব্বদা নেত্রদ্বারা সেই একেকে নিরীক্ষণ করিতেছেন অথবা সর্ব্বদা নিরীক্ষণ পূর্ব্বক দেখিতেছেন, সেই এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে। সাসি সাসি= শ্বাসে শ্বাসে, অর্থাৎ সর্ব্বদা। সমারে=স্মরণ করেন, রক্ষা করেন, পালন করেন, চিত্তে ভাবনা করেন।

সলোকু (শ্লোক)

করণ কারণ প্রভ একু হৈ দূসর নাহী কোই ॥
নানক তিস্থ বলিহারণৈ জলি থলি মহীঅলি সোই ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ

১। একমাত্র প্রভুই (সকল প্রপঞ্চের) করণ এবং কারণ, তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় অপর কেহ নাই। নানক কহিতেছে, আমি তাঁহার বলিহারী যাই—তিনি জলে, স্থলে, পৃথিবীতে এবং আকাশে (পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত)।

টীকা ঃ—করণ কারণ=জগৎ বা সৃষ্টির মূল কারণ। জলি=জলে, থলি=স্থলে। মহিঅলি=মহীতল=পৃথিবী, কিন্তু ফরিদকোট মহি=পৃথিবী এবং অলি=আকাশ অর্থ করিয়াছেন। সাহেব সিং—'ধরতী দে তল' পাতাল অর্থ করিয়াছেন।

অষ্টপদী—১১

করণ করাৱন করনৈ জোগু ॥
জো তিস্থ ভাৱৈ সোঈ হোগু ॥

খিন মহি থাপি উথাপন হারা ॥
অংতু নহী কিছু পারাৱারা ॥

হুকমে ধারি অধর রহাৱৈ ॥
হুকমে উপজৈ হুকম সমাৱৈ ॥

হুকমে ঊচ নীচ বিউহার ॥
হুকমে অনিক রংগু পরকার ॥

করি করি দেখৈ অপুনী ৰড়িআঈ ॥
নানক সভ মহি রহিআ সমাঈ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ

সৃষ্টির মূল কারণ প্রভু (সৃষ্টি করিতে, প্রযোজক কর্ত্তারূপে সৃষ্টি করাইতে) সব কিছু করণে সমর্থ এবং জীবকে কর্ম্মের প্রেরণা দিতে সমর্থ। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই হয়।

তিনি ক্ষণমাত্রে জগৎ সৃষ্টি করিতে এবং পুনরায় উথাপন, সৃষ্টি উঠাইয়া লইতে অর্থাৎ নাশ করিতে সমর্থ। তাঁহার যোগ্যতা অর্থাৎ শক্তির পারাবারের কোনই অন্ত নাই।

তাঁহার ইচ্ছায় জগৎ সৃষ্ট হয় কিন্তু তিনি কাহা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হন না (অথবা—তিনি আপন ইচ্ছায় জগৎ সৃষ্টি করিয়া অপরের সাহায্য বিনা জগৎ স্থিত রাখেন)।

তাঁহার হুকুমেই জগৎ সৃষ্ট হয় এবং লয় হয়।

তাঁহার হুকুমেই উচ্চ এবং নীচ ব্যবহার, তাঁহার হুকুমেই অনেক প্রকারের রং তামাসা।

তিনি সৃষ্টি করিয়া করিয়া আপনার মহত্ত্ব আপনিই দেখিতেছেন, হে নানক! প্রভু সর্ব্বত্র সমাহিত (ব্যাপ্ত) রহিয়াছেন।

টীকা :—করণ=কার্য্যের সাধন বা উপায়। করাৰণ=কারণ, কার্য্যের উপাদান, নিমিত্ত। জোগু=যোগ্য। হোগু=হইবে। থাপি=স্থাপন করিয়া; সৃষ্টি করিয়া। উথাপন হারা=নাশ কর্ত্তা। পারাৰারা=এপার ওপার। ধারি=ধারণ করিয়া; স্থিত করিয়া; সৃষ্টি করিয়া। অধর=বিনা আশ্রয়ে, নিরাধার। রহাবৈ=রাখেন। উপজৈ=উৎপত্তি হয়। রংগ=রং তামাসা, আনন্দ। পরকার=প্রকার।

(২)

প্রভ ভাবৈ মানুখ গতি পাবৈ ॥
প্রভ ভাবৈ তা পাথর তরাবৈ ॥

প্রভ ভাবৈ বিনু সাস তে রাখৈ ॥
প্রভ ভাবৈ তা হরি গুণ ভাখৈ ॥

প্রভ ভাবৈ তা পতিত উধারৈ ॥
আপ করৈ আপন বীচারৈ ॥

দুহা সিরিআ কা আপি সুআমী ॥
খেলৈ বিগসৈ অংতরি জামী ॥

জো ভাবৈ সো কার করাবৈ ॥
নানক দ্রিসটী অবরু ন আবৈ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ

প্রভুর ইচ্ছায় মানুষ উচ্চ গতি লাভ করে ; প্রভুর ইচ্ছায় পাথরও য়া যায়।

প্রভু ইচ্ছা করিলে শ্বাস প্রশ্বাস বিনাও জীবকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন। প্রভুর ইচ্ছায় জীব হরিগুণ গান করে।

প্রভুর ইচ্ছায় পতিত জনও উদ্ধার হইয়া যায়। তিনি আপনার বিচার আপনি করেন (অথবা আপনার বিচার অনুসারে আপনি করেন*)।

ইহ এবং পর দুই লোকেরই তিনি সোয়ামী, প্রভু।

তিনি অন্তর্য্যামীরূপে, জীবের চিত্ত বৃত্তির নিয়ামক হইয়া লীলা করিতেছেন এবং আনন্দী হইতেছেন*।

তিনি যাহা ইচ্ছা করেন জীবের দ্বারা সেই কার্য্যই করায়েন। নানক কহিতেছে, এক তিনি ভিন্ন অপর কিছু দৃষ্টি পথে আসিতেছে না।

টীকা ঃ— পাথর=পাষাণসম অতি কঠিন জীবও। প্রভ ভাবৈ=প্রভুর ইচ্ছা হইলে, প্রভুর ভাল লাগিলে। ভাখৈ=উচ্চারণ করে, গান করে। আপন বীচারৈ=নিজের বিচার অনুসারে। দুহা সিরিআ=ইহলোক এবং পরলোক। বিগসৈ=আনন্দিত হয়, বিকসিত হয়। কার=কার্য্য। অবর=অন্য কেহ।

* তুলনীয়—রসং হ্যেবায়ং লব্ধা আনন্দী ভবতি (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৭।)। আনন্দাদ্দেব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি—(ভৃগুবল্লী ৬)।

(৩)

কহু মানুখ তে কিআ হুই আবৈ ॥
জো তিসু ভাবৈ সোঈ করাবৈ ॥

ইসকৈ হাথ হোই ত সভ কিছু লেই ॥
জো তিসু ভাবৈ সোঈ করেই ॥

অনজানত বিখিআ মহি রচৈ ॥
জে জানত আপন আপ বচৈ ॥

ভরমে ভূলা দহদিসি ধাবৈ ॥
নিমখ মাহি চারি কুংট ফিরি আবৈ ॥

করি কিরপা জিসু অপনী ভগতি দেই ॥
নানক তে জন নামি মিলেই ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ

৩। (হে ভাই) বল তো, মানুষের দ্বারা কি হইতে পারে? তিনি (পরমেশ্বর) যাহা ইচ্ছা করেন জীবকে দিয়া তাহাই করায়েন।

যদি মানুষের হাত থাকিত অর্থাৎ মানুষের দ্বারা হইতে পারিত তবে সমস্ত কিছুর ভার সে লইত; পরন্তু জীব নিজে কিছুই পারে না এজন্য পরমেশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন সে তাহাই করে।

অজ্ঞান বশতঃ জীব বিষয়ে মজিয়া থাকে কিন্তু যে (বিষয়কে দুঃখের কারণ বলিয়া জানে অর্থাৎ—) জ্ঞানী সে নিজেকে বিষয় হইতে দূরে রাখে।

ভ্রমে ভুলিয়া জীব দশদিকে ছুটিয়া বেড়ায় এবং (আপন মনের কল্পনা দ্বারা) নিমেষের মধ্যে চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া আসে।

প্রভু কৃপা করিয়া যাহাকে যাহাকে আপন ভক্তি দান করেন, হে নানক! সে সকল ব্যক্তিই নাম প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নামীকে পায়।

(৪)

খিন মহি নীচ কীট কউ রাজু ॥
পারব্রহম গরীব নিৱাজ ॥

জাকা দ্রিসটি কছূ ন আৱৈ ॥
তিসু ততকাল দহ দিসি প্রগটাৱৈ ॥

জাকউ অপুনী করৈ বখসীস ॥
তা কা লেখা ন গনৈ জগদীস ॥

জীউ পিংডু সভু তিস কী রাসি ॥
ঘটি ঘটি পূরন ব্রহম প্রগাসু ॥

অপনী বণিত আপি বনাঈ ॥
নানক জীৱৈ দেখি বড়াঈ ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ

পরব্রহ্ম গরীবের প্রতি কৃপালু, যেহেতু (ক্ষণমাত্রে) তিনি কীটসম নীচকে রাজা করেন।

যাহার মধ্যে কোনও গুণ দৃষ্ট হয় না তাহাকেও তিনি তৎক্ষণাৎ (মুহূর্ত্ত মধ্যে) দশদিকে প্রকটিত করায়েন।

যাহাকে প্রভু আপনি কৃপা করিয়া বখশীশ অর্থাৎ পুরস্কৃত* করেন জগদীশ্বর তাঁহার কর্ম্মের লেখা গণনা করেন না।

জীবের প্রাণ, চৈতন্য সত্ত্বা এবং পিণ্ড অর্থাৎ শরীর সমুদায়ই তাঁহার বস্তু, প্রতি ঘটে সেই পূর্ণ ব্রহ্মেরই প্রকাশ।

প্রভু আপনার রচনা (সৃষ্টি) তিনি আপনিই করেন, নানক তাঁহার মহত্ব দেখিয়া বাঁচিয়া আছে।

টীকা :—গরীব নিবাজ=গরীবের প্রতি কৃপাবান্। জা কা কছূ=যাহার কোন গুণ। তত কাল=তৎক্ষণাৎ, বনত=আকার, জগৎরূপ সৃষ্টি।
* কালচক্র বিনির্মুক্তি রূপ পুরস্কার দান করেন।

(৫)

ইস কা বলু নাহী ইসু হাথ ॥
করন করাবন সরব কো নাথ ॥

আগিআ কারী বপুরা জীউ ॥
জো তিসু ভাবৈ সোঈ ফুনি থীউ ॥

কবহূ ঊচ নীচ মহি বসৈ ॥
কবহূং সোগ হরখ রংগি হসৈ ॥

কবহূং নিংদ চিংদ বিউহার ॥
কবহূং ঊভ আকাস পইআল ॥

কবহূ বেতা ব্রহম বীচার ॥
নানক আপি মিলাৱণ হার ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ

৫। ইহ জীবের শক্তি জীবের হাতে নহে। কারণ, কর্ম্ম করা এবং করাইবার মালিক তিনি, সকলের নাথ।

এই বেচারা, অসহায় জীব ত প্রভুর আজ্ঞাকারী; প্রভু যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই হয়।

তাঁহার ইচ্ছায় জীব কখনও উচ্চে (উচ্চ যোনিতে) কখনও বা নীচে (নীচ যোনিতে) বসতি করে; কখনও শোক করে, কখনও আহ্লাদ আনন্দে হাস্য করে।

কখনও নিন্দনীয় এবং কখনও প্রশংসনীয় ব্যবহার করে; কখনও উচ্চ আকাশে, কখনও বা পাতালে (বিচরণ করে);

কখনও শাস্ত্র-বেত্তা হইয়া ব্রহ্মবিচার করে; হে নানক! প্রভু নিজেই জীবকে আপনার সহিত মিলিত করেন।

টীকা :—বপুরা=বেচারা, অসহায় জীব। নিংদ চিংদ বিউহার=নিন্দনীয় এবং প্রশংসনীয় ব্যবহার, এখানে 'চিংদ' অর্থে ফরিদ কোট 'চিন্তা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। উভ=উচ্চ।

(৬)

কৱহূং নিরত করৈ বহু ভাতি ॥
কৱহূ সোই রচৈ দিনু রাতি ॥

কৱহূং মহা ক্রোধ্ বিকরাল ॥
কৱহূং সরব কী হোত রৱাল ॥

কৱহূং হোই বহৈ বড় রাজা ॥
কৱহূ ভেখারী নীচ কা সাজা ॥

কবহূ অপকীরতি মহি আবৈ ॥
কবহূ ভলা ভলা কহাবৈ ॥
জিউ প্রভ রাখৈ তিব হী রহৈ ॥
গুর প্রসাদি নানক সচু কহৈ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ

৬। ইহ জীব কখনও বহু প্রকারের নৃত্য (অর্থাৎ চেষ্টা) করে ; আবার কখনও দিবারাত্র ঘুমাইয়া থাকে।

কখনও সে মহাক্রোধে বিকট আকার ধারণ করিতেছে, আবার কখনও সকলের চরণ রেণু হইতেছে।

কখনও সে বড় রাজা অর্থাৎ সম্রাট হইয়া বসিয়া আছে, কখনও নীচ ভিখারীর সাজে সজ্জিত হইতেছে।

কখনও অপকীর্ত্তির মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে, কখনও বা সকলে ভাল ভাল বলিতেছে (কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতেছে)।

জীবকে প্রভু যে প্রকারে রাখেন জীব সেই প্রকারেই থাকে। গুরুর প্রসন্নতা লাভ করিয়া নানক সত্য কহিতেছে—অথবা হে নানক! গুরু কৃপায় অতি বিরল জনই সত্য-নাম উচ্চারণ করে (সাহিব সিং)।

টীকা :—নিরত করে=চেষ্টা করে (ফরিদ কোট)

(৭)

কবহূ হোই পংডিত করৈ বখান ॥
কবহূ মোনি ধারী লাবৈ ধিআনু ॥
কবহূ তট তীরথ ইসনানু ॥
কবহূ সিধ সাধিক মুখ গিআন ॥

কবহূ কীট হসত পতংগ হোই জীআ ॥
অনিক জোনি ভরমে ভরমীআ ॥

নানা রূপ জিউ স্বাগী দিখাবৈ ॥
জিউ প্রভ ভাবৈ তিবৈ নচাবৈ ॥

জো তিসু ভাবৈ সোঈ হোই ॥
নানক দূজা অবরু ন কোই ॥৭॥

বঙ্গানুবাদ

৭। (জীব) কখনও পণ্ডিত হইয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছে, কখনও মৌনীধারী হইয়া ধ্যান করিতেছে।

কখনও তীর্থতটে স্নান করিতেছে, কখনও সিদ্ধ সাধক হইয়া মুখে জ্ঞানের কথা উচ্চারণ করিতেছে

কখনও কীট, হস্তী, পতঙ্গ প্রভৃতি জীবজন্তু হইয়া ভ্রম বশতঃ বহু যোনি পরিভ্রমণ করিতেছে।

বহুরূপী যেমন নানা প্রকারের রূপ দেখায় প্রভুও সেইরূপ নিজের ইচ্ছা অনুসারে জীবকে (নানা বেশে) নাচায়।

যাহা তিনি ইচ্ছা করেন তাহাই হয়; হে নানক, তিনি ভিন্ন অপর দ্বিতীয় কেহ নাই।

টীকা :—মুখি=মুখ দ্বারা। ভরমৈ=ভ্রমণ করে। ভরমীআ=ভ্রমে পড়িয়া, অজ্ঞানতা নিবন্ধন, স্বরূপ না জানিয়া, স্বাগী=বহুরূপী, বাজিকর।

(৮)

কবহূ সাধ সংগতি ইহু পাবৈ ॥
উস অসথান তে বহুর ন আবৈ ॥ *

অংতরি হোই গিআনু পরগাসু ॥
উস অসথান কা নহী বিনাসু ॥

মন তন নামি রতে ইক রংগি ॥
সদা বসহি পারব্রহম কৈ সংগি ॥

জিউ জল মহি জল আই খটানা ॥
তিউ জোতী সংগি জোতি সমানা ॥ ❋❋

মিটি গএ গবন পাএ বিস্রাম ॥
নানক প্রভ কৈ সদ কুরবান ॥৮॥১১॥

বঙ্গানুবাদ

৮। কখনও, অর্থাৎ যখন জীব সাধু সঙ্গ পায় তখন আর সে সেই স্থান হইতে ফিরিয়া আসে না। *

কারণ, সাধু সঙ্গে থাকিয়া তাহার অন্তরে জ্ঞান প্রকাশিত হয়; (এবং জ্ঞানের প্রকাশে তাহার যে পদ লাভ হয়) সেই পদ বা স্থানের কখনও বিনাশ নাই।

(যখন সেই অবিনাশী পদ লাভ হয়) তখন জীবের মন তনু এক নামের রঙে রঞ্জিত হইয়া যায়; তখন জীব সর্ব্বদার জন্য পরমেশ্বরের সহিত একত্র বাস করে।

যেমন জল আসিয়া জলের সহিত একত্রে মিশিয়া যায় সেই প্রকার জীবাত্মার জ্যোতি পরমাত্মার জ্যোতিতে মিলিত হইয়া এক হইয়া যায়।

তখন জীবের আসা যাওয়া (জন্ম মরণ দুঃখ) মিটিয়া যায় এবং সে বিশ্রাম লাভ করে। নানক সেই প্রভুর সর্ব্বদা বলিহারী যায়।

টীকা :— * তুলনীয় :—ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু সঙ্গ পায়।

সব ত্যজি' তবে তিঁহো কৃষ্ণেরে ভজয়॥ চৈঃ চঃ মধ্যলীলা ২৪শ পঃ

* * শ্রীরাগ পৃঃ ৫১,—এবং সমাহিত মতির্মামেবাত্মানমাত্মনি।

বিচষ্টে ময়ি সর্বাত্মন্ জ্যোতির্জ্যোতিষি সংযুতম্॥

(শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।১৪।৪৫)

খটানা=মিলিত হয়। গবন=জন্ম মৃত্যু চক্র পরিভ্রমণ। জোতী=বিভূচৈতন্য, পরমাত্মা। জোতি=জীবচৈতন্য, জীবাত্মা।

সলোকু (শ্লোক)

সুখী বসৈ মসকীনীআ আপু নিবার তলে॥
বড়ে বড়ে হংকারীআ নানক গরবি গলে॥১॥

বঙ্গানুবাদ

যাঁহারা অহং-ভাব দূর করিয়া অতিশয় দীনভাবাপন্ন হইয়া বাস করেন তাঁহারাই সুখী। কিন্তু বড় বড় অহংকারী পুরুষ, হে নানক, গর্ব্বে নাশ হইয়া যায়।

টীকা :—মসকীনীআ=আরবী 'মসকীন' শব্দের অর্থ দীন বা গরীব। মসকীনীআ=গরীব বা দীন ভাবাপন্ন। গরবি=গর্ব্বে। গলে=গলিয়া যায়, নষ্ট হয়।

অষ্টপদী—১২

জিসকৈ অংতরি রাজ অভিমানু॥
সো নরক-পাতী হোৱত সুআন॥

জো জানৈ মৈ জোবন ৱংতু॥
সো হোৱত বিসটা কা জংতু॥

আপস কউ করমৱংতু কহাৱৈ ॥
জনমি মরৈ বহু জোনি ভরমাৱৈ ॥

ধন ভূমু কা জো করৈ গুমানু ॥
সো মূরখু অংধা অগিআনু ॥

করি কিরপা জিসকৈ হিরদৈ গরীবী বসাৱৈ ॥
নানক ঈহাং মুকতি আগৈ সুখু পাৱৈ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ

যাহার অন্তরে রাজ অভিমান অর্থাৎ যে আপন অহঙ্কারের বড়াই করে সে কুক্কুর হইয়া নরকে পতিত হয়।

যে নিজ যৌবনের অহঙ্কারে স্ফীত হয় সে বিষ্ঠার কীট হয়।

যে আপনাকে ক্রিয়াবান্, উত্তম কর্ম্মানুষ্ঠানকারী বলিয়া মনে করে সে জন্মে এবং মরে, এবং এই প্রকারে বহু যোনি ভ্রমণ করে।

যে ধন এবং ভূমি প্রভৃতি সম্পদের গর্ব্ব করে সে মূর্খ, অজ্ঞানে অন্ধ।

প্রভু কৃপা করিয়া যাঁহার অন্তরে দীনভাব প্রদান করেন, হে নানক, তিনি ইহলোকে মুক্ত এবং পরলোকে সুখী হয়েন অর্থাৎ ইহলোকে জীবন মুক্ত হইয়া আগে অর্থাৎ দেহান্তরে বিদেহ মুক্তি লাভ করতঃ অধিকতর সুখী হয়েন, পরাশান্তি লাভ করেন।

(২)

ধনৱংতা হোই করি গরবাৱৈ ॥
ত্রিণ সমান কছু সংগি ন জাৱৈ ॥

বহু লসকর মানুখ ঊপর করৈ আস ॥
পল ভীতর তাকা হোই বিনাস ॥

সভতে আপি জানৈ বলৱংত ॥
খিন মহি হোই জাই ভসমংতু ॥

কিসৈ ন বদৈ আপি হংকারী ॥
ধরম রাই তিসু করৈ খুআরী ॥

গুর প্রসাদি জাকা মিটৈ অভিমানু ॥
সো জনু নানকু দরগহ পরৱানু ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ

২। ধনবান হইয়া যে গর্ব্ব করে তৃণসমান বস্তুও তাহার সঙ্গে যায় না।

বহু সৈন্য এবং মানুষের উপরে যে আশা-ভরসা করে, পল অর্থাৎ নিমেষ মধ্যে সে বিনষ্ট হয়।

যে আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান বলিয়া মনে করে ক্ষণমধ্যে সে ভস্ম হইয়া যায়।

আপনি অহঙ্কারী হইয়া যে অপর কাহাকেও গ্রাহ্য করে না ধর্ম্মরাজ তাহাকে সাজা দেন।

গুরুকৃপায় যাঁহার অভিমান মিটিয়া যায় হে নানক, সেই জন পরমেশ্বরের দরবারে প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হয়।

(৩)

কোটি করম করৈ হউ ধারে ॥
স্রমু পাৱৈ সগলে বিরথারে ॥

অনিক তপসিআ করে অহংকার ॥
নরক সুরগ ফিরি ফিরি অৱতার ॥

অনিক জতন কর আতম নহী দ্রবৈ ॥
হরি দরগহ কহু কৈসে গবৈ ॥

আপস কউ জো ভলা কহাবৈ ॥
তিসহি ভলাঈ নিকটি ন আবৈ ॥

সরব কী রেন জাকা মনু হোই ॥
কহু নানক তাকী নিরমল সোই ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ

৩। মানুষ যদি কোটি প্রকারের (ধর্ম্ম) কর্ম্ম করে এবং তজ্জন্য অহংকার করে, (অথবা অহংকার ধারণ করিয়া মানুষ যদি কোটি কর্ম্ম করে); তবে শ্রমই সার হয় যেহেতু অহংকারীর সকল কর্ম্মই বৃথা ;

অনেক তপস্যা করিয়া যে অহংকার করে সে নরকে অথবা স্বর্গে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে।

অনেক যত্ন করিয়াও যাহার হৃদয় দ্রবীভূত (কোমল) না হয় বল, সে কি প্রকারে শ্রীহরির দরবারে যাইবে ?

যে আপনাকে আপনি 'ভাল' বলে, 'ভাল' তাহার নিকটেও আসে না।

যাহার মন সকলের চরণ রেণু হয়, নানক কহিতেছে, তাহারই শোভা নির্ম্মল।

টীকা :—অবতার=জন্ম। সোই=শোভা, জ্ঞান।

(৪)

জব লগু জানৈ মুঝতে কছু হোই ॥
তব ইস কউ সুখ নাহী কোই ॥

জব ইহু জানৈ মৈ কিছু করতা ॥
তব লগু গরভ জোনি মহি ফিরতা ॥

জব ধারৈ কোউ বৈরী মীতু ॥
তব লগু নিহচলু নাহী চীতু ॥

জব লগু মোহি মগন সংগি মাই ॥
তব লগু ধরম রাই দেই সজাই ॥

প্রভ কিরপা তে বংধন তূটৈ ॥
গুর প্রসাদি নানক হউ ছুটৈ ॥৪॥

বঙ্গানুবাদ

৪। যতকাল মানুষ মনে করে, তাহার দ্বারা কিছু হয় ততকাল সে কোন সুখ পায় না।

যতকাল সে জানে, "আমি কিছু করিতেছি" ততকাল সে গর্ভ যোনিতে ভ্রমণ করে।

যতকাল মানুষের শত্রু মিত্র বোধ থাকে ততকাল তাহার চিত্ত স্থির নহে।

যতকাল মায়ার সঙ্গে মোহে মগ্ন থাকে ততকাল ধর্ম্মরাজ তাহাকে সাজা দেয়।

প্রভুর কৃপায় জীবের বন্ধন তুটিয়া যায়; হে নানক! গুরুকৃপায় মানুষের অহংকার ছুটে।

(৫)

সহস খটে লখ কউ উঠি ধাবৈ ॥
ত্রিপতি ন আবৈ মাইআ পাছে পাবৈ ॥

অনিক ভোগ বিখিআ কে করৈ ॥
নহ ত্রিপতাৱৈ খপি খপি মরৈ ॥

বিন সংতোখ নহী কোউ রাজৈ ॥
সুপন মনোরথ ব্রিথে সভ কাজৈ ॥

নাম রংগি সরব সুখু হোই ॥
বড়ভাগী কিসৈ পরাপতি হোই ॥

করন করাৱন আপে আপি ॥
সদা সদা নানক হরি জাপি ॥৫॥

বঙ্গানুবাদ

জীব সহস্র (মুদ্রা) রোজগার করিয়া লক্ষ মুদ্রা রোজগারের জন্য উঠিয়া পড়িয়া ধায়, তাহার তৃপ্তি কিছুতেই হয় না ; কেবল মায়িক পদার্থই সঞ্চয় করে।

সে অনেক প্রকারের বিষয় ভোগ করে, কিন্তু কিছুতেই তৃপ্ত হয় না, সে দুঃখে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে।

সন্তোষ বিনা (মায়িক পদার্থের অন্বেষণ করিয়া) কেহ তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। বিষয় ভোগ সমস্তই স্বপ্ন-বিলাসবৎ বৃথা, কোনই কাজে আসে না।

নামের রঙে, নামের সহিত প্রেম করিলে সকল প্রকারের সুখ লাভ হয় কিন্তু ক্বচিৎ ভাগ্যবানই এই নাম প্রাপ্ত হয়।

প্রভু আপনিই সব করেন এবং করায়েন, হে নানক ! সর্ব্বদা শ্রীহরির নাম জপ কর।

টীকা :— মাইয়া=মায়া, এখানে মায়িক পদার্থ। পাছৈ পাৱৈ=সঞ্চয় করে, জমা করে—[ফরিদ কোট, সাহিব সিং এবং পঞ্চগ্রন্থী সকলেই এই অর্থ করিয়াছেন]। খপ খপ মরৈ=বড় দুঃখিত হয় (সাহিব সিং)।

(৬)

করন করাৱন করনৈ হারু ॥
ইসকৈ হাথি কহা বীচারু ॥
জৈসী দ্রিসটি করে তৈসা হোই ॥
আপে আপি আপি প্রভু সোই ॥
জো কিছু কীনো সু অপনৈ রংগি ॥
সভ তে দূরি সভহূ কৈ সংগি ॥
বূঝৈ দেখৈ করৈ বিবেক ॥
আপহি এক আপহি অনেক ॥
মরৈ ন বিনসৈ আৱৈ ন জাই ॥
নানক সদহী রহিআ সমাই ॥৬॥

বঙ্গানুবাদ

প্রভু কর্ত্তা পুরুষ, নিজেই করেন এবং করায়েন। বিচার করিয়া দেখ জীবের হাতে কি আছে?

তিনি যেমন দৃষ্টি করেন তেমনই হয়,* সেই প্রভু নিজে নিজেই সব হইয়াছেন।

তিনি যাহা কিছু (সৃষ্টি) করিয়াছেন সকলই নিজের খুসী অনুসারে করিয়াছেন। তিনি সকল হইতে দূরে, আবার সকলের অঙ্গ সঙ্গরূপে নিকটে।

তিনিই বুঝেন, দেখেন এবং বিচার করেন, তিনি এক, তিনি অনেক।

তিনি মরেন না, বিনষ্ট হন না, তিনি আসেন না কি যানও না (কালচক্রে পরিভ্রমণ করেন না)। হে নানক! তিনি সদা সর্ব্বত্র সমাহিত রহিয়াছেন।

টীকা :— *"জৈসী দ্রিসটি করে তৈসা হোই"—ছাঃ উঃ ৬।২।৩, "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজত…"। পুনঃ ঐতরেয় উঃ ১।১।১, "স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি।" ঐক্ষত, ঈক্ষাং দর্শনং কৃতবান্ (শাঙ্কর ভাষ্যম্)।

"ভগবান বহু হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত শক্তিতে তবে কৈল বিমোচন॥"

চৈঃ চঃ মধ্যলীলা ৬ষ্ঠঃ পঃ।

(৭)

আপি উপদেসৈ সমঝৈ আপি॥
আপে রচিআ সভকৈ সাথি॥

আপি কীনো আপন বিসথারু॥
সভু কছু উসকা ওহু করনৈ হারু॥

উসতে ভিংন কহহু কিছু হোই॥
থান থনংতরি একৈ সোই॥

অপুনে চলিত আপি করণৈ হার॥
কউতক করৈ রংগু অপারু॥

মন মহি আপি মন অপুনে মাহি॥
নানক কীমতি কহনু ন জাই॥৭॥

বঙ্গানুবাদ

তিনি নিজেই উপদেশ করেন গুরুরূপে, পুনরায় নিজেই বুঝেন শিষ্যরূপে। তিনি নিজেই সকল সৃষ্টিতে ব্যাপকরূপে মিশিয়া আছেন।

তিনি নিজেই আপনাকে বিস্তার করিয়াছেন; সব কিছু তাঁহারই, তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা।

তাঁহাকে ছাড়া বল ত কোথায় কি হয়? স্থান স্থানান্তরে, নিকটে অথবা দূরে (সর্ব্বত্র) একমাত্র তিনি।

আপনার লীলা প্রভু আপনিই করেন। তাঁহার লীলা কৌতুক অপার।

জীবের মনে তুমি এবং তোমার মধ্যে জীবের মন, হে নানক! প্রভুর মূল্য মুখে বলিয়া প্রকাশ করা যায় না (মূল্য নির্দ্ধারণ করা যায় না)।

(৮)

সতি সতি সতি প্রভু সুআমী ॥
গুর প্রসাদি কিনৈ ৱখিআনী ॥

সচু সচু সচু সভু কীনা ॥
কোটি মধে কিনৈ বিরলৈ চীনা ॥

ভলা ভলা ভলা তেরা রূপ ॥
অতি সুংদর অপার অনূপ ॥

নিরমল নিরমল নিরমল তেরী বাণী ॥
ঘটি ঘটি সুনী স্রৱন বথ্যাণী ॥

পৱিত্র পৱিত্র পৱিত্র পুনীত ॥
নামু জপৈ নানক মনি প্রীতি ॥৮॥১২॥

বঙ্গানুবাদ

৮। হে প্রভু, জগতের স্বামী! তুমি সত্য, সত্য, সত্য, [তিন কালেই তুমি সত্য স্বরূপ]। গুরু কৃপায় অতি বিরল জনই (তোমার সৎ স্বরূপের কীর্ত্তি) বর্ণনা করে।

তুমি যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছ তৎসমুদায় সত্য সত্য সত্য, [তিন কালেই সত্য, অর্থাৎ তোমার সৃষ্ট জগৎ মিথ্যা নহে] ; কিন্তু কোটি মধ্যে কচিৎ বিরল জনই তাহা জানিতে পারে।

হে প্রভু! তোমার রূপ সুন্দর, সুন্দর, সুন্দর—অতীব সুন্দর, অপার এবং অনুপম।

হে নির্ম্মলরূপ প্রভু! তোমার বেদরূপ বাণী নির্ম্মল হইতে নির্ম্মল। প্রত্যেক জীব কর্ণদ্বারা তোমার সেই সুনির্ম্মল বাণী শ্রবণ করিয়া তাহা মুখে উচ্চারণ করে।

হে নানক! মনে প্রীতিযুক্ত হইয়া যে প্রভুর নাম জপ করে সে পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র এবং পুণীত।

টীকা :— পুণীত=পুণ্যকারী, যাহার পুণ্যে অপর সকলে পবিত্র হইয়া যায়।

সলোকু (শ্লোক)

সংত সরনি জো জনু পরৈ সো জনু উধরন হার ॥
সংত কী নিংদা নানকা বহুরি বহুরি অৱতার ॥১॥

বঙ্গানুবাদ

১। যে জন সন্তের শরণে পতিত হয়, সন্তের আশ্রয় গ্রহণ করে সে জন (সংসার সমুদ্র হইতে) উদ্ধারের যোগ্য হয়।

কিন্তু, হে নানক! যে সন্তের নিন্দা করে তাহাকে পুনঃ পুনঃ (মরিয়া মরিয়া) জন্ম লইতে হয়।

অষ্টপদী ১৩

সংত কৈ দূখনি আরজা ঘটৈ ॥
সংত কৈ দূখনি জম তে নহী ছুটৈ

সংত কৈ দূখন সুখু সভু জাই ॥
সংত কৈ দূখন নরক মহি পাই ॥

সংত কৈ দূখনি মতি হোই মলীন ॥
সংত কৈ দূখনি সোভা তে হীন ॥

সংত কে হতে কো রখৈ ন কোই ॥
সংত কে দূখনি থান ভ্রসটু হোই ॥

সংত ক্রিপাল ক্রিপা জে করৈ ॥
নানক সংত সংগি নিংদকু ভী তরৈ ॥১॥

বঙ্গানুবাদ

১। সন্তের দূষণে, সন্তকে নিন্দা করিলে আয়ু ক্ষয় হয়, সন্তের নিন্দায় যমের হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই।

সন্তকে নিন্দা করিলে সমস্ত সুখ নষ্ট হয়, সন্তকে নিন্দা করিলে নরকে যাইতে হয়।

সন্তের নিন্দায় বুদ্ধি মলিন হয়, সন্তকে নিন্দা করিলে শোভাহীন হইতে হয়।

সন্তের হত্যাকারীকে কেহই রক্ষা করিতে পারে না। সন্তের নিন্দা করিলে স্থানভ্রষ্ট হইতে হয়।

কিন্তু সন্তজন কৃপালু, তাঁহারা যদি কৃপা করেন (তবে) হে নানক! তাঁহাদের সঙ্গে অর্থাৎ সন্তের সহবাসে নিন্দুও তরিয়া যায়।

টীকা :— দূখনি—দূষণ, নিন্দা দ্বারা। আরজা=আয়ু। **হতে কউ**= হত্যাকারীকে।

(২)

সংত কৈ দূখন তে মুখু ভবৈ ॥
সংত কৈ দূখনি কাগ জিউ লবৈ ॥

সংতন কৈ দূখন সরপ জোনি পাই ॥
সংত কৈ দূখন ত্রিগদ জোনি কিরমাই ॥

সংতন কৈ দূখনি ত্রিসনা মহি জলৈ ॥
সংত কৈ দূখন সভু কো ছলৈ ॥

সংত কৈ দূখনি তেজু সভু জাই ॥
সংত কৈ দূখনি নীচু নীচাই ॥

সংত দোখী কা থাউ কো নাহি ॥
নানক সংত ভাবৈ তা ওই ভী গতি পাহি ॥২॥

বঙ্গানুবাদ

২। সন্তের নিন্দা করিলে মুখ বাঁকা হয়। সন্তের নিন্দা করিলে কাকের ন্যায় 'কা' 'কা' করিয়া ফিরিতে হয়।

সন্তকে নিন্দা করিলে সর্প-যোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। সন্তকে নিন্দা করিলে তীর্য্যক ও ক্রিমি কীট যোনি প্রাপ্ত হয়।

সন্তকে নিন্দা করিলে তৃষ্ণার আগুনে জ্বলিতে হয়। সন্তের নিন্দাকারী সকলকেই ছলনা করে, ঠকায়।

সন্তকে নিন্দা করিলে সকল তেজ, (সমস্ত প্রতিভা) নষ্ট হয়। সন্তকে নিন্দা করিলে নীচের নীচ হইতে হয়।

সন্ত নিন্দুকের কোথাও ঠাঁই নাই ; কিন্তু হে নানক ! সন্তের ইচ্ছাতে ঐ নিন্দুও গতি পায়, মুক্তি লাভ করে।

টীকা ঃ— মুখু ভবৈ=মুখ ফিরিয়া যায়, মুখ বাঁকা হয় অর্থাৎ সে ঈশ্বর বিমুখ হয়। কাগ জিউ লবৈ=কাকের স্বভাব পায় অর্থাৎ কেবল পরনিন্দা করে। কিরমাই=ক্রিমি। দোখী=নিন্দুক।

(৩)

সংত কা নিংদকু মহা অততাঈ ॥
সংত কা নিংদকু খিনু টিকনু ন পাঈ ॥

সংত কা নিংদকু মহা হতিআরা ॥
সংত কা নিংদকু পরমেসুরি মারা ॥

সংত কা নিংদকু রাজ তে হীনু ॥
সংত কা নিংদকু দুখীআ অরু দীনু ॥

সংত কে নিংদকু কউ সরব রোগ ॥
সংত কে নিংদক কউ সদা বিজোগ ॥

সংত কী নিংদা দোখ মহি দোখু ॥
নানক সংত ভাবৈ তা উসকা ভী হোই মোখু ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ

৩। সন্তের নিন্দুক মহা আততায়ী, সন্তের নিন্দাকারী ক্ষণমাত্র স্থির থাকিতে পারে না।

সন্তের নিন্দাকারী মহাপাতকী হয়। সন্তের নিন্দাকারী পরমেশ্বর কর্ত্তৃক হত হয়।

সন্তের নিন্দুক রাজ সুখ হইতে বঞ্চিত হয়। সন্তের নিন্দুক দুঃখী এবং দীন হয়।

সন্ত-নিন্দুকের সকল প্রকার রোগ হয়। সন্ত-নিন্দুক সর্ব্বদা পরমেশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন।

সন্তের নিন্দা দোষ-মধ্যে মহা-দোষ। পরন্তু হে নানক! সন্ত ইচ্ছায় (অমন যে মহাপাতকী) তাহারও মোক্ষ প্রাপ্তি হয়।

টীকা :— আততাঈ=হত্যাকারী, উৎকট পাপাচারী, "অগ্নিদোগরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ, ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ।" যে ব্যক্তি গৃহে অগ্নি সংযোগ, বিষ প্রদান, প্রাণবধ, অর্থ, ভূমি ও দার (স্ত্রী)-হরণ করে সে আততায়ী। রাজ তে হীনু= রাজ্য হীন হয় বা রাজ সুখ হইতে বঞ্চিত হয়।

(৪)

সংত কা দোখী সদা অপৱিতু ॥
সংত কা দোখী কিসৈ কা নাহী মিতু ॥

সংত কে দোখী কউ ডানু লাগৈ ॥
সংত কে দোখী কউ সভু তিআগৈ ॥

সংত কা দোখী মহা অহংকারী ॥
সংত কা দোখী সদা বিকারী ॥

সংত কা দোখী জনমৈ মরৈ ॥
সংত কী দূখনা সুখতে টরৈ ॥

সংত কে দোখী কউ নাহী ঠাউ ॥
নানক সংত ভাৱৈ তা লএ মিলাই ॥৪॥

বঙ্গানুবাদ

৪। সন্তের নিন্দাকারী সর্ব্বদা অপবিত্র। সন্তের নিন্দাকারী কাহারও মিত্র হয় না।

সন্ত-নিন্দুকের যমদণ্ড লাগে, যমের সাজা পায়। সন্ত নিন্দুককে সকলে পরিত্যাগ করে।

সন্তের নিন্দুক মহা অহঙ্কারী। সন্ত-নিন্দুক সর্ব্বদা বিকারী, রোগগ্রস্ত।

সন্ত নিন্দুক কেবল জন্মে এবং মরে। সন্তের নিন্দাকারী সুখ হইতে বঞ্চিত হয়।

সন্ত নিন্দুকের কোথাও স্থান নাই; কিন্তু হে নানক! সন্তের ইচ্ছা হইলে তাহাকেও আপনার সহিস মিলাইয়া লয়েন।

টীকা ঃ— "নানক সংত ভাবৈ তা লএ মিলাই"=হে নানক, সন্তের ইচ্ছা-হয় ত উক্ত অপরাধীকেও আপনার সঙ্গে অথবা শ্রীহরির চরণে মিলাইয়া লয়েন।

(৫)

সংত কা দোখী অধ বীচ তে টূটৈ ॥
সংত কা দোখী কিতৈ কাজি ন পহূচৈ ॥

সংত কে দোখী কউ উদিআন ভ্রমাঈঐ ॥
সংত কা দোখী উঝড়ি পাঈঐ ॥

সংত কা দোখী অংতর তে থোথা ॥
জিউ সাস বিনা মিরতক কী লোথা ॥

সংত কে দোখী কী জড় কিছু নাহি ॥
আপন বীজি আপে হী খাহি ॥

সংত কে দোখী কউ অবরু ন রাখন হারু ॥
নানক সংত ভাবৈ তা লএ উবারী ॥৫॥

বঙ্গানুবাদ

৫। সন্তের নিন্দাকারী অর্দ্ধপথে ভাঙ্গিয়া পড়ে। সন্তের নিন্দাকারী কোন কাজই সম্পূর্ণ করিতে পারে না।

সন্ত নিন্দুক সংসাররূপ বন জঙ্গলে ভ্রামিত হয়। সন্তের নিন্দুক কু-রাস্তায় পাতিত হয়।

সন্তের নিন্দাকারী অন্তঃসার শূন্য, যেমন শ্বাস বিনা দেহ শবমাত্র বৃথা।

সন্ত নিন্দুকের মূল (ভিত্তি) কিছু নাই, সে যেমন (সংত নিংদা-রূপ আপন পাপ কর্ম্মের) বীজ আপনি বপন করে তেমনই ফল ভোগ করে।

সন্ত-নিন্দুকের অপর কেহ রক্ষাকারী নাই (তবে) হে নানক! সন্ত ইচ্ছা করেন ত তাহাকেও দুঃখ হইতে উদ্ধার করিয়া লয়েন।

টীকা ঃ— অধ বীচ তে টূটৈ=কোন কাজই সম্পূর্ণ করিতে পারে না, মাঝ পথে থামিয়া যায় অথবা যৌবনাবস্থাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উদিআন= উত্থান, জঙ্গল। উঝড়ি=কুরাস্তা। থোথা=খালি, অন্তঃসার শূন্য, তুষ। লোথা=শব, মৃতদেহ বা লাস। উবারী=তরায়েন, উদ্ধার করিয়া লয়েন।

(৬)

সংত কা দোখী ইউ বিললাই ॥
জিউ জল বিহূন মছুলী তড়ফড়াই ॥

সংত কা দেখী ভুখা নহী রাজৈ ॥
জিউ পাৱকু ঈধনি নহী ধ্রাপৈ ॥

সংত কা দোখী ছুটৈ ইকেলা ॥
জিউ বূআড়ু তিলু খেত মাহি দুহেলা ॥

সংত কা দোখী ধরম তে রহত ॥
সংত কা দোখী সদ মিথিআ কহত ॥

কিরতু নিংদক কা ধুরি হী পইআ ॥
নানক জো তিসু ভাৱৈ সোঈ থিআ ॥৬॥

বঙ্গানুবাদ

৬। যেমন জল বিনা মৎস্য ধড়ফড় করে তেমন সন্তের নিন্দাকারী (শুষ্কতায়) বিলাপ করে।

সন্ত নিন্দুকের বুভুক্ষা (ক্ষুধা) কখনও মিটে না ; যেমন অগ্নি ইন্ধন দ্বারা পরিতৃপ্ত হয় না।

যেমন তিলের ক্ষেতে দানাহীন তিলের শীষ কৃষক কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া একলা দুঃখিত ভাবে পড়িয়া থাকে তেমন সন্তের নিন্দাকারী সর্ব্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া একলা ছুটিতে থাকে, ভাব—একলা পড়িয়া থাকে, অন্তঃসার শূন্য বলিয়া কেহই তাহার নিকটে যায় না।

সন্ত নিন্দুক ধর্ম্মে-রহিত হয়। সন্ত নিন্দুক সর্ব্বদা মিথ্যা বলে।

নিন্দুক তাহার নিন্দা কথনরূপ স্বভাব পূর্ব্ব জন্ম হইতেই পাইয়াছে। হে নানক ! পরমেশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই হয়।

টীকা ঃ— বিললাই—বিলাপ করে। বিহুন=বিনা। তড়ফড়াই=ধড়ফড় করে। ভুখা=ক্ষুধা, এখানে বিষয় লালসা। রাজৈ=তৃপ্ত হওয়া। ঈধনি= ইংধন। ধ্রাপৈ=তৃপ্ত হওয়া। বুআড়ু=দানা হীন তিল। কিরতু=কীর্ত্তি (এখানে নিন্দারূপ কর্ম্ম বা স্বভাব)। ধুরি=প্রথম হইতে, পূর্ব্ব জন্ম হইতে।

(৭)

সংত কা দোখী বিগড় রূপ হোই জাই ॥
সংত কে দোখী কউ দরগহ মিলৈ সজাই ॥

সংত কা দোখী সদা সহকাঈঐ ॥
সংত কা দোখী ন মরৈ ন জীৱাঈঐ ॥

সংত কে দোখী কী পূজৈ ন আসা ॥
সংত কা দোখী উঠি চলৈ নিরাসা ॥

সংত কৈ দোখি ন ত্রিসটৈ কোই ॥
জৈসা ভাৱৈ তৈসা কোঈ হোই ॥

পইআ কিরতু ন মেটৈ কোই ॥
নানক জানৈ সচা সোই ॥৭॥

বঙ্গানুবাদ

৭। সন্ত নিন্দুকের রূপ বিকৃত হইয়া যায়। সাধু নিন্দাকারী দরবারে সাজা পায়।

সাধু-নিন্দাকারী সর্ব্বদা রোগাতুর হয়, যাপ্য রোগে পীড়িত থাকে। (তাহাতে) সাধুর নিন্দাকারী না মরে, না বাঁচে অর্থাৎ জীবন্মৃতবৎ হইয়া থাকে।

সাধু নিন্দাকারীর আশা কখনও পূর্ণ হয় না। সাধুর নিন্দাকারী নিরাশ হইয়া উঠিয়া চলিয়া যায়, মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

সন্ত নিন্দাকারী কোথাও তিষ্টিতে পারে না। যাহার যেমন ভাব (নিয়তি) তাহার তেমন হয় (অথবা ভগবান যাহাকে যেমন ইচ্ছা করেন সে সেই প্রকার হয়)।

পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল যাহা অদৃষ্টে লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে তাহা কেহ মিটাইতে পারে না। হে নানক! সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর সমস্ত জানেন।

টীকা ঃ— সহকাঈঐ=আতুর হওয়া, দুঃখিত হওয়া। পূজৈ ন=পূরণ হয় না। ত্রিসটৈ=স্থিত হওয়া ; তৃপ্ত হওয়া (সাহেব সিং)। জৈসা ভাৱৈ তৈসা কোঈ হোই=যে যাহা ভাবে সে তাহাই হয় (সাহেব সিং এবং পঞ্চগ্রন্থী এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন)।

(৮)

সভ ঘট তিস কে ওহু করনৈ হারু ॥
সদা সদা তিস কউ নমসকারু ॥

প্রভ কী উসততি করহু দিনু রাতি ॥
তিসহি ধিআৱহু সাসি গিরাসি ॥

সভু কছু ৱরতৈ তিস কা কীআ ॥
জৈসা করে তৈসা কো থীআ ॥

অপনা খেলু আপি করনৈ হারু ॥
দূসরু কউনু কহৈ* বীচারু ॥

জিস নো ক্রিপা করৈ তিস অপনা নামু দেই ॥
বড় ভাগী নানক জনু সোই ॥৮॥১৩॥

বঙ্গানুবাদ

পরমেশ্বর সর্ব্বময় কর্ত্তা—

৮। সকল ঘট, সমস্ত শরীরি জিব পরমেশ্বরের ; তিনিই সৃষ্টি-কর্ত্তা। তাঁহাকে সদা সর্ব্বদা নমস্কার।

দিবা রাত্র প্রভুর স্তুতি কর ; শ্বাসে গ্রাসে তাঁহাকেই স্মরণ কর।

তাঁহারই কৃত সব কিছু বর্ত্তমান ; তিনি যেমন করেন তেমনই হয়।

তিনি আপনার লীলা আপনিই করেন ; দ্বিতীয় অপর কে তাঁহার বিচার করিবে ?

যাহাকে তিনি কৃপা করেন তাহাকে আপনার নাম দেন ; হে নানক ! সেইজন বহু ভাগ্যবান।

টীকা :— ঘট=শরীর। সাসি গিরাসি=শ্বাসে গ্রাসে। থীআ=হয়। * পাঠান্তরে—"কহৈ" বীচারু=ভাব, দ্বিতীয় অপর কেহ তাহার বিচার করিয়া কহিতে সক্ষম হয় না।

সলোকু (শ্লোক)

তজহু সিআনপ সুরজনহু সিমরহু হরি হরি রাই ॥
এক আস হরি মন রখহু নানক দূখু ভরমু ভউ জাই ॥১॥

বঙ্গানুবাদ

হে সুর, পণ্ডিত জন! চাতুরী ছাড়, হরি রায়কে স্মরণ কর। এক শ্রীহরিরই আশা মনে রাখ ; তাহাতে হে নানক! তোমার দুঃখ, ভ্রম এবং ভয় চলিয়া যাইবে।

অষ্টপদী ১৪

মানুখ কী টেক ব্রিথী সভ জান ॥
দেৱন কউ একৈ ভগৱানু ॥

জিসকৈ দীএ রহৈ অঘাই ॥
বহুরি ন ত্রিসনা লাগৈ আই ॥

মারৈ রাখৈ একো আপি ॥
মানুখ কৈ কিছু নাহী হাথি ॥

তিসকা হুকমু বূঝি সুখু হোই ॥
তিসকা নামু রখু কংঠি পরোই ॥

সিমরি সিমরি সিমরি প্রভ সোই ॥
নানক বিঘনু ন লাগৈ কোই ॥১॥

মানুষের উপরে আশা ভরসা সমস্তই বৃথা বলিয়া জান। দানের কর্ত্তা এক ভগবান।

যাহাকে তিনি দেন সে তৃপ্ত থাকে; পুনর্ব্বার তাহাকে তৃষ্ণা আসিয়া লাগে না (তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া যায়)।

এক তিনি আপনিই জীবকে মারেন এবং রাখেন; (তাহাতে) মানুষের কোনই হাত নাই।

তাঁহার হুকুম বুঝিতে পারিলে সুখ হয়। অতএব তাঁহার নাম কণ্ঠে ধারণ করিয়া রাখ অর্থাৎ সদা উচ্চারণ কর।

হে ভাই! মন তন বাক্য দ্বারা সেই প্রভুকে স্মরণ কর। হে নানক! তাহা হইলে তোমার নিকটে কোনই বিঘ্ন আসিয়া লাগিবে না, উপস্থিত হইবে না।

(২)

উসততি মন মহি করি নিরংকারু ॥
করু মনু মেরে সতি বিউহারু ॥

নিরমল রসনা অংম্রীত পীউ ॥
সদা সুহেলা করি লেহি জীউ ॥

নৈনহু পেখু ঠাকুর কা রংগু ॥
সাধ সংগি বিনসৈ সভ সংগু ॥

চরন চলউ মারগ গোবিংদ ॥
মিটহি পাপ জপীঐ হরি বিংদ ॥

কর হরি করম স্রবন হরি কথা ॥
হরি দরগহ নানক উজল মথা ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ

২। মনের মধ্যে সেই নিরংকার পরমেশ্বরের স্তুতি কর। হে আমার মন! সত্য ব্যবহার কর।

রসনাদ্বারা নির্ম্মল নামামৃত পান কর এবং জীবনকে সর্ব্বদার জন্য সুখময় করিয়া লও।

নয়ন দ্বারা ঠাকুরের লীলা দর্শন কর। (সাধু-সঙ্গ কর), সাধু সঙ্গে অন্য সকল সঙ্গ বিনষ্ট হয়।

চরণ দ্বারা গোবিন্দের পথে চল; হরিনাম বিন্দু মাত্র জপ করিলে পাপ মিটিয়া যায়।

হস্ত দ্বারা শ্রীহরির কর্ম্ম কর; কর্ণদ্বারা হরিকথা শ্রবণ কর; হে নানক! তাহা হইলে শ্রীহরির দরবারে তোমার মস্তক উজ্জ্বল হইবে।

(৩)

বড়ভাগী তে জন জগ মাহি॥
সদা সদা হরি কে গুন গাহি॥

রাম নাম জো করহি বীচারু॥
সে ধনৰংত গনী সংসারু॥

মনি তনি মুখ বোলহি হরি মুখী॥
সদা সদা জানহু তে সুখী॥

একো একু একু পছানৈ॥
ইত উত কী ওহ সোঝী জানৈ॥

নাম সংগ জিসকা মনু মানিআ॥
নানক তিনহি নিরংজনু জানিআ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ

৩। সে জনই এ জগতে বহু ভাগ্যবান যে সদা সর্ব্বদা হরিগুণ গান করে।

যে জন রাম নামের বিচার করে সেই সংসারে ধনবান বলিয়া গণ্য হয়।

যে জন মুখ্যরূপ শ্রীহরির নাম মন-তনু ও মুখ দ্বারা উচ্চারণ করে তাহাকে সদা সর্ব্বদা সুখী জানিবে।

যে জন সেই এক অদ্বিতীয় পুরুষকে চিনিতে পারে সে'ই ইহ এবং পরলোক অভ্যন্তর স্থিত জ্ঞান প্রাপ্ত হয়।

নামে যাঁহার মন মানিয়াছে, মজিয়াছে বা আসক্ত হইয়াছে হে নানক! তিনিই নিরঞ্জন পুরুষকে জানিয়াছেন।

টীকা :—মানিআ= মানা, বিশ্বাস হওয়া বা দৃঢ় হওয়া। সোঝী জানৈ= তত্ত্ব বুঝিতে পারে, জ্ঞান প্রাপ্ত হয়।

(৪)

গুর প্রসাদি আপন আপু সুঝৈ ॥
তিসকী জানহু ত্রিসনা বুঝৈ ॥

সাধ সংগি হরি হরি জসু কহত ॥
সরব রোগতে ওহু হরি জনু রহত ॥

অন দিনু কীরতনু কেবল বখিআনু ॥
গ্রিহসত মহি সোঈ নিরবানু ॥

এক উপরি জিসু জনি কী আসা ॥
তিসকী কটীঐ জমকী ফাসা ॥

পার ব্রহম কী জিসু মনি ভূখ ॥
নানক তিসহি ন লাগহি দূখ ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ

৪। গুরু কৃপায় যিনি আপনার স্বরূপ আপনি চিনিয়াছেন জানিও, তাহারই তৃষাগ্নি নিবৃত্ত হইয়াছে।

সাধু সঙ্গে যিনি হরি-যশ কীর্ত্তন করেন সেই হরিভক্ত সর্ব্ব রোগ হইতে রহিত, মুক্ত হয়।

যিনি অনুদিন কেবল হরিগুণ কীর্ত্তন এবং (ব্যাখ্যান), বর্ণনা করেন গৃহস্থ মধ্যে তিনিই মুক্ত পুরুষ।

যে জনের এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপরেই আশা (ভরসা) তাঁহার যমের ফাঁসি কাটিয়া যায়!

যাঁহার মনে পরব্রহ্মের জন্য ক্ষুধা হে নানক! তাঁহাকে দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না।

টীকা :—সরব রোগতে রহত=সকল বিকার হইতে মুক্ত। জনি=জন, সেবক বা ভক্তজন।

(৫)

জিসু কউ হরি প্রভ মনি চিতি আবৈ ॥
সো সংত সুহেলা নহী ডুলাবৈ ॥

জিসু প্রভু অপনা কিরপা করৈ ॥
সো সেবক কহু কিসতে ডরৈ ॥

জৈসা সা তৈসা দ্রিসটাইআ ॥
অপুনে কারজ মাহি আপি সমাইআ ॥

সোধত সোধত সোধত সীঝিআ ॥
গুর প্রসাদি ততু সভু বূঝিআ ॥
জব দেখউ তব সভু কিছু মূলু ॥
নানক সো সূখমু সোঈ অসথূলু ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ

৫। (আপনা হইতে) যাঁহার মনে হরিঃ স্মরণ হয় সেই সন্তজন সুখী, তিনি কখনও দোলায়মান হন না।

যাহার উপরে প্রভু আপনি কৃপা করেন, বল, সেই সেবক কাহার নিকটে ভয় পাইবে ?

(প্রভুর ঐ কৃপাপ্রাপ্ত সেবক) প্রভু পরমেশ্বর যেমন তাঁহাকে তেমনই দেখেন। (কিরূপ দেখেন ?) পরমেশ্বর আপনার কার্য্যরূপ জগতে (সর্ব্বত্র) আপনি সমাহিত হইয়া রহিয়াছেন।

নিত্য—অনিত্য বিচার করিয়া করিয়া গুরুকৃপায় যখন সমস্ত তত্ত্ব বুঝিতে পারেন তখন তিনি (সেবক) সিদ্ধ হন।

যখন দেখি, তখন সব কিছুর মূল এক পরমেশ্বরকেই দেখিতে পাই। হে নানক! যিনি সূক্ষ্ম তিনিই স্থূল।

টীকা :—সোধত সোধত সোধত=বেদ, স্মৃতি এবং পুরাণ বা শরীর মন ও বাক্যদ্বারা বিচার করিয়া অথবা নিত্যা-নিত্য বিচার করিয়া। সিঝিআ=সিদ্ধ হইয়াছেন।

(৬)

নহ কিছু জনমৈ নহ কিছু মরৈ ॥
আপন চলিতু আপ হী করৈ ॥

আৱনু জাৱন দ্রিসটি অনুদ্রিসটি ॥
আগিআকারী ধারী সভ স্রিসটি ॥

আপে আপি সগল মহি আপি ॥
অনিক জুগতি রচি থাপি উথাপি ॥

অবিনাসী নাহী কিছু খংড ॥
ধারণ ধারি রহিও ব্রহমংড ॥

অলখ অভেৱ পুরখ পরতাপ ॥
আপি জপাএ তা নানক জাপ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ

৬। না কিছু জন্মায়, না কিছু মরে অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু জীবের ভ্রম ; পরমেশ্বর আপনার লীলা আপনি করেন।

আসা ও যাওয়া, জন্ম এবং মৃত্যু, দৃশ্য ও অদৃশ্য সমস্ত সৃষ্টি তাহার আজ্ঞাধীন এবং তিনিই ধারণ করিয়া আছেন সমুদায় জগৎ।

তিনি নিজেই সব, সকলের মধ্যেই তিনি : নানা কৌশলে তিনি জগৎ সৃষ্টি, স্থিতি এবং নাশ করেন।

অথবা—

তিনি আপনাকে আপনি জগৎরূপে বিস্তার করিয়া সমস্ত সৃষ্টিতে আপনি ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন ; তিনি নানা যুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মারূপে জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, বিষ্ণুরূপে পালন করিতেছেন এবং শিবরূপে সৃষ্ট জগৎ উঠাইয়া লইতেছেন, লয় করিতেছেন।

কিন্তু স্বয়ং তিনি অবিনাশী, তাঁহার নাশ নাই ; তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া আছেন।

তিনি অলখ, তাঁহার ভেদ অবগত হওয়া যায় না, তিনি প্রতাপশালী পুরুষ অর্থাৎ তিনি জীব শরীরে বা চরাচর বিশ্বে আসীন

অদ্বিতীয় পরমেশ্বর। হে নানক! তিনি আপনি যাহাকে জপায়েন সেই তাঁহার নাম জপ করে।

টীকা ঃ—জুগতি=যুক্তি, উপায়, বিচার বা কৌশল। থাপি=স্থাপনা করিয়া। উথাপি=নাশ করেন, উঠাইয়া লয়েন। অভের=যাহার তত্ত্ব বা রহস্য জানা যায় না। পুরখ=প্রথম খণ্ড ৭ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৭)

জিন প্রভ জাতা স্থ (সো) সোভাৱংত ॥
সগল সংসারু উধরৈ তিন মংত ॥

প্রভ কৈ সেৱক সগল উধারন ॥
প্রভ কৈ সেৱক দূখ বিসারন ॥

আপে মেলি লএ কিরপাল ॥
গুর কা সবদু জপি ভএ নিহল ॥

উনকী সেৱা সোঈ লাগৈ ॥
জিস নো ক্রিপা করহি বড়ভাগৈ ॥

নামু জপত পাৱহি বিস্রামু ॥
নানক তিন পুরখু কউ উতম করি মানু ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ

৭। যাঁহারা প্রভুকে জানিয়াছেন তাঁহারা শোভাবন্ত, সমস্ত সংসার তাঁহাদের উপদেশরূপ মন্ত্রে উদ্ধার হইয়া যায়।

প্রভুর সেবক সমস্ত জীবের উদ্ধারের যোগ্য; প্রভুর সেবক (সকল জীবের) দুঃখ দূরীকরণে সমর্থ।

কৃপালু প্রভু (সেবক) যাহাকে আপনার সহিত মিলিত করায়েন সে গুরুমন্ত্র জপ করিয়া কৃতকৃত্য, সফলকাম হয়।

যাঁহারা প্রভুকে জানিয়াছেন এমন সেবকের সেবায় অর্থাৎ ঈশ্বর-জানিত পুরুষের সেবায়—সেই বহু ভাগ্যবান জনই নিযুক্ত হয় যাহাদিগকে প্রভু কৃপা করেন।

যাঁহারা নাম জপ করিয়া বিশ্রাম পাইয়াছেন, অর্থাৎ নাম জপ করিয়া যাঁহাদের আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি হইয়াছে হে নানক! সেই পুরুষদিগকে উত্তম বলিয়া জানিবে।

(৮)

জো কিছু করৈ সু প্রভ কৈ রংগি ॥
সদা সদা বসৈ হরি সংগি ॥

সহজ সুভাই হোবৈ সো হোই ॥
করণৈ হারু পছাণৈ সোই ॥

প্রভ কা কীআ জন মীঠ লগানা ॥
জৈসা সা তৈসা দ্রিসটানা ॥

জিস তে উপজে তিসু মাহি সমাএ ॥
ওই সুখ নিধান উনহু বনি আএ ॥

আপস কউ আপি দীনো মানু ॥
নানক প্রভ জনু একো জানু ॥৮॥১৪॥

বঙ্গানুবাদ

হরিভক্ত সদা সর্ব্বদা শ্রীহরির সহিত একত্র বাস করেন, একারণ তাহারা যাহা কিছু করেন তাহা প্রভুরই প্রেমে মত্ত হইয়া করেন।

সহজ স্বাভাবিক ভাবে যাহা হইবার তাহাই হয়, অর্থাৎ কর্ম্ম-জনিত চেষ্টা বা উৎকণ্ঠা তাহাদের নাই কারণ, তাঁহারা জানেন ঈশ্বরই একমাত্র কর্ত্তা (অতএব স্বাভাবিক ভাবে যাহা কিছু হইয়া থাকে তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই ঘটিয়া থাকে)।

প্রভুর কর্ম্ম ভক্তের মিষ্ট লাগে ; কারণ প্রভু যেমন (সর্ব্বব্যাপক) তাহারা তাঁহাকে তেমনই দেখেন।

যে প্রভু হইতে তাঁহারা উৎপন্ন হইয়াছেন সেই প্রভুতেই তাঁহারা সমাহিত অর্থাৎ লীন হইয়া আছেন। সেই সুখ-নিধান প্রভুই ভক্ত বনিয়াছেন (পঞ্চগ্রন্থী)।

তিনি আপনাকে আপনি মান দিয়াছেন (অতএব) হে নানক। প্রভু এবং তাঁহার ভক্তকে এক বলিয়া জানিবে।

সলোকু (শ্লোক)

সরব কলা ভরপূর প্রভ বিরথা জানন হার ॥
জা কৈ সিমরনি উধরীঐ নানক তিসু বলিহারু ॥১॥

বঙ্গানুবাদ

১। সর্ব্বশক্তি পূর্ণ প্রভু সকল জীবের হৃদয়ের ব্যথা (বা বৃত্তান্ত) জানেন। যাঁহাকে স্মরণ করিলে ইহ সংসার হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, নানক তাঁহার বলিহারী যায়।

অষ্টপদী ১৫

টুটী গাঢন হার গোপাল ॥
সরব জীআ আপে প্রতিপাল ॥

সগল কী চিংতা জিসু মন মাহি ॥
তিস তে বিরথা কোঈ নাহি ॥

রে মন মেরে সদা হরি জাপি ॥
অবিনাসী প্রভু আপে আপি ॥

আপন কীআ কছু ন হোই ॥
জে সউ প্রানী লোচৈ কোই ॥

তিসু বিনু নাহী তেরৈ কিছু কাম ॥
গতি নানক জপি এক হরি নাম ॥১॥

বঙ্গানুবাদ

১। ভাঙ্গা জোড়া দিবার (জীবাত্মাকে আপনার সহিত মিলিত করিবার) মালিক গোপাল ; সর্ব্ব জীবের তিনি আপনি প্রতিপালক।

সকল জীবের (ভরণ পোষণের) চিন্তা যাঁহার মনের মধ্যে রহিয়াছে, কেহই তাঁহার নিকট হইতে (বিরথা) নিষ্ফল যায় না।

হে আমার মন ! সর্ব্বদা হরিনাম জপ কর, সেই অবিনাশী প্রভু আপনিই সব।

আপন চেষ্টায় কিছুই হইবার নয় যদিও মানুষ শতবার চেষ্টা করে।

হে জীব, তাঁহাকে (স্মরণ) বিনা তোমার অন্য কর্ম্ম কিছুই নাই। হে নানক ! এক হরিনাম করিলেই গতি হয়।

টীকা :—টুটী=ভাঙ্গা। গাঢন হার=গড়িবার কর্ত্তা। বিরথা=খালি। আপন কীআ=নিজকৃত বা স্বীয় চেষ্টায়। সউ=শত। লোচৈ=চায় ; ইচ্ছা করে।

(২)

রূপৰংতু হোই নাহী মোহৈ ॥
প্রভ কী জোতি সগলি ঘট সোহৈ ॥

ধনৰংতা হোই কিআ কৈ গরবৈ ॥
জা সভু কিছু তিসকা দীআ দরবৈ ॥

অতি সূরা জো কউ কহাবৈ ॥
প্রভ কী কলা বিনা কহ ধাবৈ ॥

জে কো হোই বহৈ দাতারু ॥
তিস দেনু হারু জানৈ গাবারু ॥

জিসু গুর প্রসাদি তূটৈ হউ রোগু ॥
নানক সো জনু সদা অরোগু ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ

২। রূপবান হইয়া কেহই প্রভুকে মোহিত করিতে পারে না (অথবা রূপবান হইয়া জীব যেন অভিমান না করে) ; কারণ সমস্ত ঘটে (জীব শরীরে) প্রভুরই জ্যোতি শোভা পাইতেছে।

ধনবান হইয়াই বা কে কি গর্ব্ব করিবে ? যখন সব কিছু (ধন) তাঁহারই দত্ত দ্রব্য।

যে কেহ আপনাকে অতি বলবান বলে, সে কি প্রভুর শক্তি বিনা ধাবিত হইতে পারে ?

যদি কেহ দাতা হইয়া বসে, তাহা হইলে দানের কর্ত্তা ভগবান তাহাকে মুর্খ বলিয়া মনে করেন।

গুরু কৃপায় যাহার 'অহং' রোগ নাশ হইয়াছে হে নানক ! সে জন সর্ব্বদা নিরোগী।

(৩)

জিউ মংদর কউ থামৈ থংমনু ॥
তিউ গুর কা সবদু মনহি অসথংমনু ॥

জিউ পাখাণু নাৱ চড়ি তরৈ ॥
প্রাণী গুর চরণ লগতু নিসতরৈ ॥

জিউ অংধকার দীপক পরগাসু ॥
গুর দরসনু দেখি মনি হোই বিগাসু ॥

জিউ মহা উদিআন মহি মারগু পাৱৈ ॥
তিউ সাধূ সংগি মিলি জোতি প্রগটাৱৈ ॥

তিন সংতন কী বাছউ ধূরি ॥
নানক কী হরি লোচা পূরি ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ

থাম, স্তম্ভ বা খুঁটি যেমন গৃহকে খাড়া করিয়া রাখে, তেমনই গুরু প্রদত্ত মন্ত্র (বা উপদেশ) মনের আশ্রয়রূপ স্তম্ভ।

যেমন পাথর নৌকায় চড়িয়া (নদী) পার হইয়া যায় সেই প্রকার মানুষও গুরুচরণ আশ্রয় করিয়া (সংসার সমুদ্র) তরিয়া যায়।

যেমন অন্ধকারে দীপ প্রকাশ করিয়া দেয় তেমন গুরুকে নেত্রদ্বারা দর্শন করিয়া (আনন্দময় জ্ঞানেয় জ্যোতি প্রকাশে) মন বিকশিত অর্থাৎ পুলকিত হয়।

যেমন (পথ প্রদর্শক মিলিলে) মহা অরণ্যের মাঝেও পথ পাওয়া যায় সেইরূপ সাধু সঙ্গে মিলিত হইলে (জ্ঞানের) জ্যোতি প্রকাশিত হয়।

আমি সেই সন্তের চরণধূলি মাগিতেছি। হে হরি! নানকের ইচ্ছা পূর্ণ কর।

টীকা :— থংমন=থাম, স্তম্ভ, খুঁটি। থামৈ=রক্ষা করে, স্থিত রাখে। অসথংমন=আশ্রয়, স্তম্ভ, থাম। নাৱ=নৌকা। লগতু=লগ্ন হইয়া। মনি=মনের মধ্যে। উদিআন=উদ্যান, বন, অরণ্য; মহা উদিআন=গভীর অরণ্য। লোচা=ইচ্ছা, বাসনা। পূরি=পূর্ণ কর।

(৪)

মন মূরখ কাহে বিললাঈঐ ॥
পূরব লিখে কা লিখিআ পাঈঐ ॥

দূখ সূখ প্রভ দেৱন হারু ॥
অৱর তিআগি তূ তিসহি চিতারু ॥

জো কছু করৈ সোঈ সুখু মানু ॥
ভূলা কাহে ফিরহি অজানু ॥

কউন বসতু আঈ তেরৈ সংগ ॥
লপটি রহিও রসি লোভী পতংগ ॥

রাম নাম জপি হিরদৈ মাহি ॥
নানক পতি সেতী ঘরি জাহি ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ

৪। হে মূর্খ মন! কি জন্য রোদন করিতেছ? তুমি পূর্ব্ব জন্মের (লিখিত) কর্ম্মফল এখন ভোগ করিতেছ।

প্রভুই দুঃখ ও সুখ দিবার মালিক। (দেখ!) অন্য সমস্ত (আশা) ত্যাগ করিয়া কেবল তাহাকেই তুমি চিন্তা কর।

হে অজ্ঞান! কেন তুমি ভ্রমে ভুলিয়া ফিরিতেছ? যাহা কিছু তিনি করেন (যাহা করিতে হইবে, কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে) তাহাই সুখ বলিয়া মান।

কোন্ বস্তু তোমার সঙ্গে আসিয়াছে যে লোভী পতঙ্গের ন্যায় তুমি বিষয় রসে লপটাইয়া রহিয়াছ?

অতএব, হৃদয় মধ্যে রাম নাম জপ কর।

হে নানক! (তাহা হইলে) তুমি ইজ্জতের সহিত, সসম্মানে পরলোকরূপ গৃহে যাইবে।

টীকা :—কউন বসতু আঈ তেরৈ সংগ ॥
লপটি রহিও রসি লোভী পতংগ ॥

দ্বিতীয়ার্থ ঃ—হে লোভী পতঙ্গ (মন)! (যে বিষয়রূপ) রসের মধ্যে তুমি লিপ্ত হইয়া রহিয়াছ (উহার মধ্যে) কোন্ বস্তু তোমার সঙ্গে আসিয়াছে? কাহে=কেন? বিললাঈঐ=বিলাপ করিতেছ। পূরব=পূর্ব্ব জন্মের। লিখেকা=কর্ম্মের। লিখিআ=লেখা, এখানে কর্ম্ম ফল। অজান=অজ্ঞান। পতি সেতী=ইজ্জতের সহিত, সম্মানের সহিত।

(৫)

জিসু ৰখর কউ লৈনি তূঁ আইআ ॥
রাম নাম সংতন ঘরি পাইআ ॥

তজি অভিমানু লেহু মন মোলি ॥
রাম নামু হিরদৈ মহি তোলি ॥

লাদি খেপ সংতহ সংগি চালু ॥
অবর তিআগি বিখিআ জংজালু ॥

ধংনি ধংনি কহৈ সভু কোই ॥
মুখ ঊজল হরি দরগহ সোই ॥
ইহু ৱাপারু ৱিরলা ৱাপারৈ ॥
নানক তা কৈ সদ বলিহারৈ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ

৫। হে ভাই! যে সওদা খরিদ করিয়া লইতে তুমি এই জগতে আসিয়াছ, সেই রাম নাম,—সন্তের ঘরে পাওয়া যায়।

অভিমান ত্যাগ করিয়া মনরূপ মূল্য দ্বারা রাম নাম (কিনিয়া) লও এবং পুনরায় তাহা হৃদয়ের মধ্যে বিচার কর।

সন্ত সঙ্গে (রাম নামের) খেপ (সওদা) বোঝাই করিয়া চল এবং অপর সমস্ত বিষয়-জঞ্জাল ছাড়।

তাহা হইলে সকলে তোমাকে ধন্য ধন্য করিবে এবং শ্রীহরির দরবারে তোমার মুখ উজ্জ্বল হইবে।

কিন্তু, হরিনামের এই ব্যাপার (কারবার) অতি বিরল জনই করে। গুরুজী নানক কহিতেছেন—আমি তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা বলিহারি যাই।

টীকা ঃ—ৱখর=সওদা। লেহ মন মোলি—হে মন! কিনিয়া লও বা মনরূপ মূল্য দ্বারা লও। হিরদৈ মহি=হৃদয়ের মধ্যে। তোলি=তৌল কর, ওজন কর, বা বিচার কর। লাদি=বোঝাই করিয়া। খেপ=বোঝ, বোঝা। ৱাপার=কারবার। ৱাপারৈ=কারবার করে।

(৬)

চরন সাধকে ধোই ধোই পীউ ॥
অরপি সাধ কউ অপনা জীউ ॥

সাধ কী ধূরি করহু ইসনানু ॥
সাধ ঊপরি জাঈঐ কুরবানু ॥

সাধ সেৱা বড়ভাগী পাঈঐ ॥
সাধ সংগি হরি কীরতনু গাঈঐ ॥

অনিক বিঘন তে সাধূ রাখৈ ॥
হরিগুন গাই অংম্রিত রসু চাখৈ ॥

ওট গহী সংতহ দরি আইআ ॥
সরব সূখ নানক তিহ পাইআ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ

৬। সাধুর চরণ মলিয়া মলিয়া ধুইয়া (সেই জল) পান কর। এবং সাধুকে আপনার জীবন অর্পণ কর।

সাধুর চরণ ধূলিতে স্নান কর এবং সাধুর নিকটে আপনাকে বলিদান কর।

বহু ভাগ্যে সাধু সেবা পাওয়া যায়। সাধু সঙ্গে হরি গুণকীর্ত্তন গান হয়।

অনেক বিঘ্ন হইতে সাধু রক্ষা করেন। সাধুর কৃপায় জীব হরিগুণ গানরূপ অমৃত রস আস্বাদন করে।

যে সন্তের দুয়ারে আসিয়া সন্তের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, হে নানক! সে সকল সুখ প্রাপ্ত হইয়াছে।

টীকা ঃ— কুরবানু=বলিস্বরূপ অর্পণ, বলি যাওয়া।

(৭)

মিরতক কউ জীৱালন হার ॥
ভুখে কউ দেৱত আধার ॥

সরব নিধান জাকী দ্রিসটী মাহি ॥
পূরব লিখে কা লহণা পাহি ॥

সভু কিছু তিসকা ওহু করনৈ জোগু ॥
তিস্থ বিনু দূসর হোআ ন হোগু ॥

জপি জন সদা সদা দিন রৈণী ॥
সভতে ঊচ নিরমল ইহ করণী ॥

করি কিরপা জিস কউ নামু দীআ ॥
নানক সো জনু নিরমলু থীআ ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ

৭। যিনি (প্রভু) মৃতকে জীবদান এবং ক্ষুধার্ত্তকে ভোজন প্রভৃতি আধার দিতেছেন ;

সর্ব্ব সম্পত্তির ভাণ্ডার যাঁহার দৃষ্টির অন্তর্গত, তাঁহারই হুকুম অনুসারে জীব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল ভোগ করে।

সকল বস্তুই তাঁহার, তিনি সব কিছু করণে সমর্থ। তাঁহাকে বিনা অন্য দ্বিতীয় কিছু হয় নাই এবং হইবেও না।

হে জীব (মন)! সদা সর্ব্বদা—দিন রাত তাঁহাকে জপ কর। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ এবং নির্ম্মল ভক্তি।

কৃপা করিয়া সদ্‌গুরু যাহাকে নাম দিয়াছেন, হে নানক সেজন পরম পবিত্র হইয়াছে।

টীকা :—লহণা=ফল, এখানে কর্ম্মফল। রৈণী=রাত্র। করণী=কর্ম্ম, আচরণ বা ভক্তি।

(৮)

জাকৈ মনি গুর কী পরতীতি ॥
তিস্থ জন আবৈ হরি প্রভু চীতি ॥

ভগতু ভগতু সুনীঐ তিহু লোই ॥
জাকৈ হিরদৈ একো হোই ॥

সচু করণী সচু তাকী রহিত ॥
সচু হিরদৈ সতি মুখি কহত ॥

সাচী দ্রিসটি সাচা আকারু ॥
সচু বরতৈ সাচা পাসারু ॥

পারব্রহমু জিনি সচু করি জাতা ॥
নানক সো জনু সচি সমাতা ॥ ৮ ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ

৮। যাঁহার মনে গুরুর প্রতি বিশ্বাস জন্মিয়াছে সেই জনেরই (চিত্তে) হরি-স্মৃতি হয়।

ত্রিলোকে (জগতে) 'ভক্ত' 'ভক্ত' বলিয়া তাঁহারই নাম শুনা যায়, যাঁহার হৃদয়ে এক (পরমেশ্বর) বর্ত্তমান।

সত্য তাঁহার কার্য্যকলাপ, সত্য তাঁহার রীতি, আচার-ব্যবহার ; হৃদয়ে তাহার সত্য, এবং মুখেও তিনি সত্য বলেন।

তাঁহার দৃষ্টি সত্য, তাঁহার নিকটে আকার, সৃষ্ট শরীরি জীবও সত্য অর্থাৎ সর্ব্বত্রই তিনি ব্রহ্মরূপ দর্শন করেন ; (সচ) সত্য স্বরূপ পরমেশ্বর সকলের মধ্যে বর্ত্তমান একারণে তিনি জানেন, ভগবানের পসরা, এই বিস্তৃত সমুদয় জগৎও সত্য।

যিনি পরব্রহ্মকে সত্য স্বরূপ বলিয়া জানিয়াছেন হে নানক! সে জন সত্য-স্বরূপেই সমাহিত হয়েন।

টীকা — তিহু লোই = তিন লোক, ত্রিভুবন অর্থাৎ জগৎ। করণী = কার্য্য। রহিত = রীতি, আচার ব্যবহার ; পাঠান্তরে 'রহত' = রহন। আকারু — আকার, শরীর, বা দৃশ্যমান জগৎ। বরতৈ = বর্ত্তমান, মৌজুদ। পাসারু (পসারা) = পসরা জগৎ-বিস্তার, লীলা।

সলোকু (শ্লোক)

রূপ ন রেখ ন রংগু কিছু ত্রিহু গুণ তে প্রভ ভিংন ॥
তিসহি বুঝাএ নানকা জিসু হোবৈ সুপ্রসংন ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ

১। তাঁহার পাঞ্চ ভৌতিক কোন রূপ নাই, রেখা নাই, কোন রংও নাই, (যে হেতু) প্রভু ত্রিগুণ হইতে ভিন্ন, ত্রিগুণের অতীত। হে নানক! তিনি আপনার স্বরূপ তাহাকেই বুঝাইয়া দেন যাহার প্রতি তিনি সুপ্রসন্ন হয়েন।

টীকা :—রূপ ন রেখ ন রংগু = যাহার স্থূল রূপ নাই, ধ্বজা বস্ত্র প্রভৃতি রেখা (চিহ্ন) নাই, এবং শ্যাম, পীত প্রভৃতি বর্ণও নাই।

অষ্টপদী ১৬

অবিনাসী প্রভু মন মহি রাখু ॥
মানুখ কী তূঁ প্রীতি তিআগু ॥

তিসতে পরৈ নাহী কিছু কোই ॥
সরব নিরংতরি একো সোই ॥

আপে বীনা আপে দানা ॥
গহির গংভীরু গহীরু সুজানা ॥

পারব্রহম পরমেস্বর গোবিংদ ॥
ক্রিপা নিধান দইআল বখসিংদ ॥

সাধ তেরে কী চরনী পাউ ॥
নানক কৈ মনি ইহু অনরাউ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ

১। হে ভাই! তুমি অবিনাশী প্রভুকে মনের মধ্যে রাখ এবং মানুষের প্রীতি, ভালবাসা ত্যাগ কর।

তাঁহার বাহিরে (অর্থাৎ তাঁহা হইতে পৃথক) না আছে কোন জীব, না আছে কোন বস্তু। সকলের মধ্যে নিরন্তর এক (রস) তিনি বিদ্যমান।

(ঐ সমস্ত) জীবকে তিনি দেখেন, (তাহাদের) সব কিছু তিনি জানেন। তিনি গভীর, গম্ভীর, তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সুচতুর।

হে পরব্রহ্ম! হে পরমেশ্বর! হে গোবিন্দ! হে কৃপা নিধান! দয়ালু! হে ক্ষমাশীল প্রভো! নানক মনের ইহাই অনুরাগ (প্রেম), 'আমি যেন তোমার সাধুর চরণ প্রাপ্ত হই'।

(২)

মনসা পূরন সরনা জোগু ॥
জো করি পাইআ সোঈ হোগু ॥

হরন ভরন জাকা নেত্র ফোরু ॥
তিস কা মংত্র ন জানৈ হোরু ॥

অনদ রূপ মংগল সদ জাকৈ ॥
সরব থোক সুনীঅহি ঘরি তাকৈ ॥

রাজ মহি রাজা জোগ মহি জোগী ॥
তপ মহি তপীসরু গ্রিহসত মহি ভোগী ॥

ধিআই ধিআই ভগতহ সুখু পাইআ ॥
নানক তিসু পুরখ কা কিনৈ অংতু ন পাইআ ॥২॥

বঙ্গানুবাদ

২। (প্রভু) ভক্তের মনস্কামনা পুরণকারী, তিনি শরণ্য। তিনি জীবের হাতে (অদৃষ্টে) যাহা (লিখিয়া) দেন তাহাই হয়।

যাঁহার চোখের পলকে (জগতের) সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় হয়, তাঁহার মন্ত্র অর্থাৎ যুক্তি বা গুহ্য অভিপ্রায় (তিনি ভিন্ন) অপর কেহ জানে না।

যাঁহার সর্ব্বদা আনন্দ এবং মঙ্গল রূপ ; শুনিয়াছি, সকল পদার্থই তাঁহার ঘরে।

তিনি রাজ্য মধ্যে রাজা, যোগের মধ্যে যোগী, তপস্যার মধ্যে তপস্বী, গৃহস্থের মধ্যে তিনি ভোগী অর্থাৎ গৃহী।

তাঁহাকে ধ্যান অর্থাৎ স্মরণ করিয়া করিয়া ভক্তজন সুখ পায়েন ; পরন্তু হে নানক! সেই অন্তবিহীন পুরুষের অন্ত কেহই পায় নাই।

টীকা ঃ—হরণ=নাশ করা, লয়। ভরন=পালন করা। নেত্র ফোরু= নিমেষ মাত্র, চোখের পলকে। (সালাহ)=পরামর্শ, রায়, যুক্তি। রাজ=রাজ্য। তপীসরু=যে তপস্যা করে, তপস্বী।

(৩)

জাকী লীলা কী মিতি নাহি ॥
সগল দেৱ হারে অৱগাহি ॥

পিতা কা জনমু কি জানৈ পূতু ॥
সগল পরোঈ অপুনৈ সূতি ॥

সুমতি গিআনু ধিআনু জিন দেই ॥
জন দাস নামু ধিআৱহি সেই ॥

তিহু গুণ মহি জাকউ ভরমাএ ॥
জনমি মরৈ ফিরি আৱৈ জাএ ॥

ঊচ নীচ তিস কে অসথান ॥
জৈসা জনাৱৈ তৈসা নানক জান ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ

৩। যাঁহার লীলার (প্রাপ্তি বিষয়ে) সীমার অন্ত নাই, সমস্ত দেবতাগণ তাহাতে অবগাহন (বিচার) করিয়া হার মানিয়াছেন অর্থাৎ পরাভূত হইয়াছেন।

পিতার জন্ম (কথা) পুত্র কি জানে ? তিনি সকল সৃষ্টি আপনার (মায়া) সূত্রে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন।

তিনি যাহাদিগকে জ্ঞান, ধ্যান প্রভৃতি-শুভবুদ্ধি দেন তাহারাই (সেই সেবক জনই) শ্রীহরির দাস হইয়া তাঁহার নাম ধ্যান করে।

আর যাহাকে তিনি ত্রিগুণের মধ্যে ফেলিয়া ভ্রমণ করায়েন, সে কেবল জন্মে এবং মরে, পুনঃ পুনঃ আসা-যাওয়া করে।

উচ্চ নীচ সকল স্থানই তাঁহার। হে নানক! যেমন (রূপ) তিনি জানায়েন, তেমনই তাঁহাকে জান।

টীকা :—মিতি=মান, মর্য্যাদা, পরিমাপ, সীমা, অবধি, অন্ত। অৱগাহি= অবগাহন করিয়া, ডুব দিয়া বা বিচার করিয়া লীলা সমুদ্রের তল পাওয়া। ভরমাত্র=ভ্রমণ করায়েন।

(৪)

নানা রূপ নানা জাকে রংগু ॥
নানা ভেখ করহি ইক রংগ ॥

নানা বিধি কিনো বিসথারু ॥
প্রভু অবিনাসী একংকারু ॥

নানা চলিত করে খিন মাহি ॥
পূরি রহিও পূরন্নু সভ ঠাই ॥

নানা বিধি করি বনত বনাঈ ॥
অপনী কীমতি আপে পাঈ ॥

সভ ঘট তিস কে সভ তিসকে ঠাউ ॥
জপি জপি জীবৈ নানক হরি নাউ ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ

৪। যাঁহার নানা প্রকার রূপ, নানা প্রকার রং; যিনি নানা প্রকার বেশ ধারণ করিয়া এক রং;

যিনি অনেক বিধি (নির্ম্মাণ করিয়া) সৃষ্টি বিস্তার করিয়াছেন সেই নাশ রহিত, অবিনাশী প্রভু একংকার, একই রূপে অবস্থান করিতেছেন।

যিনি ক্ষণমাত্রে নানাপ্রকার লীলা-চরিত্র (প্রকাশ) করেন সেই পূর্ণ পুরুষ সর্ব্বত্র পূর্ণ, ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন।

যিনি নানাবিধভাবে এই সংসার-রচনা সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি আপনার মূল্য আপনিই জানেন।

সমস্ত ঘটই তাঁহার এবং সমস্ত স্থানই তাঁহার; নানক, হরিনাম জপ করিয়া বাঁচিয়া আছে।

টীকা ঃ—চলিত=চরিত্র, লীলা, কৌতুক, তামাসা। বনত=সৃষ্টি। বনাঈ=রচনা করা। কীমতি=মূল্য বা মহিমা।

(৫)

নাম কে ধারে সগলে জংত ॥
নাম কে ধারে খংড ব্রহমংড ॥

নাম কে ধারে সিম্রিতি বেদ পুরান ॥
নাম কে ধারে সুনন গিআন ধিআন ॥

নাম কে ধারে আগাস পাতাল ॥
নাম কে ধারে সগল আকার ॥

নাম কে ধারে পুরীআ সভ ভৱন ॥
নাম কৈ সংগি উধরে সুনি স্রৱন ॥

করি কিরপা জিসু আপনৈ নামি লাএ ॥
নানক চউথে পদ মহি সো জনু গতি পাএ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ

নাম-মাহাত্ম্য কথন—

৫। সমস্ত জীব নামের আশ্রিত ; জগৎ এবং ব্রহ্মাণ্ড নামের আশ্রিত।

স্মৃতিশাস্ত্র, বেদ, পুরাণ নামের আশ্রিত ; জ্ঞান, ধ্যান এবং শ্রবণ নামের আশ্রিত।

আকাশ এবং পাতাল নামের আশ্রিত ; সমস্ত আকার (শরীর বা জগৎ) নামের আশ্রিত।

সমস্ত পুরী এবং ভবন (ত্রিভুবন এবং চতুর্দ্দশ লোক) নামের আশ্রিত। নামের সঙ্গ করিয়া জীব উদ্ধার হয়, (সেই নাম) কর্ণে শ্রবণ কর। অথবা—নাম কর্ণে শ্রবণ করিয়া, 'নামের' সাহায্যে উদ্ধার পাওয়া যায়।

(প্রভু) কৃপা করিয়া যাহাকে আপন নামে যুক্ত করিয়াছেন হে নানক ! তিনি চতুর্থ তুরীয় পদে স্থিতি লাভ করেন।

টীকা ঃ— 'নাম' সাহিব সিং অকাল পুরুষ বা 'তাঁহার নাম' এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। খণ্ড=এই পৃথিবী নবখণ্ডে বিভক্ত ধরা হইয়াছে সুতরাং খণ্ড= মহাদেশ মণ্ডল, সহস্র ভূমণ্ডল বা নবখণ্ড পৃথিবী অর্থাৎ জগৎ।

(৬)

রূপু সতি জাকা সতি অসথানু ॥
পুরখু সতি কেবল পরধানু ॥

করতূতি সতি সতি জাকী বাণী ॥
সতি পুরখ সভ মাহি সমাণী ॥

সতি করমু জাকী রচনা সতি ॥
মূলু সতি সতি উতপতি ॥

সতি করণী নিরমল নিরমলী ॥
জিসহি বুঝাএ তিসহি সভ ভলী ॥

সতি নামু প্রভ কা সুখদাঈ ॥
বিস্বাসু সতি নানক গুর তে পাঈ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ

[পরমেশ্বরের স্বরূপ ; তুরীয় পদে 'স্থিতি লাভ করিয়া যেমন দর্শন হয়] পঞ্চগ্রন্থী—

৬। যাঁহার রূপ* সৎ এবং স্থান ও সৎ, সেই সৎ পুরুষ কেবল, একমাত্র এবং প্রধান।

কার্য্য যাঁহার সৎ এবং বাণীও যাঁহার সৎ সেই সৎ পুরুষ সর্ব্বত্র সমাহিত।

কর্ম্ম যাঁহার সৎ এবং রচনা যাঁহার সৎ তাঁহার মূলও সৎ, উৎপত্তিও সৎ।

তাহার ক্রিয়া সৎ, নির্ম্মল হইতেও নির্ম্মল। যাঁহাকে তিনি বুঝায়েন, তাঁহার সবই ভাল।

প্রভুর 'সৎ নাম' সুখদায়ী। পরন্তু হে নানক! এই সৎ নামে সত্য বিশ্বাস একমাত্র গুরুর নিকটে পাওয়া যায়।

টীকা ঃ—*তাঁহার (সেই শ্রীহরির) রূপ অর্থাৎ রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারে তেজময় (নিত্য) দেহ, যাহা পঞ্চভূতাত্মক নহে তাহা সৎ। সেই রূপ তাঁহার স্থান অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাদি ধাম নিত্য অর্থাৎ সৎ।

কেবল=১। একমাত্র, একেলা; ২। শুদ্ধ, পবিত্র; ৩। উৎকৃষ্ট, উত্তম শ্রেষ্ঠ।

করতূতি, ও করনী এই উভয় শব্দের অর্থ এক=কার্য্য, কর্ম্ম, কর্ত্তব্য। কারণ রূপ মূল এবং কার্যরূপ উৎপত্তি সকলই সৎ।

(৭)

সতি বচন সাধূ উপদেস ॥
সতি তে জন জাকৈ রিদৈ প্রবেস ॥

সতি নিরতি বূঝৈ জে কোই ॥
নাম জপত তাকী গতি হোই ॥

আপি সতি কীআ সভু সতি ॥
আপে জানৈ অপনী মিতি গতি ॥

জিসকী স্রিসটি সু করণৈ হারু ॥
অৱর ন বূঝি করত বীচারু ॥

করতে কী মিতি ন জানৈ কীআ ॥
নানক জো তিসু ভাৱৈ সো ৱরতীআ ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ

পরমেশ্বরের স্বরূপ, তুরীয় পদে স্থিতি লাভ করিয়া যেমন দর্শন হয়—

৭। সাধুর উপদেশরূপ বচন সৎ; সেই বচন যাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ (অর্থাৎ স্থিতি লাভ) করে তাহারাও সৎ।

যদি কেহ এই সত্য—নির্ণয় (সিদ্ধান্ত) বুঝিতে পারে (তবে) সে নাম জপ করিয়া করিয়া মুক্ত হইয়া যায়।

তিনি আপনি সৎ, তাঁহার কৃত জগৎও সৎ, তিনি আপনার গতি অর্থাৎ প্রাপ্তি বিষয়ে (মিতি) সীমা আপনিই জানেন।

যাঁহার এই সৃষ্টি অর্থাৎ যাঁহা কর্তৃক এই সৃষ্টি রচিত হইয়াছে তিনি কর্তা পুরুষ, তিনি অপর কাহাকেও পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া (কিছু) করেন না।

সৃষ্ট জীব কর্তার অন্ত জানে না; হে নানক! তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই হয়।

টীকা :—"অৱর ন বুঝি করত বীচার"= ১। অধম জন না বুঝিয়া বিচার করে ২। তিনি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া বিচার করেন না (ফরিদ-কোট) ৩। বিচার করিলেও, অপর কেহ তাহা বুঝিতে সক্ষম হয় না (পঞ্চগ্রন্থী) ৪। তিনি কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করেন না (ম্যাকলিফ) ৫। অপর কাহাকেও এই জগতের রক্ষাকর্তা ভাবিও না (সাহিব সিং)। ভাৱৈ= ভাল লাগে। ৱরতীআ=হয়।

(৮)

বিসমন বিসম ভএ বিসমাদ ॥
জিন বুঝিআ তিসু আইআ স্বাদ ॥

প্রভ কৈ রংগি রাচি জন রহে ॥
গুরকৈ বচনি পদারথ লহে ॥

ওই দাতে দুখ কাটন হার ॥
জাকৈ সংগি তরৈ সংসার ॥

জন কা সেৱক সো ৱড় ভাগী ॥
জনকৈ সংগি এক লিৱ লাগী ॥

গুন গোবিংদ কীরতনু জনু গাৱৈ ॥
গুর প্রসাদি নানক ফলু পাৱৈ ॥ ৮ ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ

৮। ভগবানের রূপ অথবা লীলা দর্শন করিয়া (সাধারণ জীব) বিস্ময়ে বিষম (অতীব) আশ্চর্য্যান্বিত হয়। কিন্তু যাহারা স্বাদ পাইয়াছেন তাহারাই (ইহার ভেদ) বুঝিয়াছেন।

ভক্ত জন প্রভুর প্রেমে মজিয়া থাকেন। তাঁহারা গুরুর উপদেশে (এই জ্ঞানরূপ) পদার্থ পাইয়াছেন।

ঐসব (সন্ত) দাতা এবং দুঃখ কাটিতে সমর্থ, ইঁহাদের সঙ্গ করিয়া (বহু জীব) সংসার তরিয়া যায়।

যাঁহারা এই সকল সন্ত জনের সেবক তাঁহারা বহু ভাগ্যবান হন; কারণ, সন্ত সঙ্গে তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি এক পরমেশ্বরে নিবিষ্ট ভাবে লাগিয়া থাকে।

সেবক যাঁহারা গোবিন্দের গুণ কীর্ত্তন করেন, হে নানক! গুরু কৃপায় তাঁহারা (জ্ঞানরূপ) ফল প্রাপ্ত হয়েন।

টীকা :—প্রথম পংক্তির দ্বিতীয় অর্থ,—"যাহাদের বিষয় বাসনা যুক্ত মন ছিল, তাহা যখন আত্মায় (বিসম) স্থিত হইল তখন (বিসমাদ) আশ্চর্য্যরূপ ব্রহ্ম হইয়া গেল।" ফরিদকোট

সলোকু (শ্লোক)

আদি সচু যুগাদি সচু ॥
হৈ ভি সচু নানক হোসী ভি সচু ॥১॥

বঙ্গানুবাদ

১। (পরমেশ্বর) আদিতে সত্য ছিলেন, যুগের আদিতে সত্য ছিলেন,বর্ত্তমান্ কালেও সত্য রহিয়াছেন, নানক কহিতেছে, ভবিষ্যতেও তিনি সত্য থাকিবেন।

অষ্টপদী ১৭

চরন সতি সতি পরসন হারু ॥
পূজা সতি সতি সেবদার ॥

দরসনু সতি সতি পেখন হারু ॥
নাম সতি সতি ধিআবন হারু ॥

আপি সতি সতি সভ ধারী ॥
আপে গুণ আপে গুণ কারী ॥

সবদু সতি সতি প্রভু বকতা ॥
সুরতি সতি সতি জসু সুনতা ॥

বূঝন হার কউ সতি সভ হোই ॥
নানক সতি সতি প্রভু সোই ॥১॥

বঙ্গানুবাদ

১। তাঁহার চরণ সৎ; চরণ স্পর্শকারী (অর্থাৎ যাহার প্রতি তিনি প্রসন্ন হন তিনি) সৎ। তাঁহার পূজা সৎ; পূজারীও সৎ।

তাঁহার দর্শন সৎ, দর্শকও সৎ। নাম সৎ, নামের ধ্যানকারীও সৎ।

তিনি আপনি সৎ, তাঁহার ধৃত বসুন্ধরা (সৃষ্টিও) সৎ। তিনি নিজে গুণ-রূপ এবং নিজেই গুণকারী।

সবদ্ (মন্ত্র, উপদেশ বা স্তুতি) সৎ এবং মন্ত্রের বক্তা অর্থাৎ উচ্চারণকারী প্রভু সৎ।

সুরতি, শরদের অভ্যন্তরস্থিত চিত্ত বিনোদনকারিণী ধ্বনি যাহা শ্রবণে মন, আত্মায় সুন্দররূপে প্রীতি যুক্ত হয় অর্থাৎ ধ্যান সৎ এবং সেই সৎ স্বরূপের যশ শ্রবণকারীও সৎ।

যিনি সেই সৎ স্বরূপকে বুঝিয়াছেন তাঁহার নিকট সভ কিছু সত্যরূপে প্রতীত হয়। হে নানক! প্রভু সত্য স্বরূপ, সত্য স্বরূপ, প্রভু সকল ঘটে শোভা পাইতেছেন।

টীকা :—সৎ=নিত্য, চৈতন্যময়, আনন্দ স্বরূপ। প্রভু বকতা=সদ্‌গুরু। সুরতি=উত্তম রতি, ধ্যান।

(২)

সতি সরূপ রিদৈ জিনি জানিআ* ॥
করন করাৱন তিনি মূলু পছানিআ ॥

জাকৈ রিদৈ বিসৱাসু প্রভ আইআ ॥
ততু গিআনু তিসু মনি প্রগটাইআ ॥

ভৈ তে নিরভউ হোই বসানা ॥
জিস তে উপজিআ তিসু মাহি সমানা ॥

বসত মাহি লে বসত গড়াঈ ॥
তা কউ ভিংন ন কহিনা জাঈ ॥

বূঝৈ বূঝন হার বিবেক ॥
নারাইণ মিলে নানক এক ॥২॥

বঙ্গানুবাদ

২। যিনি সৎ-স্বরূপকে হৃদয়ে জানিয়াছেন (পাঠান্তরে মানিয়াছেন, মনন অথবা বিচার করিয়াছেন) তিনি করণ এবং কারণ জগতের মূল প্রভুকে চিনিয়াছেন।

যাঁহার হৃদয়ে প্রভুর প্রতি বিশ্বাস অসিয়াছে তাঁহার মনে তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হইয়াছে।

তিনি ভয় হইতে নির্ভয় হইয়া বাস করেন; (কারণ তিনি) যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন তাঁহাতেই সমাহিত হয়েন।

এক বস্তুর মধ্যে যখন সেই প্রকারের বস্তুই আসিয়া মিলিত হয় তখন যেমন তাহাদিগকে ভিন্ন বলা যায় না (সেই প্রকার তত্ত্ব জ্ঞানীর অবস্থা—গীত ১৮।৫৫*)।

যে জ্ঞানবান ব্যক্তি এই বিবেক-বিচার বুঝিয়াছেন হে নানক! তিনি নারায়ণের সহিত মিলিত হইয়া এক হইয়া যান।

টীকা :— *পাঠান্তরে, মানিআ=ধারণ করিয়াছেন (সাহিব সিং)। গড়াঈ= মিলান হয়। নারায়ণ=শ্রীমদ্ভাগবত ১১. ৩. ৩৪—৪০ নিমি রাজার প্রশ্নের উত্তরে—শ্রীপিপ্পলায়ন দেখ।

গীতা ১৮।৫৫, ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥

মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।২।৮—
যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥

(৩)

ঠাকুর কা সেৱক আগিআ কারী ॥
ঠাকুর কা সেৱক সদা পূজারী ॥

ঠাকুর কে সেৱক কৈ মনি পরতীতি ॥
ঠাকুর কে সেৱক কী নিরমল রীতি ॥

ঠাকুর কউ সেৱক জানৈ সংগি ॥
প্রভ কা সেৱকু নাম কৈ রংগি ॥

সেৱক কউ প্রভ পালন হারা ॥
সেৱক কী রাখৈ নিরংকারা ॥

সো সেৱক জিসু দইআ প্রভ ধারৈ ॥
নানক সো সেৱকু সাসি সাসি সমারৈ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ

৩। ঠাকুরের সেবক সর্ব্বদা ঠাকুরের আজ্ঞাকারী হন। ঠাকুরের সেবক সর্ব্বদা ঠাকুরের পূজা করেন।

ঠাকুরের সেবকের মনে (সর্ব্বদা ঠাকুরের প্রতি) বিশ্বাস। ঠাকুরের সেবকের রীতি, আচার ব্যবহার নির্ম্মল হয়।

ঠাকুরের সেবক ঠাকুরকে নিত্য আপনার সঙ্গে জানেন। প্রভুর সেবক সর্ব্বদা নামের রঙে মজিয়া থাকেন।

প্রভু আপন সেবকের পালন কর্ত্তা। নিরংকার প্রভু আপন সেবককে রক্ষা করেন।

সে'ই সেবক, যাঁহাকে প্রভু দয়া করেন। হে নানক! সেই সেবক প্রভুকে শ্বাসে শ্বাসে স্মরণ করেন।

টীকা ঃ— সমারৈ=স্মরণ করেন (বাণী পরকাস)।

(৪)

অপুনে জন কা পরদা ঢাকৈ ॥
অপনে সেৱক কী সরপর রাখৈ ॥

অপনে দাস কউ দেই বড়াঈ ॥
অপনে সেৱক কউ নাম জপাঈ ॥

অপনে সেৱক কী আপি পতি রাখৈ ॥
তাকী গতি মিতি কোই ন লাখৈ ॥

প্রভ কে সেৱক কউ কো ন পহূচৈ ॥
প্রভ কে সেৱক ঊচ তে ঊচে ॥

জো প্রভি অপুনী সেৱা লাইআ ॥
নানক সো সেৱকু দহ দিসি প্রগটাইআ ॥৪॥

বঙ্গানুবাদ

৪। প্রভু আপন সেবকের লজ্জা আপনি ঢাকেন, এবং আপনার সেবকের প্রতিষ্ঠা তিনি অবশ্য রক্ষা করেন।

প্রভু আপনার দাসকে সম্মান আপনি দেন এবং আপন সেবককে দিয়া আপনার নাম জপায়েন।

প্রভু আপন সেবকের ইজ্জৎ, (মান সম্ভ্রম) আপনি রক্ষা করেন। তাঁহার গতি মিতি অর্থাৎ প্রাপ্তি বিষয়ে সীমা কেহই লক্ষ্য করিতে পারে না।

প্রভুর সেবকের সমান কেহই হইতে পারে না। প্রভুর সেবক উচ্চ হইতেও উচ্চে।

যে সেবককে প্রভু আপনার সেবায় লাগাইয়াছেন হে নানক! সেই সেবক দশদিকে অর্থাৎ সমস্ত জগতে প্রকটিত হয়।

টীকা ঃ— পরদা=আচ্ছাদন বা আবরণ বস্ত্র; বিশেষ অর্থ লজ্জা, মান, সম্ভ্রম, মর্য্যাদা, সীমা, গুণ চরিত্র, সদাচার; পরদা ঢাকৈ=লজ্জা রক্ষা করেন। সরপর=নিশ্চয়, অবশ্য। বড়াঈ, (বড়িআঈ) =সম্মান, প্রতিষ্ঠা। পতি (পৎ)=মান, ইজ্জৎ, সম্ভ্রম, প্রতিষ্ঠা। গতি মিতি=কার্য কলাপ; গতি অর্থে গমন, মিতি অর্থে—পরিমাপ, সীমা। গতিমিতি=প্রাপ্তির সীমা বা অন্ত। ন লাখৈ =বুঝিতে, লক্ষ্য করিতে, আন্দাজ বা অনুমান করিতে পারে না।

(৫)

নীকী কীরী মহি কল রাখৈ ॥
ভসম করৈ লসকরি কোটি লাখৈ ॥

জিসকা সাসু ন কাঢ়ত আপি ॥
তা কউ রাখত দে করি হাথ ॥

মানস জতন করত বহু ভাতি ॥
তিসকে করতব বিরথে জাতি ॥

মারৈ ন রাখৈ অবরু ন কোই ॥
সরব জীআ কা রাখা সোই ॥

কাহে সোচ করহি হে প্রাণী ॥
জপি নানক প্রভ অলখ বিড়াণী ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ

সমস্ত শক্তি পরমেশ্বরের ; জীবের কোনই শক্তি নাই—

৫। ক্ষুদ্র কীটের মধ্যে যখন পরমেশ্বর আপনার শক্তি দেন তখন ঐ কীট লক্ষ কোটি সৈন্য ভস্ম অর্থাৎ নাশ করিতে পারে।

যাহার শ্বাস প্রভু আপনি কাড়িয়া লয়েন না ; তাহাকে তিনি নিজ হাতে রক্ষা করেন।

মানুষ বহু প্রকার যত্ন করে ; কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই বৃথা হয়।

না কেহ মারিতে সমর্থ, না অপর কেহ রক্ষা করিতে সমর্থ ; সকল জীবের রক্ষা কর্ত্তা একমাত্র তিনি।

হে জীব ! কি জন্য তুমি শোক করিতেছ ? নানক কহিতেছে, সেই অলখ এবং আশ্চর্য্যময় প্রভুকে স্মরণ কর।

টীকা ঃ— নীকী (নীকি, কীরীর বিশেষণ বলিয়া 'ঈ' কারান্ত) =ছোট, ক্ষুদ্র, অন্যত্র উত্তম। কীরী =কীট। কল =কলা, শক্তি। দে করি =দিয়া। দে করি হাত =হাত দিয়া, নিজ হাতে। বহু ভাতি =বহু প্রকারের। করতব =কর্ম্ম, চেষ্টা। বিরথে =বৃথা। অররু =অন্য। অলখ = মন বাণীর অগোচর। বিড়াণী =আশ্চর্য্য। সোচ =চিন্তা, দুঃখ, শোক।

(৬)

বারং বার বার প্রভু জপীঐ ॥
পী অংম্রিতু ইহু মন তনু ধ্রপীঐ ॥

নাম রতনু জিনি গুরমুখি পাইআ ॥
তিসু কিছু অবরু নাহী দ্রিসটাইআ ॥

নামু ধনু নামো রূপ রংগু ॥
নামো সুখু হরি নাম কা সংগু ॥

নাম রসি জো জনি ত্রিপতানে ॥
মন তন নামহি নামি সমানে ॥

ঊঠত বৈঠত সোৱত নাম ॥
কহু নানক জনকৈ সদ কাম ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ

৬। হে ভাই! বারম্বার, অবিরাম, প্রভুর নাম জপ কর এবং নামামৃত পান করিয়া এই তনু মনকে তৃপ্ত কর।

নামরূপ রত্ন যিনি সদ্‌গুরু হইতে পাইয়াছেন তাঁহার (এক নাম ভিন্ন) অপর কিছু নজরে আসে না, বা তিনি নামের সদৃশ আর কিছুই দেখিতে পান না।

নামই তাঁহার ধন, নামই তাঁহার রূপ এবং রং; নামেতেই তাঁহার সুখ এবং হরিনামই তাঁহার সঙ্গী।

যে জন নাম রসে তৃপ্ত হইয়াছে তাঁহার তনু মন একমাত্র নামেতেই ডুবিয়া যায় (অথবা, তাঁহার মন তনু নাম জপ করিয়া করিয়া নামীর সহিত একত্রে মিশিয়া যায়)।

তিনি উঠিতে, বসিতে, শুইতে কেবল নাম জপ করেন। নানক কহিতেছে, ভক্তের সর্ব্বদা ইহাই কাজ।

টীকা:—বারং বার বার; ভাব বারংবার, শ্বাসে শ্বাসে প্রভুকে স্মরণ কর। নামহি নামি='কেবল নামে' (সাহিব সিং), 'নামীর নামে' (ফরিদকোট)।

(৭)

বোলহু জস্থ জিহবা দিন্থ রাতি ॥
প্রভ অপনৈ জন কীনী দাতি ॥

করহি ভগতি আতম কৈ চাই ॥
প্রভ অপনে সিউ রহহি সমাই ॥

জো হোআ হোৱত সো জানৈ ॥
প্রভ অপনে কা হুকমু পছানৈ ॥

তিসকী মহিমা কউন বখানউ ॥
তিসকা গুন কহি এক ন জানউ ॥

আঠ পহর প্রভ বসহি হজূরে ॥
কহু নানক সোঈ জন পূরে ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ

৭। হে ভাই! জিহ্বা দ্বারা দিন রাত প্রভুর যশোগান কর। প্রভু আপনার জনকে ইহাই দান করিয়াছেন।

যে প্রাণের টানে, আপনা হইতে প্রভুকে ভক্তি করে সে আপন প্রভুর সহিত সমাহিত থাকে।

যাহা অতীতে হইয়াছে, (বর্ত্তমানে হইতেছে) এবং ভবিষ্যতে হইবে ভক্ত তাহা (সত্য করিয়া) জানেন, কারণ, তাহা তিনি আপন প্রভুরই হুকুম বলিয়া চিনিয়াছেন।

সেই ভক্তের মহিমা কি আর বলিব ? তাঁহার একটি গুণও কহিতে জানি না।

অষ্ট প্রহর যিনি প্রভুর সম্মুখে বাস করেন, নানক কহিতেছে, সেই জন পূর্ণ পুরুষ।

টীকা ঃ— জন=সেবক, ভক্ত, সাধু। 'আতম কে চাহি'=আত্মার অনুরাগে, অন্তরাত্মার টানে। চাহ=১। ইচ্ছা; অভিলাস। ২। প্রেম, অনুরাগ, প্রীতি। প্রথম দুই পংক্তির দ্বিতীয় অর্থ—"ভক্ত পরমেশ্বরের যশ জিহ্বাদ্বারা দিবারাত্র বলেন।" প্রভু আপনার জনকে (দাসকে) ইহাই দান করিয়াছেন। হজূরে=হুজুরে, নিকটে, সমীপে।

(৮)

মন মেরে তিনকী ওট লেহি ॥
মনু তনু অপনা তিন জন দেহি ॥

জিনি জনি অপনা প্রভু পছাতা ॥
সো জনু সরব থোক কা দাতা ॥

তিসকী সরনি সরব সুখু পাৱহি ॥
তিসকৈ দরসি সভ পাপ মিটাৱহি ॥

অৱর সিআনপ সগলী ছাডু ॥
তিস জনকী তূং সেৱা লাগু ॥

আৱনু জানু ন হোৱী তেরা ॥
নানক তিসু জন কে পূজহু সদ পৈরা ॥ ৮ ॥ ১৭

বঙ্গানুবাদ

৮। হে আমার মন! প্রভুর ভক্তজনের আশ্রয় গ্রহণ কর; আপনার তনু মন তাঁহাদিগকে (ভেট স্বরূপ) অর্পণ কর।

যে সেবক আপন প্রভুকে চিনিয়াছেন তিনি সকল পদার্থের দাতা হন।

সেই পুরুষের শরণ লইলে সর্ব্ব সুখ পাইবে। তাঁহার দর্শনেই সকল পাপ দূর হয়।

অতএব অন্য সব চাতুরী ছাড়িয়া তুমি সেই ভক্তের সেবায় নিযুক্ত হও।

(পুনরায়:) তোমার আসা যাওয়া, জন্ম মরণ হইবে না। নানক কহিতেছে, তুমি সেই হরিদাসের চরণ সর্ব্বদা পূজা কর।

সলোকু (শ্লোক)

সতি পুরখু জিনি জানিআ সতিগুরু তিসকা নাউ ॥
তিসকৈ সংগি সিখু উধরৈ নানক হরি গুন গাউ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ

যিনি সৎ-স্বরূপ অকাল পুরুষ পরমেশ্বরকে জানিয়াছেন তাঁহারই নাম সদ্‌গুরু। হে নানক! সদ্‌গুরুর সঙ্গে হরিগুণ গান করিয়া শিষ্য উদ্ধার হয়।

অষ্টপদী—১৮

সতিগুর সিখ কী করৈ প্রতিপাল ॥
সেৱক কউ গুরু সদা দইআল ॥

সিখ কী গুরু দুরমতি মলু হিরৈ ॥
গুর বচনী হরি নামু উচরৈ ॥

সতিগুর সিখ কৈ বংধন কাটৈ ॥
গুর কা সিখু বিকার তে হাটৈ ॥

সতিগুরু সিখ কউ নামু ধনু দেই ॥
গুর কা সিখু ৱড়ভাগী হৈ ॥

সতিগুরু সিখ কা হলতু পলতু সৱারৈ ॥
নানক সতিগুরু সিখ কউ জীঅ নালি সমারৈ ॥১ ॥

বঙ্গানুবাদ

১। সদ্‌গুরু শিষ্যকে প্রতিপালন করেন। সদ্‌গুরু সেবকের প্রতি সর্ব্বদা দয়াল।

সদ্‌গুরু শিষ্যের দুর্ম্মতিরূপ মল দূর করেন ; (কারণ) শিষ্য গুরূপদেশে হরিনাম জপ করে।

(যখন) সদ্‌গুরু শিষ্যের বন্ধন কাটিয়া দেন (তখন) সদ্‌গুরুর শিষ্য বিকার হইতে দূরে থাকে।

সদ্‌গুরু শিষ্যকে নামধন দেন (তাহাতে) সদ্‌গুরুর শিষ্য বহু-ভাগ্যবান হয়।

সদ্‌গুরু শিষ্যের ইহ-পরলোক দুরস্ত করেন ; হে নানক! সদ্‌গুরু শিষ্যকে আপনার আত্মা সমান জ্ঞান করেন।

টীকা ঃ— হলত পলত=হলত (অত্র, ইহ), পলত (পরত্র, পর), ইহ-লোক এবং পরলোক। সমারৈ=স্মরণ করা, চিন্তা করা, জ্ঞান করা, রক্ষা করা। সৱারৈ=সাজান, অলঙ্কৃত করা, ঠিক করা, দুরস্ত করা।

(২)

গুর কৈ গ্রিহি সেৱকু জো রহৈ ॥
গুর কী আগিআ মন মহি সহৈ ॥

আপস কউ করি কছু ন জনাৱৈ ॥
হরি হরি নামু রিদৈ সদ ধিআৱৈ ॥

মনু বেচৈ সতিগুর কৈ পাসি ॥
তিসু সেৱক কে কারজ রাসি ॥

সেৱা করত হোই নিহ কামী ॥
তিস কউ হোত পরাপতি সুআমী ॥

অপনী কিরপা জিস আপি করেই ॥
নানক সো সেৱক গুর কী মতি লেই ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ

২। যে সেবক গুরুর গৃহে (গুরু সমীপে) বাস করে সে গুরুর আজ্ঞা মনের মধ্যে ধরিয়া রাখে।

সে নিজে কিছু করিয়া আপনাকে জাহির করে না। সে প্রভু প্রদত্ত হরিনাম সদা হৃদয় মধ্যে ধ্যান করে।

যে সদ্‌গুরুর কোলে আপনার মন বেচিয়া দেয় সেই সেবকের সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়।

যে নিষ্কাম হইয়া সদ্‌গুরুর সেবা করে তাহারই স্বামী (পদ) প্রাপ্তি হয়, বা ভগবৎ লাভ হয়।

যাহার উপরে প্রভু আপনার কৃপা আপনি করেন হে নানক! সেই সেবকই গুরুর উপদেশ গ্রহণ করে।

টীকা ঃ— রাসি=সফল; সিদ্ধ। নিহকামী=কামনা রহিত, নিষ্কাম। আপস কউ=নিজে নিজকে।

(৩)

বীস বীসুৱে গুর কা মনু মানৈ ॥
সো সেৱকু পরমেসুর কী গতি জানৈ ॥

সো সতিগুর জিসু রিদৈ হরি নাউ ॥
অনিক বার গুর কে বলি জাউ ॥

সরব নিধান জীঅ কা দাতা ॥
আঠ পহর পারব্রহম রংগি রাতা ॥

ব্রহম মহি জনু জন মহি পারব্রহমু ॥
একহি আপি নহী কছু ভরমু ॥

সহস সিআনপ লইআ ন জাঈঐ ॥
নানক ঐসা গুরু বড় ভাগী পাঈঐ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ

৩। গুরুর প্রতি ষোল আনা মন যাহার মানে অর্থাৎ গুরুতে যাহার পূর্ণ বিশ্বাস হয় সেই সেবক পরমেশ্বরের গতি জানে।

তিনিই সদ্গুরু যাঁহার হৃদয়ে হরিনাম। আমি সেই সদ্গুরুকে বার বার বলিহারি যাই, নমস্কার করি।

সদ্গুরু সর্ব্ব নিধি, সকল সম্পদের অধিকারী এবং জীবের জীবন দাতা। তিনি অষ্টপ্রহর পরমেশ্বরের প্রেমে মজিয়া থাকেন।

ব্রহ্ম মধ্যে তিনি (সদ্গুরু) এবং সদ্গুরুর মধ্যে পরব্রহ্ম; সদ্গুরু এবং পরব্রহ্ম এক, ইহাতে কোনই ভ্রম নাই।

সহস্র প্রকারের চাতুরী দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, হে নানক! এমন সদগুরু বহু ভাগ্যে পাওয়া যায়।

টীকা ঃ— বীস বিসরে=২০ বিশ্বায় এক বিঘা, যেমন তাহাকে বাংলায় ১৬ আনা বলা হয়, ষোল আনা রূপে, পূর্ণভাবে বা নিশ্চয় করিয়া।…গুর কা মনু মানৈ=গুরুর মন মানে অর্থাৎ যে সেবকের প্রতি গুরুর পূর্ণ বিশ্বাস হয়. অধিকাংশ টীকাকারই প্রথম পংক্তির এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা পূর্ব্ব পৌড়ীর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উপরোক্ত অর্থ গ্রহণ করিলাম।

ব্রহম মহি জনু…পারব্রহম=ব্রহ্মমধ্যে জীব এবং জীবের মধ্যে পরব্রহ্ম। কিন্তু প্রথম দুই লাইনে সেবকের কথা, তারপরেই সদ্গুরুর কথা, সেজন্য 'জনু' অর্থে সদ্গুরুকেই বুঝান হইতেছে।

(৪)

সফল দরসন পেখত পুনীত ॥
পরসত চরন গতি নিরমল রীত ॥

ভেটত সংগ রাম গুন রৱে ॥
পারব্রহম কী দরগহি গৱে ॥

সুনি করি বচন করন আঘানে ॥
মনি সংতোখু আতম পতীআনে ॥

পূরা গুরু অখ্যউ জাকা মংত্র ॥
অংম্রিত দ্রিসটি পেখৈ হোই সংত ॥

গুণ বিঅংত কীমতি নহী পাই ॥
নানক জিস ভাৱৈ তিসু লএ মিলাই ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ

সদ্‌গুরুর মহিমা—

৪। সদ্‌গুরুর (সাক্ষাৎ) দর্শন সফল ; কারণ তাঁহার দর্শন মাত্রে জীব পবিত্র হয়। তাঁহার চরণ স্পর্শ করিলে (উচ্চ) গতি লাভ হয় এবং স্বভাব নির্ম্মল হয়।

সদ্‌গুরুর সঙ্গ লাভ হইলে (গুরু সঙ্গে) রাম গুণ গান হয় এবং পরব্রহ্মের দরবারে গমন হয়।

সদ্‌গুরুর বচন শ্রবণ করিয়া কর্ণ পরিতৃপ্ত হয়, এবং আত্মদর্শন করতঃ মন তুষ্ট হয়।

সদ্‌গুরু, যাঁহার মন্ত্র অক্ষয় ; তিনি অমৃত দৃষ্টি দ্বারা যাহাকে দেখেন—সে সন্ত হইয়া যায়।

সদ্‌গুরুর গুণ অন্তহীন, তাহার মূল্য কেহই পায় না। হে

নানক। তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে পরমেশ্বরের সহিত মিলিত করিয়া লয়েন।

টীকা ঃ— আঘানে=তৃপ্ত হয়। পতীআনে=বিশ্বাস হয়।

সুনি করি বচন করন আঘানে ॥
মনি সংতোখু আতম পতীআনে ॥

দ্বিতীয় অর্থ ঃ – সদ্‌গুরুর বচন শ্রবণ করিয়া কর্ণ তৃপ্ত হয়; মনে সন্তোষ এবং আত্মায় বিশ্বাস হয়। পূরা গুরু=পূর্ণ গুরু বা সদগুরু।

(৫)

জিহবা এক উসততি অনেক ॥
সতি পুরখু পূরন বিবেক ॥

কাহূ বোল ন পহুচত প্রানী ॥
অগম অগোচর প্রভ নিরবানী ॥

নিরাহার নিরবৈরু সুখদাঈ ॥
তাকী কীমতি কিনৈ ন পাঈ ॥

অনিক ভগত বংদন নিত করহি ॥
চরন কমল হিরদৈ সিমরহি ॥

সদ বলিহারী সতিগুর অপনে ॥
নানক জিস প্রসাদি ঐসা প্রভু জপনে ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ

অকাল পুরুষের স্তুতি এবং গুরুর মহিমা—

৫। আমার জিহবা একটি মাত্র কিন্তু প্রভুর বন্দনা অনেক (প্রকার)। সৎ পুরুষ পূর্ণ বিবেক অর্থাৎ জ্ঞান-স্বরূপ।

* জীব মুখের বচন দ্বারা, বাগিন্দ্রিয়ের কোন সাহায্যেই তাঁহাকে পৌঁছাইতে পারে না; তিনি অগম, অগোচর এবং নির্ব্বাণী—সেই হেতু শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতি তাঁহার সেই পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে না।

তিনি নিরাহার, নির্বৈর এবং সুখদায়ী; তাহার মূল্য কেহই পায় না।

অসংখ্য ভক্ত নিত্য তাঁহার বন্দনা করিতেছে এবং শ্রীগুরুর চরণ কমল হৃদয়ে ধ্যান করিতেছে।

আমি সর্ব্বদা আপন সদ্‌গুরুর বলিহারী যাই, যাঁহার প্রসাদে হে নানক! এমন প্রভুর নাম জপ করিতেছি।

টীকা ঃ— *যদ্‌বাচানভ্যুদিতং (কেন উঃ ১।৫), কাহু বোল=কোন বাক্য। নির্ব্বানী=বাসনা রহিত।

(৬)

ইহু হরি রসু পাবৈ জনু কোই ॥
অংম্রিতু পীবৈ অমরু সো হোই ॥

উসু পুরখ কা নাহী কদে বিনাস ॥
জাকৈ মনি প্রগটে গুনতাস ॥

আঠ পহর হরি কা নামু লেই ॥
সচু উপদেসু সেবক কউ দেই ॥

মোহ মাইআ কৈ সংগি ন লেপু ॥
মন মহি রাখৈ হরি হরি একু ॥

অংধকার দীপক পরগাসে ॥
নানক ভরম মোহি দুখ তহতে নাসে ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ

৬। যদি কোনও (বিরল) পুরুষ এই হরিনাম রস পায় তাহা হইলে সে অমৃত পান করিয়া অমর হয়।

সেই পুরুষের কদাপি বিনাশ নাই, যাঁহার হৃদয়ে গুণনিধি প্রভু প্রকাশিত হয়েন।

অষ্ট প্রহর তিনি হরিনাম জপ করেন এবং আপনার সেবককে সত্য উপদেশ দেন।

তিনি মায়ামোহে লিপ্ত হয়েন না ; এক হরিকে মনের মধ্যে রাখেন।

অতএব, তাঁহার হৃদয়ে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশন জ্ঞানরূপ প্রদীপ (সদা) প্রজ্জ্বলিত থাকে, শ্রীগুরু নানক কহিতেছেন, তাহাতে তাঁহার ভ্রম ও মোহ জনিত সমস্ত দুঃখ বিনষ্ট হয়।

টীকা :—জন্থ কোই=কোন জন। গুনতাস=গুণের সমুদ্র। লেপু=প্রলেপ। তহতে=তাহাতে। 'মোহ মাইআ···ন লেপু', অপর অর্থ—মায়ার সঙ্গে থাকিয়াও তিনি মোহে লিপ্ত হন না।

(৭)

তপতি মাহি ঠাটি বরতাঈ ॥
অনদু ভইআ দুখ নাঠে ভাঈ ॥

জনম মরন কে মিটে অংদেসে ॥
সাধূ কে পূরন উপদেসে ॥

ভউ চুকা নিরভউ হোই বসে ॥
সগলি বিআধি মনি তে খৈ নসে ॥

জিসকা সা* তিনি কিরপা ধারী ॥
সাধ সংগি জপি নামু মুরারী ॥

থিতি পাঈ চুকে ভ্রম গৱন ॥
সুনি নানক হরি হরি জসু শ্রৱন ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ

৭। গুরু যখন জ্ঞানের দীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেন, তখন তপ্ত হৃদয় শীতল হয়, মনে আনন্দের উদয় হয় এবং সমুদায় দুঃখ দুর হয়।

সাধুর পূর্ণ উপদেশে (বা পূর্ণ গুরুর উপদেশে) জন্ম মৃত্যুর সংশয় মিটিয়া যায়।

তাহাতে ভয় চুকিয়া গিয়া তাহার স্থানে নির্ভয় আসিয়া বসে। মনের সমস্ত ব্যাধি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া নাশ যায়।

আমি যাঁহার (দাস), তিনি কৃপা করিয়াছেন, আমি সাধু সঙ্গে মুরারির নাম জপ করিয়াছি।

হে নানক! হরি হরি যশ কর্ণে শ্রবণ করিয়া আমি স্থিতি লাভ করিয়াছি, আমার চৌরাশী লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ রূপ আসা যাওয়া মিটিয়া গিয়াছে।

টীকা :— তপতি=তপ্ত। ঠাঁটি=ঠাণ্ডা। ৱরতাই=প্রবর্ত্তিত হয়। নাঠে=নষ্ট হয়। অংদেস=সংশয়। খৈ=ক্ষয়। জিসকা সা—আমি হই যাঁহার (দাস)। (জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস)। *সা='সা', ক্রিয়া পদ, "হোণ" ধাতু (হা) নিষ্পন্ন, অতীত কাল প্রথম পুরুষ এক বচন, হয়; সী, সীগা, আহা (পংজাবী সবদ ভংণ্ডার)। মুরারী=মুরের (তন্নামক দৈত্যের) অরি, শত্রু, অর্থাৎ ভগবান।

"মুরঃ ক্লেশে চ সন্তাপে কর্ম্মভোগে চ কর্ম্মিনাম্।
দৈত্যভেদেঽপ্যরিস্তেষাং মুরারিস্তেন কীর্ত্তিতঃ ॥"

জিসকা সা···মুরারী=দ্বিতীয় অর্থ—জীব যে প্রভুর দাস, তিন যখন জীবকে কৃপা করেন তখন জীব সাধু সঙ্গে মুরারির নাম জপ করে।

(৮)

নিরগুনু আপি সরগুনু ভী ওহী ॥
কলা ধারি জিনি সগলী মোহী ॥

অপনে চরিত প্রভি আপি বনাএ ॥
অপুনী কীমতি আপে পাএ ॥

হরি বিনু দূজা নাহী কোই ॥
সরব নিরংতরি একো সোই ॥

ওতি পোতি রবিআ রূপ রংগ ॥
ভএ প্রগাস সাধ কৈ সংগি ॥

রচি রচনা অপনী কলধারী ॥
অনিক বার নানক বলিহারী ॥ ৮ ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ

৮। যিনি নিজ শক্তিদ্বারা সমস্ত সৃষ্টি মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন তিনি আপনি নির্গুণ, পুনরায় সগুণও তিনি আপনি।

আপনার লীলা (চরিত্র) প্রভু আপনি করেন এবং আপনার মূল্য আপনি জানেন।

হরি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ নাই। সকলের মধ্যে এক তিনি, অদ্বিতীয় পুরুষ।

প্রতি রূপ এবং রঙে তিনি ওতপ্রোত ব্যাপ্ত, অর্থাৎ ব্যাপক ভাবে মিশিয়া আছেন। সাধু সঙ্গে তাঁহার প্রকাশ-রূপ প্রকটিত হয় অর্থাৎ তাঁহাকে জানা যায়।

সৃষ্টি রচনা করিয়া তাহাতে যিনি আপন শক্তি নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন ; নানক, তাঁহাকে বার বার, অনেক বার বলিহারী যায়।

টীকা ঃ— ওতি পোতি রৱিআ=ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত অর্থাৎ মিলিত। ভাব এই যে, ব্যাপ্ত থাকিলেও তাঁহাকে জানা যায় না; সাধু সঙ্গে তিনি প্রকাশ হইয়া পড়েন।

সলোকু (শ্লোক)

সাথি ন চালৈ বিনু ভজন বিখিআ সগলী ছারু ॥
হরি হরি নামু কমাৱনা নানক ইহু ধনু সারু ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ

১। বিষয় সঙ্গে যায় না; এক হরি ভজন বিনা আর সমস্তই বৃথা। হে নানক! হরি নাম ধন উপার্জ্জন কর, ইহাই শ্রেষ্ঠ ধন।

টীকা ঃ—অপর অর্থ, এক হরি ভজন বিনা আর কিছুই সঙ্গে যায় না; বিষয় সমস্তই ছার, নাশবন্ত। নানক, হরিনাম ধন সঞ্চয় কর, ইহাই সকল ধনের সার, শ্রেষ্ঠ ধন। বিখিআ=বিষয়।

অষ্টপদী ১৯

সংত জনা মিলি করহু বীচারু ॥
একু সিমরি নামু অধারু ॥

অৱরি উপাৱ সভি মীত ৱিসারহু ॥
চরন কমল রিদ মহি উর ধারহু ॥

করন কারন সো প্রভু সমরথু ॥
দ্রিড় কর গহহু নামু হরি ৱথু ॥

ইহু ধনু সংচহু হোৱহু ভগৱংত ॥
সংত জনা কা নিরমল মংত ॥

এক আস রাখহু মন মাহি ॥
সরব রোগ নানক মিটি জাহি ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ

১। সাধু সঙ্গে মিলিত হইয়া ভগবানের গুণ বিচার কর এবং নামকে আধার করিয়া সেই এককে স্মরণ কর।

হে মিত্র! অপর সমস্ত উপায় ভুলিয়া যাও; শ্রীগুরুর চরণ কমল হৃদয় মাঝে এবং বক্ষে ধারণ কর।

সেই প্রভু করণ কারণে সমর্থ। তাঁহার প্রদত্ত হরিনাম ধন দৃঢ় করিয়া ধর।

এই ধন সঞ্চয় কর, ভাগ্যবান্ হইবে। ইহা সাধু জনের পবিত্র উপদেশ।

মনোমধ্যে এক প্রভুরই আশা রাখ। নানক কহিতেছে, (তাহা হইলে তোমার) সমস্ত রোগ মিটিয়া যাইবে।

টীকা ঃ— উর=বক্ষ, উর=শ্রেষ্ঠ। উর ধারহু=দ্বিতীয় অর্থ, শ্রীগুরুর চরণ কমল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (উত্তম) জানিয়া হৃদয় মধ্যে ধারণ কর। গহহু= ধর, ধারণ কর।

(২)

জিসু ধন কউ চারি কুংট উঠি ধৱহি ॥
সো ধনু হরি সেৱা তে পাৱহি ॥

জিসু সুখ কউ নিত বাছহি মীত ॥
সো সুখু সাধু সংগি পরীতি ॥

জিসু সোভা কউ করহি ভলী করনী ॥
সা সোভা ভজু হরি কী সরনী ॥

অনিক উপাৱী রোগু ন জাই ॥
রোগু মিটৈ হরি অৱখধু লাই ॥

সরব নিধান মহি হরি নামু নিধানু ॥
জপি নানক দরগহ পরৱানু ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ

২। যে ধনের জন্য তুমি চতুর্দ্দিকে উঠিয়া পড়িয়া দৌড়াইতেছ, সেই ধন তুমি হরিসেবা দ্বারাই পাইবে।

হে মিত্র! যে সুখ তুমি নিত্য বাঞ্ছা করিতেছ, সেই সুখ সাধুতে প্রেম করিলে পাওয়া যায়।

যে শোভা অর্থাৎ জ্ঞান লাভের জন্য তুমি উত্তম কর্ম্ম করিতেছ, সেই শোভা শ্রীহরির শরণ লইয়া ভজনা কর—তবেই পাইবে।

অনেক উপায় করিয়াও প্রজ্ঞাপরাধ (অজ্ঞান) জনিত রোগ দূর হয় না; কিন্তু হরিনাম-রূপ ঔষধ হৃদয়ে লাগাইলে সমস্ত রোগ মিটিয়া যায়।

সকল রত্নের মধ্যে হরিনাম শ্রেষ্ঠ রত্ন; হে নানক! তুমি হরিনাম জপ কর, প্রভুর দরবারে মান পাইবে, প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইবে।

টীকা ঃ— পরীতি=প্রীতি, প্রেম। ভজু=ভজনা কর। অৱখধু=ঔষধ।

(৩)

মন পরবোধহু হরি কৈ নাই ॥
দহ দিসি ধাৱত আৱৈ ঠাই ॥

তাকউ বিঘনু ন লাগৈ কোই ॥
জাকৈ রিদৈ বসৈ হরি সোই ॥

কলি তাতী ঠাঢা হরি নাউ ॥
সিমরি সিমরি সদা সুখ পাউ ॥

ভউ বিনসৈ পূরন হোই আস ॥
ভগতি ভাই আতম পরগাস ॥

তিতু ঘরি জাই বসৈ অবিনাসী ॥
কহু নানক কাটী জম ফাসী ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ

৩। হরিনাম দ্বারা মদকে প্রবুদ্ধ কর, প্রবোধ দাও। তাহা হইলে, যে মন দশ দিকে ধাবিত হইতেছে সে স্থির হইবে।

তাঁহাকে কোনই বিঘ্ন আসিয়া লাগে না যাঁহার হৃদয়ে শ্রীহরি বসতি করেন।

কলিযুগ তপ্ত আগুন, তাহাতে হরি নাম ঠাণ্ডা, শীতলকারী। হে ভাই! নাম স্মরণ কর, নাম স্মরণ করিয়া নিত্য সুখ লাভ কর।

যখন প্রেমা ভক্তির দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হইবে, তখন ভয় বিনষ্ট হইবে এবং আশা পূর্ণ হইবে।

সেই ঘরে প্রবিনাশী প্রভু আসিয়া বাস করেন, (যাঁহার হৃদয়ে আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হয়) নানক কহিতেছে, তাহার যমের বন্ধন কাটিয়াছে।

টীকা :—'তিতু ঘরি জাই বসৈ অবিনাসী,' অপর অর্থ—যাহার আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হইয়াছে, সে পুনরায় অবিনাশী ঘরে যাইয়া বসে অথবা যাহার আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হইয়াছে সেই জীব স্বরূপে অবস্থান করে।

পরবোধহু=প্রবুদ্ধ কর, জাগাও। নাই=নামের দ্বারা। তা কউ=তাহার, তাতী=তপ্ত অগ্নি। ঠাঢা=ঠাণ্ডা, শীতল।

(৪)

ততু বীচারু কহৈ জনু সাচা ॥
জনমি মরৈ সো কাচো কাচা ॥

আৰাগৰনু মিটৈ প্রভ সেৰ ॥
আপু তিআগু সরনি গুরদেৰ ॥

ইউ রতন জনম কা হোই উধারু ॥
হরি হরি সিমরি প্রান অধারু ॥

অনিক উপাৱ ন ছূটন হারে ॥
সিংম্রিতি সাসত ৱেদ বীচারে ॥

হরি কী ভগতি করহু মন লাই ॥
মনি বংছত নানক ফলু পাই ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ

৪। তিনিই সত্য, মুক্ত আর্থাৎ জ্ঞানী পুরুষ যিনি সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরের গুণরূপ তত্ত্বের বিচার করেন; পরন্তু যে পরমেশ্বরের স্তুতি করে না (অজ্ঞানী), সে কাঁচা হইতেও কাঁচা—কেবল জন্ম-গ্রহণ করে এবং মরে।

গুরুদেবের শরণে পতিত হইয়া অহংভাব ত্যাগ পূর্ব্বক প্রভুর সেবা করিলে আসা যাওয়া মিটিয়া যায়।

হে ভাই! প্রাণের আধার কেবল হরিনাম জপ কর; তাহা হইলে রত্নস্বরূপ এই অমূল্য মনুষ্য জন্মের উদ্ধার হইবে।

স্মৃতি, শাস্ত্র এবং বেদ বিচার দ্বারা এবং অনেক প্রকারের উপায় অবলম্বন দ্বারাও (নাম ভিন্ন) জীব মুক্ত হইতে সমর্থ হয় না।

(অতএব), এক মনে হরিকে ভজনা কর। হে নানক! তাহা হইলে তুমি মনের বাঞ্ছিত ফল পাইবে।

(৫)

সংগি ন চালসি তেরৈ ধনা ॥
তূঁ কিআ লপটাৱহি মূরখ মনা ॥

সুত মীত কুটংব অরু বনিতা ॥
ইনতে কহহু তুম কৱন সনাথা ॥

রাজ রংগ মাইআ বিসথার ॥
ইন তে কহহু কবন ছুটকার ॥

অসু হসতী রথ অসবারী ॥
ঝূঠা ডংফু ঝূঠ পাসারী ॥

জিনি দীএ তিসু বুঝৈ ন বিগানা ॥
নামু বিসারি নানক পছুতানা ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ

৫। পার্থিব ধন তোমার সঙ্গে যাইবে না। তবে কেন হে মূর্খ মন! তুমি তাহাতে লপটাইয়া, (জড়িত) রহিয়াছ ?

তোমার যে পুত্র, মিত্র, কুটুম্ব এবং বনিতা (স্ত্রী) রহিয়াছে তাহাতে বল, তুমি কোন্ কৃতার্থ, সফলতা লাভ করিয়াছ ?

রাজ্য ভোগ ও তাহার আনন্দ সমস্তই মায়ার বিস্তার, মায়া প্রসারিত। বল তো, কে এই মায়া জাল হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছে ?

অশ্ব, হস্তী, রথ এবং তাহার আরোহী সমস্তই (লোক দেখান) মিথ্যা দম্ভ, মিথ্যার পসরা।

যিনি এই সমস্ত (পদার্থ) দিয়াছেন অজ্ঞান জীব তাঁহাকে জানে না। (তাই) নাম ভুলিয়া হে নানক! (অন্তে) তাহারা পরিতাপ করে।

টীকা :—কুটংব=কুটুম্ব, ঘরবাড়ী। সনাথা=পতিবন্ত, প্রতিষ্ঠাবান। অসু=অশ্ব। হসতী=হস্তী। ডংফু=দম্ভ, লোক দেখান। বিসারি=বিস্মৃত হইয়া, ভুলিয়া।

(৬)

গুর কী মতি তূ লেহি ইআনে ॥
ভগতি বিনা বহু ডুবে সিআনে ॥

হরি কী ভগতি করহু মন মীত ॥
নিরমল হোই তুমারো চীত ॥

চরন কমল রাখহু মন মাহি ॥
জনম জনম কে কিলবিখ জাহি ॥

আপি জপহু অৱরা নামু জপাৱহু ॥
সুনত কহত রহত গতি পাৱহু ॥

সার ভূত সতি হরি কো নাউ ॥
সহজ সুভাই নানক গুন গাউ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ

৬। হে অজ্ঞান জীব! তুমি গুরুর উপদেশ গ্রহণ কর। (কারণ) ভক্তি বিনা বহু বড় বড় চালাক (সংসার সমুদ্রে) ডুবিয়া গিয়াছে।

হে মিত্র মন! হরিকে ভক্তি কর, তাহাতে তোমার চিত্ত নির্ম্মল হইবে।

শ্রীহরির চরণ কমল হৃদয় মধ্যে ধারণ কর। (তাহাতে) তোমার জন্ম জন্মান্তরের পাপ দূর হইবে।

তুমি আপনি নাম জপ কর এবং অপরকেও জপ করাও। নাম শুনিতে শুনিতে—বলিতে বলিতে (শ্রবণ ও মনন দ্বারা) তুমি গতি পাইবে।

সত্য স্বরূপ শ্রীহরির নাম সারভূত, সকল পদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদার্থ।

হে নানক! সহজ স্বভাব প্রেমে হরিগুণ গান কর।

টীকা :—ইআনা=মূর্খ, অজ্ঞানী। সিআনা=চালাক। কিলবিখ= পাপ। কহত রহত=একটি শব্দ ধরিলে তাহার অর্থ, বলিতে বলিতে বা

বলিতে থাকিলে, আর পৃথক ভাবে "রহত" অর্থে=রহন সহন, চাল-চলন রহত=আচার, ব্যবহার। সুভাই=স্বভাব, সু-ভাই=শ্রেষ্ঠ প্রেম।

(৭)

গুন গাৱত তেরী উতরসি মৈলু ॥
বিনসি জাই হউমৈ বিখু ফৈলু ॥

হোহি অচিংতু বসহি সুখ নালি ॥
সাসি গ্রাসি হরি নামু সমালি ॥

ছাড়ি সিআনপ স্নগলী মনা ॥
সাধি সংগি পাৱহি সচু ধনা ॥

হরি পূংজী সংচি করহু বিউহারু ॥
ঈহা সুখু দরগহি জৈকারু ॥

সরব নিরংতরি একো দেখু ॥
কহু নানক জাকৈ মসতকি লেখু ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ

৭। হরিগুণ গান করিলে তোমার হৃদয়ের পাপরূপ ময়লা দূর হইবে। এবং অহংরূপ বিষ যাহা (সর্ব্ব দেহে) ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে তাহাও বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

তখন তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া (যথা স্থানে) সুখে বসতি করিবে এবং শ্বাসে গ্রাসে হরিনাম স্মরণ করিবে।

হে মিত্র মন! সকল প্রকার চাতুরী ত্যাগ কর; সাধুর সহবাসে তুমি অবশ্য (সত্য) নাম ধন পাইবে।

হরিনামের পুঁজি কণ্ঠী করিয়া তাঁহার যথা যোগ্য ব্যবহার কর। তবে ইহলোকে সুখ এবং পরলোকে (পরমেশ্বরের দরবারে) তোমার জয় জয়কার হইবে।

সেই এক নিরংকার প্রভুকে সকলের মধ্যে দেখ ; কিন্তু নানক কহিতেছে, পূর্ব্ব হইতে যাহার মস্তকে লেখা আছে সেই ভগবানকে সর্ব্বত্র দর্শন করে।

টীকা :— বিখু=বিষ। ফৈলু=বিস্তার। সংচি=সঞ্চয় করিয়া। বিউ-হার—ব্যবহার, ব্যবসায়, কারবার। দরগহি=দরবারে, ভক্তগণের সভায়। সরব নিরংতর=সকলের মধ্যে।

(৮)

একো জপি একো সালাহি ॥
একু সিমরি একো মন আহি ॥

একস কে গুন গাউ অনংত ॥
মনি তনি জাপি এক ভগৱংত ॥

একো একু একু হরি আপি ॥
পূরন পূরি রহিও প্রভু বিআপি ॥

অনিক বিসথার এক তে ভএ ॥
একু আরাধি পরাছত গএ ॥

মন তন অংতরি একু প্রভু রাতা ॥
গুর প্রসাদি নানক ইকু জাতা ॥ ৮॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ

৮। হে ভাই! সেই এক নিরংকার প্রভুকেই জপ কর ; সেই একেরই স্তুতি অর্থাৎ মহিমা কীর্ত্তন কর। সেই এককেই স্মরণ কর এবং একেকে মনে বাঞ্ছা কর।

সেই এক অনন্তেরই গুণ গান কর এবং তনু মন দ্বারা এক ভগবানকেই জপ কর।

প্রভু হরি এক, এক, এক অর্থাৎ হরি আপনি একমাত্র পূর্ণ, নিজে নিজেই সব। পূর্ণ প্রভু (পিণ্ডে এবং ব্রহ্মাণ্ডে) সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, (ভাব এই ব্যষ্টি ও সমষ্টি জগতে পূর্ণ প্রভু আপনিই ব্যাপ্ত এবং ব্যাপক স্বরূপ)।

সেই এক হইতেই বহুর বিস্তার হইয়াছে। সেই এককে আরাধনা করিয়া (আরাধনাকারীর) পাপ দূর হইয়াছে।

হে নানক! যাঁহার তনু মন অন্তর এক প্রভুরই রঙের রাগে রঞ্জিত গুরু কৃপায় তিনি এককে জানিয়াছেন।

টীকা ঃ—আহি=চাও, বাঞ্ছা কর। পরাছত=পাপ। রাঙ্গ=রাগ, লাল, রঞ্জিত, মগ্ন।

সলোকু (শ্লোক)

ফিরতি ফিরত প্রভ আইআ পরিআ তউ সরনাই ॥
নানক কী প্রভ বেনতী অপনী ভগতী লাই ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ

হে প্রভু! (অনেক যোনি) ঘুরিয়া ঘুরিয়া এখন তোমার শরণে আসিয়া পড়িয়াছি। দাসের এই বিনতি, হে প্রভো! নানককে তোমার আপন ভক্তিতে লাগাও, নিযুক্ত কর।

অষ্টপদী ২০

জাচক জনু জাচৈ প্রভ দানু ॥
করি কিরপা দেবহু হরি নামু ॥

সাধ জনা কী মাঙউগ ধূরি ॥
পারব্রহম মেরী সরধা পূরি ॥

সদা সদা প্রভ কে গুন গাৱউ ॥
সাসি সাসি প্রভ তুমহি ধিআৱউ ॥

চরন কমল সিউ লাগৈ প্রীতি ॥
ভগতি করউ প্রভ কী নিত নীতি ॥

এক ওট একো আধারু ॥
নানক মাগৈ নামু প্রভু সারু ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ

১। হে প্রভু! যাচক—দাস, আমি তোমার নিকটে এই ভিক্ষা মাগিতেছি, কৃপা করিয়া আমাকে আপনার হরিনাম দান করুন।

আমি (আপনার নিকটে) সাধু জনের চরণ ধূলি যাচ্ঞা করিতেছি। হে পরব্রহ্ম! আমার বাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

হে প্রভু! আমি সদাই তোমার গুন গান করিব; এবং শ্বাসে শ্বাসে প্রভু তোমাকেই ধ্যান করিব।

তোমার চরণ কমলে যেন আমার প্রীতি লাগিয়া থাকে এবং আমি প্রতি নিয়তই যেন হে প্রভু, তোমাকে ভক্তি করি।

তোমার নামই যেন আমার একমাত্র আশ্রয় হয় এবং নামই যেন আমার আধার হয়। হে প্রভুজি! নানক তোমার সারভূত (আসল) নাম ভিক্ষা মাগিতেছে।

টীকা ঃ—সরধা=ইচ্ছা, পূরি=পূর্ণ কর। গাৱউ=আমি গাহিব। সিউ=সহিত। নিত নীতি=নিতি নিতি; নিয়ত, সর্ব্বদা। ওট=আশ্রয়। সারু=শ্রেষ্ঠ, সারভূত।

(২)

প্রভ কী দ্রিসটি মহা সুখু হোই ॥
হরি রসু পাবৈ বিরলা কোই ॥

জিন চাখিআ সে জন ত্রিপতানে ॥
পূরন পুরখু নহী ডোলানে ॥
সুভরি ভরে প্রেম রস রংগি ॥
উপজৈ চাউ সাধ কৈ সংগি ॥
পরে সরনি আন সভ তিআগি ॥
অংতরি প্রগাস অনদিনু লিৱ লাগি ॥
বড়ভাগী জপিআ প্রভু সোই ॥
নানক নামি রতে সুখু হোই ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ

২। প্রভুর কৃপা দৃষ্টিতে মহা সুখ হয়; পরন্তু হরিরস ক্বচিৎ বিরল জনই পাইয়া থাকে।

যাঁহারা এই হরিরস আস্বাদন করিয়াছেন তাঁহারাই পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। ঐ (আত্মতৃপ্ত) পূর্ণ পুরুষ কখনও দোলায়মান হন না।

সাধু সঙ্গে যাঁহাদের উৎসাহ জাত হয় তাঁহারাই প্রেম-রসের আনন্দে ভরপূর হয়েন!

যিনি অন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া প্রভুর শরণে পতিত হইয়াছেন অহর্নিশি তাঁহার চিত্তবৃত্তি নামে লাগিয়া থাকায় অন্তরে জ্ঞান প্রকাশিত হয়।

বহু ভাগ্যবান জনই প্রভুর নাম জপ করে; অতএব হে নানক। যাঁহারাই নামে মগ্ন হইয়াছেন তাঁহাদেরই আত্মসুখ লাভ হইয়াছে।

টীকা :—হরি রস=হরিনামামৃত বা হরিনামের স্বাদ। সুভর ভরে=ভরপূর, আকণ্ঠ পরিতৃপ্ত।

(৩)

সেৱক কী মনসা পূরী ভঈ ॥
সতিগুর তে নিরমল মতি লঈ ॥

জন কউ প্রভু হোইও দইআলু ॥
সেৱকু কীনো সদা নিহালু ॥

বংধন কাটি মুকতি জনু ভইআ ॥
জনম মরন দূখু ভ্রমু গইয়া ॥

ইছ পুংনী সরধা সভ পূরী ॥
রৱ রহিআ সদ সংগি হজুরী ॥

জিস কা সা তিন লীআ মিলাই ॥
নানক ভগতী নামি সমাই ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ

৩। সেই সেবকের ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে যে সদ্‌গুরুর নিকট হইতে নির্ম্মল উপদেশ লইয়াছে, উত্তম শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে।

যে সেবকের প্রতি প্রভু দয়ালু হয়েন সেই সেবককে (সদগুরু) সর্ব্বদা সুখী রাখেন।

সেই সেবক (মোহের) বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত হয়, এবং তাহার জন্ম-মৃত্যুর দুঃখ এবং ভ্রম চলিয়া যায়।

ইচ্ছা পূরণকারী দাসের সমস্ত অভিলাস পূর্ণ করিয়াছেন ; কারণ, যে প্রভু সকলের মধ্যে সমাহিত (ব্যাপ্ত) সেবক তাঁহাকে অঙ্গসঙ্গ-রূপে সর্ব্বদা হাজিরে (নিকটে) প্রত্যক্ষ করেন।

তিনি যাঁহার (দাস) ছিলেন, তাহাকে প্রভু আপনার স্বরূপে মিলাইয়া লইয়াছেন। হে নানক! ভক্তি দ্বারা সে নামীতে মিশিয়া গিয়াছে।

টীকা :—অধিকাংশ টীকাকার 'ইছ পুংনী'র ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে—এই অর্থ করিয়াছেন। 'সা' অতীত কাল, প্রথম পুরুষ একবচন। রৱ=ভরপুর, ব্যাপ্ত বা সমাহিত।

(৪)

সো কিউ বিসরৈ জি ঘাল ন ভানৈ ॥
সো কিউ বিসরৈ জি কীআ জানৈ ॥

সো কিউ বিসরৈ জিনি সভু কিছু দীআ ॥
সো কিউ বিসরৈ জি জীৱন জীআ ॥

সো কিউ বিসরৈ জি অগনি মহি রাখৈ ॥
গুর প্রসাদি কো বিরলা লাখৈ ॥

সো কিউ বিসরৈ জি বিখু তে কাঢৈ ॥
জনম জনম কা টূটা গাঢৈ ॥

গুরি পূরৈ ততু ইহৈ বুঝাইআ ॥
প্রভ অপনা নানক জন ধিআইআ ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ

৪। হে ভাই! যিনি মেহনৎ এর ফল (দান করা ভিন্ন) রদ করেন না, বৃথা যাইতে দেন না, তাঁহাকে কেমন করিয়া ভুলিব? যিনি কৃত কর্ম্ম সব জানেন তাঁহাকে কি করিয়া ভুলিব?

যিনি সমস্ত কিছু দিয়াছেন তাঁহাকে কেমনে ভুলিব? যিনি জীবের জীবন অর্থাৎ প্রাণ স্বরূপ তাঁহাকে কেমন করিয়া ভুলিব?

যিনি মাতার গর্ভ—অগ্নি হইতে রক্ষা করেন, তাঁহাকে কিরূপে ভুলিব? গুরু কৃপায় অতি বিরল জনই তাঁহাকে জানিতে পারে।

তাঁহাকে কেমন করিয়া ভুলিব যিনি বিকার রূপ বিষ হইতে রক্ষা করেন এবং জন্ম জন্মের ভাঙ্গাকে (ভগবান হইতে বিযুক্তকে) জোড়া দেন (যুক্ত করেন)।

পূর্ণ সদগুরু যাঁহাকে এই তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন হে নানক! সে জনই আপন প্রভুকে ধ্যান করে।

টীকা ঃ—কিউ=কি করিয়া? কেমন করিয়া? কি জন্যে? কেন? ঘাল=মেহনৎ, কামাই, উপার্জ্জন। ঘাল ন ভানৈ=মেহনৎ অর্থাৎ পরিশ্রম দাবাইয়া রাখেন না, পরিশ্রমের ফল বৃথা যাইতে দেন না বা নষ্ট হইতে দেন না। কীআ=কৃতকর্ম্ম। জীৰন জীআ=জীবের প্রাণ-স্বরূপ। লাখৈ—বুঝিতে পারে, দেখিতে পাওয়া (ফরিদকোট)।

(৫)

সাজন সংত করহু ইহ কামু॥
আন তিআগি জপহু হরি নামু॥

সিমরি সিমরি সিমরি সুখ পাৰহু॥
আপি জপহু অৰরহ নামু জপাৰহু॥

ভগতি ভাই তরীঐ সংসারু॥
বিন ভগতী তনু হোসী ছারু॥

সরব কলিআণ সূখ নিধি নামু॥
বূড়ত জাত পাএ বিস্রামু॥

সগল দূখ কা হোৰত নাসু॥
নানক নামু জপহু গুন তাসু॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ

৫। হে সন্ত সজ্জন! আপনারা এই (এক) কাজ করুন, অন্য (সমস্ত উপায়) ছাড়িয়া কেবল হরিনাম জপ করুন।

হে ভাই, নাম স্মরণ কর, নাম স্মরণ কর, নাম স্মরণ করিয়া সুখ পাইবে। তুমি আপনি নাম জপ কর এবং অপরকেও নাম জপ করাও।

(এক) প্রেম-ভক্তি দ্বারাই সংসার পার হওয়া যায়, ভক্তি বিনা এই দেহ ছার, বৃথা যাইবে।

সকল কল্যাণ এবং সুখের নিধি (একমাত্র) হরিনাম। নামকে আশ্রয় করিয়া সংসার সমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তিও বিশ্রাম পায়, স্থিতি লাভ করে।

হে নানক! গুণ-সমুদ্র প্রভুর নাম জপ কর তাহাতে তোমার সমস্ত দুঃখের নাশ হইবে।

টীকা :—হোসি=ভবিষ্যৎ কাল বাচক ক্রিয়াপদ।

(৬)

উপজী প্রীতি প্রেম রস চাউ ॥
মন তন অংতর ইহী সুআউ ॥

নেত্রহু পেখি দরসু সুখ হোই ॥
মনু বিগসৈ সাধ চরন ধোই ॥

ভগত জনা কৈ মনি তনি রংগু ॥
বিরলা কোঊ পাবৈ সংগু ॥

এক বসতু দীজৈ করি মইআ ॥
গুর প্রসাদি নামু জপি লইআ ॥

তাকী উপমা কহী ন জাই ॥
নানক রহিআ সরব সমাই ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ

৬। যাঁহাদের অন্তরে প্রভুর প্রীতি এবং প্রেম রসাস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হইয়াছে এবং তনু মনে যাঁহাদের ইহাই একমাত্র প্রয়োজন—

এমন সন্ত জনকে নেত্রদ্বারা দর্শন করিলে সুখ হয় এবং সেই সাধুর চরণ ধৌত করিলে মন প্রসন্ন হয়।

(যে) ভক্ত জনের তনুমন হরি প্রেমে রঞ্জিত অর্থাৎ ভরপুর, অতি বিরল জনই এমন ভক্তের সঙ্গ লাভ করে।

হে প্রভু! দয়া করিয়া এক বস্তু দান করুন, আমি যেন গুরুকৃপায় তোমার নাম জপ করিতে পারি।

হে নানক! সেই নামী প্রভুর উপমা মুখে কহিয়া প্রকাশ করা যায় না, তিনি সর্ব্বত্র সমাহিত রহিয়াছেন।

টীকা ঃ—চাউ=আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, অভিলাষ। সুআউ=লাভ, স্বাদ, প্রয়োজন। শেষ চারি পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয় অর্থ—হে গুরো! কৃপা করিয়া (আমাকে) এক (নামরূপ) বস্তু দান করুন, (কি জন্যে?) তোমার কৃপায় যে নাম জপ লইয়াছে তাহার উপমা মুখে কহিয়া প্রকাশ করা যায় না; সদ্‌গুরু নানক কহিতেছেন তিনি সর্ব্বত্র সমাহিত হইয়া রহিয়াছেন। শেষ দুই পংক্তি, হে নানক, যিনি পরমেশ্বরকে সর্ব্বত্র সমাহিত জানিয়াছেন, তাহার উপমা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না।

(৭)

প্রভ বখসংদু দীন দইআল ॥
ভগতি ৰছল সদা কিরপাল ॥

অনাথ নাথ গোবিংদ গুপাল ॥
সরব ঘটা করত প্রতিপাল ॥

আদি পুরখু কারণ করতার ॥
ভগত জনা কে প্রান অধার ॥

জো জো জপৈ সু হোই পুনীত ॥
ভগতি ভাই লাৰৈ মন হীত ॥

হম নিরগুনীআর নীচ অজান ॥
নানক তুমরী সরন পুরখু ভগৰান ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ

প্রভুর গুণকীর্তন—

৭। হে ক্ষামাশীল! হে দীন দয়াল প্রভু! হে ভক্ত বৎসল, সদা কৃপালু!

হে গোবিন্দ! হে গোপাল! তুমি অনাথের নাথ এবং সর্ব্ব জীবের প্রতিপালক।

* তুমি আদি পুরুষ, সৃষ্টির কর্ত্তা এবং ভক্ত জনের প্রাণের আধার।

মনের অনুরাগে প্রেম ভক্তির সহিত যে যে তোমার নাম জপ করে সেই পবিত্র হইয়া যায়।

আমি গুণহীন, নীচ ও অজ্ঞান, হে ভগবান, পূর্ণ পুরুষ! নানক তোমার শরণে আসিয়াছে।

টীকা :—বখসংদ=বখ্‌শিষ্‌, কর্ম্মচক্রবিনির্মুক্তিরূপ পুরস্কার দানের মালিক বা ক্ষমাকারী। হীত=প্রেম, স্নেহ, অনুরাগ।

*দ্বিতীয় অর্থ—তুমি আদি পুরুষ, সৃষ্টির কারণ এবং কর্ত্তা এবং ভক্ত জনের প্রাণের আধার (আশ্রয়)। নীচ=অধম। অজান—অজ্ঞান।

(৮)

সরব বৈকুংঠ মুকতি মোখ পাএ ॥
এক নিমখ হরি কে গুন গাএ ॥

অনিক রাজ ভোগ বড়িআঈ ॥
হরি কে নাম কী কথা মনি ভাঈ ॥

বহু ভোজন কাপর সংগীত ॥
রসনা জপতী হরি হরি নীত ॥

ভলী সু করনী সোভা ধনৱংত ॥
হিরদৈ বসৈ পূরন গুর মংত ॥

সাধ সংগি প্রভ দেহু নিৱাসু ॥

সরবি সূখ নানক পরগাসু ॥ ৮ ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ

৮। তিনি বৈকুণ্ঠের সর্ব্ব সুখ এবং মোক্ষ অর্থাৎ নিঃশেষরূপে মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন যিনি এক নিমিষের জন্যও হরিগুণ গান করেন।

তিনি অনেক রাজ ভোগ এবং সম্মান প্রাপ্ত হন যাঁহার মনে হরিনাম এবং হরিকথা ভাল লাগে।

তিনি বহু ভোজন, বস্ত্র পরিধান এবং সঙ্গীত শ্রবণের আনন্দ ভোগ করেন যাঁহার রসনা নিত্য হরি হরি জপ করে।

তাঁহার কর্ম্ম ভাল, তিনি শোভাবন্ত এবং ধনবন্ত যাঁহার হৃদয়ে পূর্ণ গুরুর উপদেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

নানক কহিতেছে, হে প্রভু? আমাকে সাধু সঙ্গে স্থান দাও, কারণ সাধু সঙ্গেই সর্ব্ব সুখ প্রকাশিত হয়।

টীকা :—ভাঙ্গৈ=ভাল লাগে। করনী=কর্ম্ম, আচরণ।

সলোকু (শ্লোক)

সরগুন নিরগুন নিরংকার সুংন সমাধী আপি ॥

আপন কীআ নানকা আপে হী ফিরি জাপি ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ

১। তিনি সগুণ, তিনি নির্গুণ, তিনি নিরাকার এবং তিনিই শূন্য, নির্বিকল্প সমাধি। হে নানক! নিরাকার পরমেশ্বর আপনাকে সৃষ্টিরূপে বিস্তার করিয়া পুনরায় আপনিই আপনাকে জপিতেছেন, ভজনা করিতেছেন বা আপনার মধ্যে লয় করিতেছেন।

অষ্টপদী ২১

জব অকারু ইহু কছু ন দ্রিসটেতা ॥

পাপ পুংন তব কহ তে হোতা ॥

জব ধারী আপন স্থংন সমাধি ॥
তব বৈর বিরোধ কিস্থ সংগি কমাতি ॥
জব ইসকা বরন্থ চিহন্থ ন জাপত ॥
তব হরখ সোগ কহু কিসহি বিআপত ॥
জব আপন আপি আপি পারব্রহম ॥
তব মোহ কহা কিস্থ হোৱত ভরম ॥
আপন খেলু আপি ৱরতীজা ॥
নানক করনৈ হারু ন দূজা ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ

১। যখন এই আকার বিশিষ্ট দেহ বা জগৎ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইত না, তখন পাপ এবং পূণ্য কোথা হইতে আসিবে ?

যখন আপনি পরমাত্মা নির্ব্বিকল্প সমাধি লইয়া ছিলেন, তখন কাহার সহিত বৈরিতা এবং বিরোধ হইবে ?

যখন ইহার (ইহ জীব বা জগতের) বর্ণ চিহ্ন কিছুই নজরে আসিত না, প্রতীত হইত না ; তখন হর্ষ বা শোক কাহাকে ব্যাপ্ত করিবে ?

যখন পরব্রহ্ম কেবল আপনিই আপনি (নিজে নিজেই) পরব্রহ্ম তখন মোহই বা কাহার আর ভ্রমই বা কাহার ?

(পরব্রহ্ম) আপনার প্রপঞ্চরূপ লীলা আপনি করিতেছেন, হে নানক ! তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় সৃষ্টি কর্ত্তা কেহ নাই।

টীকা :—জাপদা=জানা, প্রতীত হওয়া, দৃষ্ট হওয়া।

(২)

জব হোৱত প্রভ কেৱল ধনী ॥
তব বংধ মুকতি কহু কিস কউ গনী ॥

জব একহি হরি অগম অপার ॥
তব নরক সুরগ কহু কউন অউতার ॥

জব নিরগুন প্রভ সহিজ সুভাই ॥
তব সিব সকত কহহু কিউ ঠাই ॥

জব আপহি আপি অপনী জোতি ধরৈ ॥
তব কবন নিডরু কবন কত ডরৈ ॥

আপন চলিত আপি করনৈ হার ॥
নানক ঠাকুর অগম অপার ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ

২। যখন প্রভুই কেবল একমাত্র মালিক ছিলেন অর্থাৎ যখন প্রপঞ্চরূপ মলা রহিত কেবল একমাত্র শুদ্ধ স্বরূপ প্রভু ছিলেন তখন কাহাকে বদ্ধ, কাহাকেই বা মুক্ত বলিয়া গণনা করিব ?

যখন একমাত্র অগম অপার হরি ছিলেন বল, তখন কে স্বর্গে, কেই বা নরকে জন্ম লইবে ?

যখন নির্গুণ প্রভু আপম সহজ স্বরূপে অবস্থিত ছিলেন বল, তখন কোথায় শিব এবং কোথায় বা শক্তি (পুরুষ-প্রকৃতি) ?

যখন তিনি নিজেই আপনার মধ্যে আপন জ্যোতি ধারণ করিয়া ছিলেন বল, তখন নির্ভয়'ই বা কে, আর কেই বা কি প্রকারে ভীত হয় ?

তিনি আপন লীলা আপনি করেন। হে নানক! ঠাকুর অগম এবং অপার।

(৩)

অবিনাসী সুখ আপন আসন ॥
তহ জনম মরন কহু কহা বিনাসন ॥

জব পূরন করতা প্রভ সোই ॥
তব জম কী ত্রাস্থ কহহু কিস্থ হোই ॥

জব অবিগত অগোচরু প্রভ একা ॥
তব চিত্র গুপত কিস্থ পূছত লেখা ॥

জব নাথ নিরংজন অগোচরু অগাধে ॥
তব কউন ছূটে কউন বংধন বাপে ॥

আপন আপ আপ হী অচরজা ॥
নানক আপন রূপ আপহী উপরজা ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ

৩। যখন অবিনাশী, সুখ স্বরূপ আপন আসনে অবস্থিত ছিলেন বল, তখন জন্ম-মরণ কোথায় এবং (তাহার) নাশই বা কোথায় ছিল ?

যখন সেই প্রভুই পূর্ণ কর্ত্তা বল, তখন কাহার যমের ভয় হইবে ?

যখন অবিগত এবং অগোচর প্রভু একমাত্র বর্ত্তমান ছিলেন তখন চিত্রগুপ্ত কাহার নিকটে লেখা (কর্মফল) জিজ্ঞাসা করিবে ?

যখন নিরঞ্জন, মায়ার মলা রহিত, মন বাণীর অগোচর, অথাই প্রভু একমাত্র বর্ত্তমান ছিলেন তখন কে'ই বা মুক্ত, কে'ই বা বদ্ধ।

তিনি আপনি আপনাতে আপনিই আশ্চর্য্যবৎ। হে নানক! তিনি আপনার রূপ আপনিই উৎপন্ন করিয়াছেন।

টীকা :— আসন=স্থান বা স্বরূপ। অবিগত=অব্যক্ত। অগোচর= ইন্দ্রিয়াতীত। লেখা=কর্ম্মের হিসাব।

(৪)

জহ নিরমল পুরখু পুরখু পতি হোতা ॥
তহ বিন মৈলু কহহু কিআ ধোতা ॥

জহ নিরংজন নিরংকার নিরবান ॥
তহ কউন কউ মান কউন অভিমান॥

জহ সরূপ কেৰল জগদীস ॥
তহ ছল ছিদ্র লগত কহু কীস ॥

জহ জোতি সরূপী জোতি সংগি সমাবৈ ॥
তহ কিসহি ভূখ কৱনু ত্রিপতাবৈ ॥

করন করাৱন করনৈ হারু ॥
নানক করতে কা নাহি সুমারু ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ

৪। যখন পুরুষ-পতি,—জীবের স্বামী (কেবল এক) নির্ম্মল পুরুষই ছিলেন তখন সমস্তই মল রহিত ; তবে বল, কে কাহাকে ধৌত করিবে ?

যথায় কেবল নিরঞ্জন, নিরঙ্কার, নির্ব্বাণ পুরুষই বর্ত্তমান ছিলেন তথায় কাহার মান, কাহারই বা অভিমান ?

যথায় কেবল একমাত্র জগদীশ্বরের স্বরূপ বর্ত্তমান ছিল বল, তথায় ছল, ছিদ্র কাহাকে লাগিবে ?

যখন জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতিতে সমাহিত ছিলেন তখন কাহার বা ক্ষুধা, কেই বা তৃপ্ত হয় ?

যে কর্ত্তা পুরুষ সমস্ত কিছু নিজে করেন এবং জীবকে দিয়া করায়েন হে নানক, সেই কর্ত্তার হিসাব গণনা করা যায় না, তিনি অন্তহীন।

টীকা ঃ—নিরঞ্জন=মায়ামলা রহিত। নিরংকার=আকার রহিত। নিরবান=বাসনা রহিত। সুমারু=গণনা, হিসাব, অন্ত।

(৫)

জব অপনী সোভা আপন সংগি বনাঈ ॥
তব কৱন মাই বাপ মিত্র সুত ভাঈ ॥

জহ সরব কলা আপহি পরবীন ॥
তহ বেদ কতেব কহা কোঊ চীন ॥

জব আপন আপু আপি উরধারৈ ॥
তউ সগন অপসগন কহা বীচারৈ ॥

জহ আপন ঊচ আপন আপি নেরা ॥
তহ কউন ঠাকুরু কউন কহীঐ চেরা ॥

বিসমন বিসম রহে বিসমাদ ॥
নানক অপনী গতি জানহু আপি ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ

৫। যখন তিনি নিজের শোভা নিজের মধ্যে সৃজন করিয়া ছিলেন তখন কে মা, কে বাপ, কে মিত্র, কে সুত, কে ভাই ?

যখন সকল কলায় (সর্ব্ব শক্তিতে) তিনি আপনি প্রবীণ ছিলেন তখন বল, বেদ কোরাণের চিহ্ন কোথায় ছিল ?

যখন নিজেই নিজকে নিজ হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিয়া ছিলেন তখন—শুভ, অশুভ কে বিচার করিবে ?

যখন আপনিই আপনা হইতে উচ্চে অর্থাৎ দূরে এবং আপনিই নিকটে তখন স্বামীই বা কে, আর সেবকই বা কাহাকে বলিব।

হে আশ্চর্য্য প্রভু ! তুমি আশ্চর্য্য হইতে আশ্চর্য্য হইয়া রহিয়াছ। নানক কহিতেছে, তুমি আপনার গতি আপনিই জান।

টীকা :—চীন=চিহ্ন, জানা, চেনা। চেরা=চেলা, সেবক।

(৬)

জহ অছল অছেদ অভেদ সমাইআ ॥
ঊহা কিসহি বিআপত মাইআ ॥

আপস কউ আপহি আদেস্থ ॥
তিহু গুণ কা নাহী পরৱেস ॥

জহ একহি এক এক ভগৱংতা ॥
তহ কউন অচিংত কিস্থ লাগৈ চিংতা ॥

জহ আপন আপু আপি পতীআরা ॥
তহ কউন কথৈ কউনু স্থননৈ হারা ॥

বহু বিঅংত ঊচ তে ঊচা ॥
নানক আপস কউ আপহি পহূচা ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ

৬। (প্রলয়কালে) যখন তিনি ছল-রহিত, ছেদ অর্থাৎ বিনাশ রহিত এবং ভেদ রহিত হইয়া আপনি আপনাতে সমাহিত ছিলেন তখন মায়া কাহাকে ব্যাপ্ত করিবে ?

তখন আপনার রূপকে আপনিই নমস্কার (অর্থাৎ পূজা) করিতেন, (কারণ), ত্রিগুণের প্রবেশ তখন হয় নাই।

যখন একমাত্র অদ্বিতীয় ভগবান একাকী বর্ত্তমান ছিলেন তখন কে চিন্তামুক্ত এবং কে'ই বা চিন্তাযুক্ত ?

যখন নিজেই নিজেকে আপনি উপলব্ধি করিতেন তখন কে বক্তা, কেই বা শ্রোতা ?

তিনি অপার-অন্তরহিত, উচ্চ হইতেও উচ্চ। হে নানক! তিনি আপনার নিকটে আপনিই পৌঁছাইতে পারেন।

(৭)

জব আপ রচিও পরপংচু অকারু ॥
তিহুগুন মহি কীনো বিসথারু ॥

পাপ পুংন তহ ভঈ কহাৱত ॥
কোঊ নরক কোঊ সুরগ বংছাৱত ॥

আল জাল মাইআ জংজাল ॥
হউমৈ মোহ ভরম ভৈ ভার ॥

দুখ সুখ মান অপমান ॥
অনিক প্রকার কীও বখ্যান ॥

আপন খেলু আপি করি দেখৈ ॥
খেলু সংকোচৈ তউ নানক একৈ ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ

[এখন ৭ম ও ৮ম পৌড়ীতে সৃষ্টি বিস্তারের কথা বলা হইতেছে—]

৭। যখন পরব্রহ্ম আপনি এই আকাররূপ জগৎ প্রপঞ্চ রচনা করিলেন তখন তাহাঁতে তিন গুণের বিস্তার করিলেন।

তখন 'পাপ-পুণ্য' বলা স্বরু হইল, কেহ নরক, কেহ স্বর্গ বাঞ্ছা করিতে লাগিল।

তখন সংসার বন্ধন, মায়ার জঞ্জাল, অহংতা-মমতা, মোহ, ভ্রম এবং ভয়ের বোঝা—

দুঃখ সুখ, মান অপমান প্রভৃতি অনেক প্রকারের ব্যাখ্যা কহিতে আরম্ভ হইল।

তিনি আপনাকে জগৎরূপে সৃষ্টি করিয়া আপনার খেলা আপনি

দেখিতেছেন কিন্তু হে নানক! যখন তিনি খেলা সঙ্কোচ করেন তখন তিনি একা, একমাত্র অদ্বিতীয়।

টীকা ঃ—আল জাল=সংসার বন্ধন।

(৮)

জহ অবগত (অবিগতু) ভগতু তহ আপি ॥
জহ পসরৈ পসারু সংত পরতাপি ॥

দুহূ পাখ কা আপহি ধনী ॥
উনকী সোভা উনহূ বনী ॥

আপহি কউতকু করৈ অনদ চোজ ॥
আপহি রস ভোগন নিরজোগ ॥

জিসু ভাৰৈ তিসু আপন নাই লাৰৈ ॥
জিসু ভাৰৈ তিসু খেল খিলাৰৈ ॥

বেসুমার অথাহ অগনত অতোলৈ ॥
জিউ বুলাৰহু তিউ নানক দাস বোলৈ ॥৮॥২১

বঙ্গানুবাদ

৮। যথায় প্রভু অবিগত, অব্যক্ত-নিরংকার তথায় আপনি ভক্ত-রূপে ব্যক্ত। যথায় তোমার সৃষ্টির পসরা (প্রসারিত) সেখানেই সন্তের প্রতাপ, সাধুর মহিমা।

অব্যক্ত ও ব্যক্ত উভয় পক্ষের তুমিই মালিক। তোমার শোভা তোমা হইতেই হয়।

তুমি নিজেই ক্রীড়া কৌতুক অর্থাৎ আনন্দ করিতেছ এবং আপনিই আনন্দের আনন্দ গ্রহণ করিতেছ। রসিক হইয়া তুমি আপনি রস ভোগী এবং আপনিই রস ইহাতে অসঙ্গ (নির্লিপ্ত)।

তুমি যাহাকে ইচ্ছা কর, তাহাকে তোমার নামে লাগাও। আবার যাহাকে ইচ্ছা কর, তাহাকে সংসার খেলায় খেলাও, মত্ত রাখ।

হে অনন্ত! হে অথাহ! হে গণনাতীত, অসংখ্য! হে অতুল্য! তুমি যেমন বলাও, দাস নানক তাহাই বলে।

টীকা:—দুহু পাখ=উভয় পক্ষ, ব্যক্ত এবং অব্যক্ত বা সন্তের প্রতাপ এবং মায়ার প্রতাপ (সাহিব সিং)।

প্রথম দুই লাইনের ভাবার্থ—যথায় (অবিগত) ন+বিগত=অচলা বা স্থিরা (ভগতু) ভক্তি, তথায় আপনি অর্থাৎ যেখানে স্থিরা ভক্তি সেখানে আপনি। যেখানে তুমি সৃষ্টি প্রসারিত করিয়াছ সেখানেও তোমার সন্তের প্রতাপ। উভয় পক্ষ—ভক্ত এবং ভক্তি।

সলোকু (শ্লোক)

জীঅ জংত কে ঠাকুরা আপে ৱরতন হার ॥
নানক একো পসরিআ দূজা কহ দ্রিসটার ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ

১। হে জীব জন্তুর ঠাকুর, সূক্ষ্ম ও স্থূল জীব জগতের মালিক! তুমি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। নানক কহিতেছে, হে প্রভু! যখন এক তুমিই সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ; পুনরায় দ্বিতীয় কোন্ বস্তু দৃষ্টি পথে আসিবে ?

অষ্টপদী ২২

আপি কথৈ আপি সুননৈহারু ॥
আপহি একু আপি বিসথারু ॥

জা তিসু ভাবৈ তা স্রিসটি উপাএ ॥
আপনৈ ভাণৈ লএ সমাএ ॥

তুম তে ভিংন নহী কিছু হোই ॥
আপন সূতি সভু জগত পরোই ॥

জা কউ প্রভ জীউ আপি বুঝাএ ॥
সচু নামু সোঈ জনু পাএ ॥

সো সমদরসী তত কা বেতা ॥
নানক সগল স্রিসটি কা জেতা ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ

১। প্রভু আপনি বক্তা, আপনি শ্রোতা; আপনি এক এবং আপনিই অনেক।

যখন তিনি ইচ্ছা করেন তখন সৃষ্টি রচনা করেন এবং আপন ইচ্ছায় সৃষ্টি গুটাইয়া লয়েন।

হে প্রভু! তোমার ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হয় না; সমস্ত জগৎ তোমার নিজ সূত্রে গাঁথা।

হে প্রভুজি! যাহাকে তুমি আপনি বুঝাও সেই তোমার সত্য নাম প্রাপ্ত হয়।

সেই সমদর্শী, সেই তত্ত্ববেত্তা; নানক কহিতেছে, সে'ই সমস্ত জগৎ জেতা, তিনিই সমস্ত জগৎ জয় করিয়াছেন।

(২)

জীঅ জংত সভ তা কে হাথ ॥
দীন দইআল অনাথ কো নাথ ॥

জিসু রাখৈ তিসু কোই ন মারৈ ॥
সো মুআ জিসু মনহু বিসারৈ ॥

তিসু তজি অৱর কহা কো জাই ॥
সভ সিরি একু নিরংজন রাই ॥

জীঅ কী জুগতি জাকৈ সভি হাথি ॥
অংতরি বাহরি জানউ সাথি ॥

গুন নিধান বেঅংত অপার ॥
নানক দাস সদা বলিহার ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ

২। সমস্ত জীব জন্তু তাঁহার হাতে। তিনি দীন দয়াল, অনাথের নাথ।

তিনি যাহাকে রাখেন, কেহ তাহাকে মারিতে পারে না। সেই মৃত, যাহাকে তিনি মন হইতে বিস্মৃত হয়েন।

সেই প্রভুকে ত্যাগ করিয়া কে অন্যত্র কোথায় যাইবে? সেই এক নিরঞ্জন পুরুষ সকলের শির, শীর্ষ এবং রাজা।

সমস্ত জীবের যুক্তি (গতি) যাঁহার হাতে তাহাকে অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র আপনার সাথে জানিবে।

তিনি গুণ-নিধি, অন্তহীন, অপার। দাস নানক, সর্ব্বদা তাঁহার বলিহারি যায়।

টীকা:—হাথি=হাতে অর্থাৎ বশে। মূআ=মৃত। বিসারৈ=ভুলিয়া যায়।

(৩)

পূরন পূর রহে দইআল ॥
সভ ঊপর হোৱত কিরপাল ॥

অপনে করতব জানৈ আপি ॥
অংতরজামী রহিও বিআপি ॥

প্রতিপালৈ জীঅনু বহু ভাতি ॥
জো জো রচিও সু তিসহি ধিআতি ॥

জিসু ভাৱৈ তিসু লএ মিলাই ॥
ভগতি করহি হরি কে গুণ গাই ॥

মন অংতরি বিস্বাসু করি মানিআ ॥
করনহার নানক ইকু জানিআ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ

৩। সেই দয়াল প্রভু সর্ব্বত্র ভরপূর রহিয়াছেন এবং সকলের প্রতি তিনি কৃপালু।

তিনি আপনার কর্ত্তব্য আপনি জানেন। সেই অন্তর্য্যামী সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন।

তিনি জীবকে বহু প্রকারে প্রতিপালন করিতেছেন। যে সকল জীবকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তাহারাই তাঁহার ধ্যান করে।

যাহাকে তিনি ইচ্ছা করেন তাহাকে আপনার সহিত মিলিত করিয়া লয়েন। সে হরিগুণ গান করে এবং শ্রীহরিকে ভক্তি করে।

যিনি বিশ্বাস পূর্ব্বক মনের অন্তরে তাঁহাকে মানিয়া লইয়াছেন, ধারণ করিয়াছেন, হে নানক! তিনিই একমাত্র কর্ত্তা পুরুষকে জানিয়াছেন।

টীকা :— জীঅন=জীবের।

(৪)

জনু লাগা হরি একৈ নাই ॥
তিস কী আস ন বিরথী জাই ॥

সেৱক কউ সেৱা বনি আঈ ॥
হুকম বূঝ পরম পদু পাঈ ॥

ইসতে ঊপরি নাহী বীচারু ॥
জাকৈ মনি বসিআ নিরংকারু ॥

বংধন তোর ভএ নিরবৈর ॥
অনদিনু পূজহি গুরকে পৈর ॥

ইহ লোক সুখীএ পরলোকু সুহেলে ॥
নানক হরি প্রভি আপহি মেলে ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ

৪। যে জন এক হরিনামেই লাগিয়া আছে, তাহার আশা বৃথা যায় না।

সেবক কেবল সেবাই জানে, এক সেবাতেই তাহাদের প্রীতি যেহেতু, প্রভুর হুকুম মানিয়া তাহারা পরম পদ প্রাপ্ত হয়। ইহার উপরে তাহাদের মনে অপর বড় বিচার আর কিছুই নাই।

যাহাদের হৃদয়ে নিরংকার প্রভু আপনি বসিয়া আছেন, তাঁহারা বাঁধন ছিন্ন করিয়া নির্বৈর হয়েন এবং দিবা রাত্র শ্রীগুরুর চরণ পূজা করেন।

তাঁহারা ইহলোকে সুখী এবং পরলোকেও সুখী হইবেন কারণ, হে নানক! দাসকে হরি প্রভু নিজে আপনার সহিত মিলাইয়া লইবেন।

টীকা :—সেৱক কউ সেৱা বনি········পদু পাঈ ॥

ফরিদ কোট—জিস সেৱক কো তিসকী সোৱা (সেৱা) বনি আঈ অরথাত তিস সে হোই আঈ হৈ। তিসনে পরম পদু কে দেনে হারী সমঝ সতিগুরো সে পাঈ হৈ।

গিআনী বিষণ সিং—সেৱক লঈ সেৱা করনী হী বণদী হৈ, উসনে সুআমী জী দে হুকুম নু পছাণ কর কে পরম পদবী পা লঈ হৈ।

Macauliffe—Service is the duty of the servant :
He who obeyeth God's order shall obtain
the supreme state,
than which nothing more exalted can
be conceived.

ম্যাকলিফ পরের এক লাইন "ইসতে উপরি······বীচার" এর সঙ্গে জুরিয়া দিয়া অর্থ করিয়াছেন।

Mac. vol III P. 264.

আবার পরের তিন লাইন এক সঙ্গে লইয়া অর্থ করিয়াছেন :—

(৫)

সাধ সংগি মিলি করহু অনংদ ॥
গুন গাৱহু প্রভ পরমা নংদ ॥

রাম নাম ততু করহু বীচারু ॥
দ্রুলভ দেহ কা করহু উধারু ॥

অংম্রিত বচন হরিকে গুন গাউ ॥
প্রান তরন কা ইহৈ সুআউ ॥

আঠ পহর প্রভ পেখহু নেরা ॥
মিটৈ অগিআনু বিনসৈ অংধেরা ॥

সুনি উপদেসু হিরদৈ বসাৱহু ॥
মন ইছে নানক ফল পাৱহু ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ

৫। হে ভাই! সাধু সঙ্গে মিলিত হইয়া আনন্দ কর এবং পরমানন্দ প্রভুর গুণ গান কর।

রাম নাম জপরূপ তত্ত্বের বিচার কর এবং তদ্দ্বারা এই দুর্লভ মনুষ্য দেহের উদ্ধার কর।

অমৃত রূপ সুমিষ্ট বচন দ্বারা শ্রীহরির গুণ গান কর—প্রাণ ধারণের (বা মনুষ্য জন্মের) ইহাই শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন।

অষ্ট প্রহর প্রভুকে আপনার নিকটে প্রত্যক্ষ কর, তাহাতে অজ্ঞান মিটিয়া যাইবে এবং মোহরূপ অন্ধকার বিনষ্ট হইবে।

সদ্‌গুরুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে ধারণ কর; তাহা হইলে হে নানক! মনের ইচ্ছানুরূপ ফল পাইবে।

টীকা :— দ্রলভ=দুর্লভ। সুআউ=প্রয়োজন, সুখ সাধন। "প্রান তরন কা ইহৈ সুআউ" ম্যাকলিফ 'প্রাণ' অর্থে Soul করিয়াছেন That is the way to save they soul জীবন উদ্ধারের ইহাই প্রয়োজন (Mac. vol. III P. 264) নেরা—নিকটে, সাক্ষাতে।

(৬)

হলতু পলতু দুই লেহু সবারি ॥
রাম নাম অংতর উরি ধারি ॥

পূরে গুরকী পূরী দীখিআ ॥
জিসু মনি বসৈ তিসু সাচু পরীখিআ ॥

মনি তনি নামু জপহু লিব লাই ॥
দূখু দরদু মনি তে ভউ জাই ॥

সচু বাপারু করহু বাপারী ॥
দরগহ নিবহৈ খেপ তুমারী ॥

একা টেক রখহু মন মাহি ॥
নানক বহুরি ন আবহি জাহি ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ

৬। হে ভাই! রাম নাম হৃদয় মধ্যে ধারণ করিয়া ইহলোক ও পরলোকের কাজ সমাধা করিয়া লও।

পূর্ণ গুরুর পূর্ণ দীক্ষা, পূর্ণ সদ্‌গুরুর উপদেশ যাহার মনে বসিয়াছে, তিনি সত্য স্বরূপকে বুঝিয়াছেন।

মন, তনু এবং চিত্ত লাগাইয়া নাম জপ কর তাহা হইলে দুঃখ, (দরদ) শোক এবং মন হইতে ভয় চলিয়া যাইবে।

হে ব্যাপারী! সত্য নামের ব্যাপার কর; তাহা হইলে তোমার এই সওদাগরী, সত্য নামের খেপ (বোঝা) (তোমার সহিত) পরমেশ্বরের দরবারে যাইবে (অথবা দরবারে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে)।

মনে সেই একের উপরে আশা রাখ। নানক কহিতেছে, পুনরায় আসা যাওয়া করিতে হইবে না।

টীকা :— হলতু=ইহলোক। পলতু=পরলোক। দীখিআ=দীক্ষা, শিক্ষা, উপদেশ। জিস্ মনি=যাহার মনে। পরীখিআ—পরীক্ষা করিয়াছে, বুঝিয়াছে। লিৱ=প্রীতি অথবা চিত্ত। লাই=লাগাইয়া। ব্যাপার=কারবার। নিবহৈ=মাথায় চড়িয়া যায়, মূল্য পাইবে (সাহিব সিং), সফল হয় (পঞ্চগ্রন্থী), সঙ্গে যায় (ম্যাকলিফ), প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে (জ্ঞানী বিসন সিং), নির্ব্বাহ হইবে, চরিতার্থ হইবে।

(৭)

তিসতে দূরি কহা কো জাই ॥
উবরৈ রাখন হারু ধিআই ॥

নিরভউ জপৈ সগল ভউ মিটৈ ॥
প্রভ কিরপা তে প্রাণী ছুটৈ ॥

জিস্ প্রভ রাখৈ তিস্ নাহী দূখ ॥
নামু জপত মনি হোৱত সূখ ॥

চিংতা জাই মিটৈ অহংকারু ॥
তিসু জন কউ কোই ন পহুচন হারু ॥
সিরি উপরি ঠাঢা গুরু সূরা ॥
নানক তাকৈ কারজ পূরা ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ

৭। তাঁহা হইতে দূরে, তাঁহাকে ভুলিয়া কে কোথায় যাইবে ? ত্রাণকর্ত্তা প্রভুর ধ্যান কর, তাহা হইলে যমের হাত হইতে রক্ষা পাইবে।

নির্ভয় প্রভুর নাম জপ করিলে সকল ভয় দূর হয় এবং প্রভুর কৃপায় জীব মুক্ত হয়।

যাহাকে প্রভু রক্ষা করেন, তাহার কোনই দুঃখ হয় না ; কারণ নাম জপ করিলে মনে সুখ হয়,

চিন্তা দূর হয় এবং অহঙ্কার মিটিয়া যায়। সেই ব্যক্তির নাগাল কেহই পায় না।

যে হেতু তাহার মাথার উপরে (বীরশ্রেষ্ঠ) পূর্ণ সদ্‌গুরু দণ্ডায়মান—এ কারণ, হে নানক! তাহার সমস্ত কার্য্য পূর্ণ হয়। সেই গুরু কি প্রকারের ? তাহাই পরবর্ত্তী পৌড়ীতে বলিতেছেন—

(৮)

মতি পূরী অংম্রিত জাকী দ্রিসটি ॥
দরসনু পেখত উধরত স্রিসটি ॥
চরন কমল জা কৈ অনূপ ॥
সফল দরসনু সুংদর হরি রূপ ॥

ধংন সেৱা সেৱকু পরৱানু ॥
অংতরজামী পুরখু পরধানু ॥

জিসু মন বসৈ সু হোত নিহালু ॥
তাকৈ নিকটি ন আৱত কালু ॥

অমর ভএ অমরা পদু পাইআ ॥
সাধ সংগি নানক হরি ধিআইআ ॥ ৮ ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ

৮। (গুরু) যাঁহার জ্ঞান পূর্ণ এবং দৃষ্টি অমৃতবর্ষী তাঁহাকে নেত্রদ্বারা দর্শন করিলে সমস্ত জগৎ উদ্ধার হইয়া যায়।

যে গুরুদেবের চরণ কমল অনুপম, সেই গুরুর দর্শন সফল—কারণ, তাঁহার রূপ সুন্দর শ্রীহরিরই রূপ।

চিত্তবৃত্তির নিয়ামকরূপে সেই পুরুষ প্রধান যাহার অন্তরে বাস করেন তাঁহার সেবা ধন্য, ধন্য সেই প্রমাণিক সেবক।

তিনি যাহার হৃদয়ে বাস করেণ তিনি কৃতকৃত্য, সফল কাম হয়েন। কাল তাহার নিকটে আসে না।

তিনি অমর পদ লাভ করিয়া অমর হয়েন, যিনি হে নানক! সাধু সঙ্গে মিলিত হইয়া শ্রীহরির ধ্যান করেন।

টীকা :— মতি=শুদ্ধ বুদ্ধি, জ্ঞান। দ্রিসটি=দৃষ্টি, নজর। পেখত=দর্শন মাত্রে। নিহাল=কৃতকৃত্য। সাধ সংগি=সাধু সঙ্গে, সদগুরুর সহিত মিলিত হইয়া।

সলোকু (শ্লোক)

গিআন অংজনু গুর দীআ অগিআন অংধেরু বিনাসু ॥
হরি কিরপা তে সংত ভেটিআ নানক মনি পরগাসু ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ

১। গুরু যাহার বুদ্ধিরূপ নেত্রে জ্ঞানরূপ অঞ্জন পরাইয়া দিয়াছেন তাহার অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশ হইয়া গিয়াছে।

হে নানক! শ্রীহরির কৃপায় যাহার সন্ত-সদ্‌গুরু লাভ হইয়াছে তাহার অন্তঃকরণে জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়াছে।

অষ্টপদী ২৩

সংত সংগি অংতরি প্রভু ডীঠা ॥
নামু প্রভূ কা লাগা মীঠা ॥

সগল সমগ্রী একসু ঘটি মাহি ॥
অনিক রংগি নানা দ্রিসটাহি ॥

নউনিধি অংম্রিত প্রভি কা নামু ॥
দেহী মহি ইসকা বিসরামু ॥

সুংন সমাধি অনহত তহ নাদ ॥
কহনু ন জাঈ অচরজ বিসমাদ ॥

তিন দেখিআ জিসু আপি দিখাএ ॥
নানক তিসু জন সোঝী পাএ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ

১। যাহারা সাধু সঙ্গে (থাকিয়া) আপন অন্তঃকরণে প্রভুকে দর্শন করেন তাহাদের প্রভু প্রদত্ত নাম মিষ্ট লাগে।

জগতের সমুদায় বস্তু সামগ্রী এক প্রভুর দেহেই ভরপুর রহিয়াছে, তাঁহার অনেক প্রকারের-রং নানা রূপে প্রতিভাত হইতেছে, দেখা যাইতেছে।

প্রভুর নাম নবনিধি এবং অমৃত স্বরূপ, দেহীতেই উক্ত নামের বিশ্রাম অর্থাৎ নিবাস।

তাহাতে শূন্য (নির্ব্বিকল্প) সমাধি এবং অনাহত নাদ (শ্রবণ) হয়; এই বিস্ময়কর আশ্চর্য্য (বিষয়) বাক্যে প্রকাশ করা যায় না।

প্রভু যাহাকে আপনি দেখায়েন, তিনিই দেখেন এবং হে নানক! সেই তাহা বুঝিতে পারে।

(২)

সো অংতরি বাহরি অনংত॥
ঘটি ঘটি বিআপি রহিআ ভগৱংত॥

ধরনি মাহি আকাস পইআল॥
সরব লোক পূরন প্রতিপাল॥

বন তিন পরবত হৈ পারব্রহমু॥
জৈসী আগিআ তৈসা করম॥

পউণ পাণী বৈসংতরু মাহি॥
চার কুংট দহদিসে সমাহি॥

তিসতে ভিংন নহী কো থাউ॥
গুর প্রসাদি নানক সুখু পাউ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ

২। সেই অনন্ত ভগবানই অন্তরে এবং বাহিরে। তিনি প্রতি দেহে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন।

পৃথিবীতে, আকাশে, পাতালে, সর্ব্ব লোকে পূর্ণ থাকিয়া তিনি সকল জীবের প্রতিপালক।

বণে, তৃণে, পর্ব্বতে পরব্রহ্ম ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। তাঁহার যেমন যেমন আজ্ঞা হয়, জীব সেই সেই প্রকার কর্ম্মই করে।

তিনি পবনে, জলে, অগ্নিতে এবং চারি ভুবন, চতুর্ব্বিধ প্রাণীর উৎপত্তিস্থল এবং দশ দিকে সমাহিত (ব্যাপ্ত) রহিয়াছেন।

তিনি ভিন্ন কোন স্থান নাই। হে নানক! গুরু কৃপায় (অবিনশী) সুখ লাভ হয়।

(৩)

বেদ পুরান সিংম্রিতি মহি দেখু ॥
সসীঅর সূর নখ্যত্র মহি একু ॥

বাণী প্রভকী সভ কো বোলৈ ॥
আপি অডোলু ন কবহূ ডোলৈ ॥

সরব কলা করি খেলৈ খেল ॥
মোলি ন পাঈঐ গুণহি অমোল ॥

সরব জোতি মহি জাকী জোতি ॥
ধারি রহিও সুআমী ওতি পোতি ॥

গুর প্রসাদি ভরম কা নাসু ॥
নানক তিন মহি এহু বিসাসু ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ

৩। বেদ, পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করিয়া দেখ—সেখানে, এবং চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র মধ্যেও এক তিনি।

প্রভুরই বাণী (প্রভুর সত্তায় জীবের সত্তা, সুতরাং 'বাণী') সকলে বলে। পরন্তু (সকলের মধ্যে থাকিয়া) তিনি আপনি স্থির; কখনও দোলায়মান হন না।

তুমি সমস্ত শক্তি দ্বারা এই সৃষ্টি রচনা করিয়া আপন খেলা খেলিতেছ (অথবা ষোড়শ কলা বিশিষ্ট পুরুষ রচনা করিয়া তুমি আপনার খেলা খেলিতেছ); তোমার গুণ অমূল্য (অসীম), তোমার মূল্য (সীমা) কেহ পায় না।

সকল জ্যোতির মধ্যে যাঁহার জ্যোতি (যাঁহার চৈতন্যে জীবের চৈতন্য) সেই প্রভু ওতপ্রোত ভাবে সকলকে ধারণ করিয়া আছেন।

গুরু কৃপায় যাহার ভ্রম নাশ হইয়াছে; হে নানক! তাহারই এই বিশ্বাস হইয়াছে (যে তিনিই সব)।

টীকা :— অডোলু=স্থির, নির্ব্বিকার, অচঞ্চল। মোলি=মূল, মূল্য বা সীমা।

(৪)

সংত জনা কা পেখনু সভু ব্রহমু ॥
সংত জনা কৈ হিরদৈ সভ ধরমু ॥

সংত জনা সুনহি সুভ বচন ॥
সরব বিআপী রাম সংগি রচন ॥

জিনি জাতা তিসকী এহ রহত ॥
সতি বচন সাধূ সভি কহত ॥

জো জো হোই সোঈ সুখু মানৈ ॥
করন করাৱন হারু প্রভি জানৈ ॥

অংতরি বসৈ বাহরি ভী ওহী ॥
নানক দরসনু দেখি সভু মোহী ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ

৪। সন্তজন যাহা কিছু দেখেন সমস্তই ব্রহ্মরূপ দর্শন করেন। সন্তজনের হৃদয়ে সর্ব্বধর্ম্ম বিদ্যমান।

সন্তজন (কর্ণে) শুভ বচন শ্রবণ করেন এবং সর্ব্বব্যাপী রামের সহিত মজিয়া থাকেন।

যাঁহারা প্রভুকে জানিয়াছেন তাঁহাদের ইহাই রীতি (শিষ্টাচার বা ধ্যানের বিষয়) যে, তাঁহারা (সাধু) সর্ব্বদা সত্যবাক্য বলেন।

তাঁহারা করণ কারণের মালিক একমাত্র প্রভুকেই জানেন; এবং যখন যাহা কিছু ঘটে (তাহা প্রভুরই দান মনে করিয়া) তাহাতেই তাঁহারা সুখী থাকেন।

যিনি অন্তরে বাস করেন, বাহিরেও তিনি। হে নানক! প্রভুকে সর্ব্বত্র দর্শন করিয়া সন্তজন মোহিত হয়েন।

অথবা

শ্রীহরি যাহার অন্তরে বাস করেন এবং বাহিরেও তিনি হে নানক! এমন সন্তজনকে দর্শন করিয়া সমস্ত জগৎ মুগ্ধ হয়।

টীকাঃ— পেখন=দর্শন, নজর। হিরদৈ=হৃদয় মধ্যে। সতি=সার, সত্য। রহত=রীতি, আচার, কার্য্য কলাপ। সভু=সমস্ত, এখানে সমস্ত জগৎ।

(৫)

আপি সতি কীআ সভু সতি ॥
তিসু প্রভ তে সগলী উতপতি ॥

তিসু ভাবৈ তা করে বিসথারু ॥
তিসু ভাবৈ তা একংকারু ॥

অনিক কলা লখী নহ জাই ॥
জিসু ভাবৈ তিসু লএ মিলাই ॥

কবন নিকটি কবন কহীঐ দূরি ॥
আপে আপি আপি ভরপূরি ॥

অংতরি গতি জিসু আপি জনাএ ॥
নানক তিসু জন আপি বুঝাএ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ

৫। যিনি আপনি সত্য তাঁহার কৃত-সমুদায় সৃষ্টিও সত্য। সেই প্রভু হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি যখন ইচ্ছা করেন তখন এই প্রপঞ্চ বিস্তার করেন। যখন তিনি ইচ্ছা করেন তখন (এই সমুদায় প্রপঞ্চ আপনার সহিত মিলাইয়া লইয়া) তিনি একা—একমাত্র অদ্বিতীয়।

তাঁহার অনেক শক্তি; তাহা লক্ষ্য করা যায় না। তিনি যাঁহাকে ইচ্ছা করেন আপনার সহিত মিলাইয়া লয়েন।

কে'ই বা তাঁহার নিকটে, কাহাকেই বা তাঁহা হইতে দূরে বলিব? তিনি নিজেই নিজে সর্ব্বত্র পূর্ণ হইয়া আছেন।

তিনি যাঁহাকে অন্তরাত্মার গতি অর্থাৎ আপনার প্রাপ্তি বিষয়ে সীমা জানায়েন হে নানক! সে জনকে প্রভু আপনি বুঝায়েন, জ্ঞাত করায়েন (অথবা অন্তর্য্যামীরূপে বা অন্তর্মুখী করিয়া তিনি যাহাকে জানান হে নানক! সেই জনই তাঁহাকে বুঝিতে পারে।*)

টীকা ঃ— কীআ=কৃত, সৃষ্টি। বিসথার=বিস্তার। একংকারু=একমাত্র, এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর।

* অপর অর্থ—সাক্ষীরূপে যিনি সকলের অন্তঃকরণে (গত) অবস্থিত; তিনি যাহাকে আপনি জানায়েন শ্রীগুরু নানক কহিতেছেন, তাহাকে নিজ স্বরূপ বুঝায়েন (ফরিদ কোট)।

অংতরি গতি=অন্তর্মুখী, অন্তরাত্মার গতি। অন্তরের উচ্চাবস্থা। Macauliffe=Nanak, god causeth that man to understand him whom he teacheth that He himself is within him.

(৬)

সরব ভূত আপি বরতারা ॥
সরব নৈন আপি পেখনহারা ॥

সগল সমগ্রী জাকা তনা ॥
আপন জসু আপ হী সুনা ॥

আবন জানু একু খেলু বনাইআ ॥
আগিআকারী কীনী মাইআ ॥

সভ কৈ মধি অলিপতো রহৈ ॥
জো কিছু কহণা সু আপে কহৈ ॥

আগিআ আবৈ আগিয়া জাই ॥
নানক জা ভাবৈ তা লএ সমাই ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ

৬। সর্ব্বভূতে তিনি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান এবং সকল জীবের নেত্রদ্বারা তিনি আপনিই দেখেন।

সমস্ত সংসার সামগ্রী যাঁহার তনু, (সেই দেহে) আপনার যশ তিনি আপনিই শুনেন।

আসা যাওয়া, জন্মমৃত্যুরূপ এক খেলা তিনি সৃজন করিয়াছেন এবং মায়াকে তাঁহার আজ্ঞাধীনা করিয়াছেন ;

কিন্তু সকলের মধ্যে থাকিয়াও তিনি অলিপ্ত। জীবকে যাহা কিছু কহিতে হইবে তাহা তিনি আপনিই কহেন ;

জীব তাঁহার আজ্ঞাতে আসে এবং আজ্ঞাতে যায়। হে নানক! যখন তিনি ইচ্ছা করেন, জীবকে আপনার সহিত মিলাইয়া লয়েন।

টীকা :— বরতারা=বর্ত্তমান রহিয়াছেন। নৈন=নেত্র, নয়ন।

পেখনহারা—দ্রষ্টা। সমগ্রী=সামগ্রী, বস্তু। তনা=তনু, শরীর। অলিপত, =অলিপ্ত, নির্লিপ্ত।

(৭)

ইসতে হোই সু নাহী বুরা ॥
ওরৈ কহহু কিনৈ কছু করা ॥

আপি ভলা করতূতি অতি নীকী ॥
আপৈ জানৈ অপনে জী-কী ॥

আপি সাচু ধারী সভু সাচু ॥
ওতি পোতি আপন সংগি রাচু ॥

তাকী গতি মিতি কহী ন জাই ॥
দূসর হোই ত সোঝী পাই ॥

তিসকা কীআ সভু পরবানু ॥
গুর প্রসাদি নানাক ইহু জানু ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ

প্রভু মঙ্গলময়—

৭। প্রভু হইতে যাহা কিছু হয় তাহা কখনও মন্দ হয় না। বল, তিনি ভিন্ন আর কেহ কিছু করিয়া-(দেখাইয়াছেন) কি ?

প্রভু নিজে ভাল এবং তাঁহার কার্য্যও অতি উত্তম। তিনি আপনার মনের কথা আপনিই জানেন।

প্রভু আপনি সত্য, আপনার ধৃত সমস্তই সত্য। তিনি নিজেই আপনাতে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

তাঁহার সীমা পরিসীমা কহা যায় না; তাঁহার দোসর (তাঁহার ন্যায় দ্বিতীয়) কেহ থাকিলে বুঝা যাইত।

তিনি যাহা কিছু করেন তাহাই প্রমাণ, স্বতঃসিদ্ধ—হে নানক! গুরু কৃপায় ইহা (সত্য করিয়া) জান।

টীকা ঃ— বুরা=মন্দ। ওরৈ=তিনি ভিন্ন। কিনৈ=কেহই। *করতুতি কর্ম্ম। নীকী=উত্তম; অন্যত্র নীকী (নিকী)=ছোট, ক্ষুদ্র (অষ্টপদী। ১৭।৫) জী-কী=মনের অভিপ্রায়, মনের কথা। দূসর=দ্বিতীয়। সোঝী পাই=বুঝিতে পারে, তুলনা দ্বারা বুঝা যাইত।

(৮)

জো জানৈ তিস সদা সুখু হোই ॥
আপি মিলাই লএ প্রভু সোই ॥

ওহু ধনৰংতু কুলৰংতু পতিৰংতু ॥
জীৰন মুকতি জিসু রিদৈ ভগৰংতু ॥

ধংনু ধংনু ধংনু জনু আইআ ॥
জিসু প্রসাদি সভু জগতু তরাইআ ॥

জন আৱন কা ইহৈ সুআউ ॥
জন কৈ সংগি চিতি আৱৈ নাউ ॥

আপি মুকতু মুকতু করৈ সংসারু ॥
নানক তিসু জন কউ সদা নমসকারু ॥ ৮ ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ

জীবন্মুক্তের লক্ষণ—

৮। যিনি "প্রভু মঙ্গলময়" ইহা জানেন, তিনি সর্ব্বদা সুখী। কারণ, প্রভু নিজে তাহাকে আপনার সহিত মিলাইয়া লয়েন।

তিনিই ধনবান, কুলীন, প্রতিষ্ঠাবান এবং জীবন্মুক্ত যাঁহার হৃদয়ে ভগবান বাস করেন।

তাঁহার (সন্তের) জগতে আগমন ধন্য, ধন্য, ধন্য যাঁহার কৃপায় সমস্ত জগৎ তরিয়া যায়।

(সন্তের) জগতে আসার ইহাই প্রয়োজন যে, তাঁহার সঙ্গ পাইয়া জীবের চিত্তে নাম প্রকাশিত হইবে।

যিনি আপনি মুক্ত হইয়া সংসারকে মুক্ত করেন হে নানক! সেই সন্তজনকে সর্ব্বদা নমস্কার।

টীকা :— পতিৱংত=সম্মানাস্পদ, প্রতিষ্ঠাবান। জীৱন মুকত—জীবন্মুক্ত, যিনি জীবিত অবস্থায় (মায়ার বন্ধন হইতে) মুক্ত হইয়াছেন। জন্থ=জন, ভগবদ্ভক্ত, সাধু বা সেবক।

সলোকু (শ্লোক)

পূরা প্রভু আরাধিআ পূরা জা কা নাউ ॥
নানক পূরা পাইআ পূরে কে গুণ গাউ ॥১॥

বঙ্গানুবাদ

১। পূরা প্রভু, পূর্ণ (সৎ) গুরু, যাঁহার নাম পূর্ণ; এমন পূর্ণ প্রভুকে যাঁহারা আরাধনা করিয়াছেন তাঁহারাই পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন; হে নানক! তুমিও পূর্ণ প্রভুর গুণগান কর।

অষ্টপদী ২৪

পূরে গুর কা সুনি উপদেসু ॥
পারব্রহম নিকটি করি পেখু ॥

সাসি সাসি সিমরহু গোবিংদ ॥
মন অংতর কী উতরৈ চিংদ ॥

আস অনিত তিআগহু তরংগ ॥
সংত জনা কী ধূরি মন মংগ ॥

আপি ছোড়ি বেনতী করহু ॥
সাধ সংগি অগনি সাগর তরহু ॥

হরি ধন কে ভরি লেহু ভংডার ॥
নানক গুর পূরৈ নমসকার ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ

১। হে ভাই! পূর্ণ গুরুর উপদেশ শ্রবণ কর এবং পরব্রহ্মকে আপনার সম্মুখে প্রত্যক্ষ কর।

শ্বাসে শ্বাসে গোবিন্দকে স্মরণ কর; তাহা হইলে তোমার মনের অন্তরস্থিত চিন্তা দূর হইবে।

সমুদ্রে তরঙ্গের ন্যায় অনিত্য আশার লহরী ত্যাগ কর। মনেতে সাধুর চরণ ধূলি প্রার্থনা কর।

অহং ভাব ত্যাগ করিয়া গুরুদেবের অগ্রে বিনতি কর। সাধু সঙ্গে মিলিত হইয়া সংসাররূপ অগ্নি সমুদ্র পার হও।

অন্তঃকরণরূপ ভাণ্ডার হরিনাম-ধন দ্বারা পূর্ণ করিয়া লও। নানক! পূর্ণ সদগুরুকে নমস্কার।

অথবা

হে নানক! পূর্ণ সদগুরুকে নমস্কার পূর্ব্বক হরিনামরূপ ধন দ্বারা অন্তঃকরণরূপ ভাণ্ডার ভরিয়া লও।

টীকা :—পূরে গুরু=পূর্ণগুরু, পূর্ণ-সদ্‌গুরু। নিকটি করি=আপনার নিকটে, সঙ্গে; পেখু=দেখ। চিংদ=চিন্তা। মংগ=মাগ। বিনতী= বিনীত নিবেদন, প্রার্থনা, মিনতি। অগনি=অগ্নি।

(২)

খেম কুসল সহজ আনংদ ॥
সাধ সংগি ভজু পরমানংদ ॥

নরকি নিৱার উধারহু জীউ ॥
গুন গোবিংদ অংম্রিত রস পীউ ॥

চিতি চিতৱউ নারাইণ এক ॥
এক রূপ জাকৈ রংগ অনেক ॥

গোপাল দামোদর দীন দইআল ॥
দুখ ভংজন পূরন কিরপাল ॥

সিমরি সিমরি নামু বারংবার ॥
নানক জীঅ কা ইহৈ অধার ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ

২। হে ভাই! সাধু সঙ্গে পরমানন্দ প্রভুকে ভজনা কর; তাহা হইলে তোমার ক্ষেম, কুশল এবং সহজ আনন্দ লাভ হইবে।

নরক নিবারণ গোবিন্দের গুণরূপ অমৃতরস পান করিয়া আত্মাকে উদ্ধার কর।

চিত্তে এক নারায়ণকে চিন্তা কর—যাঁহার রূপ এক, কিন্তু লীলা অনেক।

হে গোপাল! হে দামোদর! হে দীন-দয়াল! হে দুঃখ-ভঞ্জন! হে পূর্ণ কৃপাল!

(এই সকল নামে) তাঁহাকে বারম্বার স্মরণ কর; হে নানক! ইহাই জীবের (প্রাণের) আধার।

টীকা :—খেম=ক্ষেম—কল্যাণ, শুভ, মোক্ষ, মুক্তি বা লব্ধ বস্তুর রক্ষা। ফরিদকোট শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া প্রথম দুই পংক্তির অর্থ করিয়াছেন—

"প্রাপ্ত সুখের রক্ষা (ক্ষেম) এবং অপ্রাপ্ত সুখের প্রাপ্তি (কুশল) ও আত্মানন্দ এই সকল তোমার লাভ হইবে যদি সন্তের সহবাসে পরমানন্দরূপ ভগবানের ভজনা কর।" অপর টীকাকার কেহ কেহ—"সাধু সঙ্গে পরমানন্দ প্রভুর ভজন কর ; তাহাতে তোমার রক্ষা (মুক্তি), সুখ, শান্তি এবং আনন্দ লাভ হইবে "।

(৩)

উতম সলোক সাধ কে বচন ॥
অমুলীক লাল এহি রতন ॥

সুনত কমাৱত হোত উধারু ॥
আপি তরৈ লোকহ নিসতার ॥

সফল জীৱনু সফলু তাকা সংগু ॥
জাকৈ মনি লাগা হরি রংগু ॥

জৈ জৈ সবদু অনাহদু ৱাজৈ ॥
সুনি সুনি অনদ করে প্রভু গাজৈ ॥

প্রগটে গুপাল মহাংত কৈ মাথৈ ॥
নানক উধরৈ তিন কৈ সাথৈ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ

৩। সাধু দিগের বচন উত্তম—শ্লোক, যশোগাথা, ইহা লাল—প্রেমময়, অমূল্য রত্নস্বরূপ।

যিনি ইহা শ্রবণ করেন এবং উপদেশ অনুসারে কার্য্য করেন তিনি উদ্ধার হয়েন। তিনি নিজে উদ্ধার হন এবং অপরকেও উদ্ধার করেন।

তাঁহার জীবন সফল এবং তাঁহার সঙ্গও সফল যাঁহার হৃদয়ে হরি প্রেমের রং লাগিয়াছে।

তাঁহার হৃদয়ে অনাহত-শব্দ বাজিতে থাকে, তিনি কর্ণে তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দ করেন এবং (অন্তরে) প্রভু গর্জ্জন করিতেছেন মনে করিয়া 'জয়' 'জয়' ধ্বনি করেন।

যে সন্ত মহাত্মার মস্তকোপরি প্রভু গোপালজী প্রকটিত হয়েন হে নানক! তাঁহার সঙ্গে বহু জীব উদ্ধার হয়।

টীকা ঃ— শ্লোক=যশোগান। লাল=লাল পদ্মরাগ মণির ন্যায় বা প্রেমময়। অমুলীক=অমূল্য। "জৈ জৈ সবদু অনাহদু ৰাজৈ"='অনাহত শব্দের' ধ্বনির নানা প্রকার বর্ণনা পাওয়া যায়। কেহ বলেন এই শব্দের ধ্বনি 'ওঁ'; কেহ বলেন "সোহং হংস"। এখানে বলিতেছেন এই শব্দের ধ্বনি "জয় জয়"। তাঁহার হৃদয় হইতে 'জয়' 'জয়' রূপ অনাহত শব্দ উত্থিত হয় এবং প্রভু হৃদয়ে থাকিয়া জয়ধ্বনি দিতেছেন মনে করিয়া আনন্দ করেন। গাজৈ=গর্জ্জন করে। প্রগটৈ=প্রকটিত (সাক্ষাৎকার) হন, প্রকাশিত হন।

(৪)

সরনি জোগু সুনি সরনী আএ ॥
করি কিরপা প্রভু আপি মিলাএ ॥

মিটি গএ বৈর ভত্র সভ রেনু ॥
অংম্রিত নামু সাধ সংগি লৈন ॥

সু প্রসংন ভএ গুরদেৰ ॥
পূরন হোঈ সেৰক কী সেৰ ॥

আল জংজাল বিকার তে রহিতে ॥
রাম নাম সুনি রসনা কহতে ॥

করি প্রসাদু দইআ প্রভু ধারী ॥
নানক নিবহী খেপ হমারী ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ

গ্রন্থকারের কৃতজ্ঞতা নিবেদন—

৪। (যে সদ্‌গুরুর শরণে আসিয়াছি) তিনি শরণ্য, রক্ষা করণে সমর্থ শুনিয়াই তাঁহার শরণ (আশ্রয়) লইয়াছি। কৃপা করিয়া প্রভু (দাসকে) আপনার সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন।

সাধু সঙ্গে প্রভুর অমৃত নাম লইয়াছি; আমার বৈরভাব মিটিয়া গিয়াছে; এবং আমি সকলের চরণ রেণু হইয়াছি।

গুরুদেব আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছেন। দাসের সেবা পূর্ণ হইয়াছে।

রাম নাম শ্রবণ করিয়া এবং রসনাদ্বারা উচ্চারণ করিয়া আমি গৃহজঞ্জাল এবং কামাদি বিকার হইতে রহিত হইয়াছি।

কৃপা করিয়া প্রভু আমাকে দয়া করিয়াছেন। হে নানক! আমার খেপ পূর্ণ হইয়াছে।

(৫)

প্রভ কী উসততি করহু সংত মীত ॥
সাৱধান ইকাগর চীত ॥

সুখমনী সহিজ গোৱিংদ গুন নাম ॥
জিসু মনি বসৈ সু হোত নিধান ॥

সরব ইছা তাকী পূরনি হোই ॥
প্রধান পুরখু প্রগটু সভ লোই ॥

সভতে ঊচ পাএ অসথানু ॥
বহুরি ন হোৱৈ আৱনু জানু ॥

হরি ধনু খাটি চলৈ জন সোই ॥
নানক জিসহি পরাপতি হোই ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ

গুরু এই পৌড়ী এবং ইহার পরবর্ত্তী তিনিটি পৌড়ীতে সুখমনী সাহিবজীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছেন—

৫। হে সন্ত মিত্র! সাবধান হইয়া—একাগ্র চিত্তে প্রভুর স্তুতি কর।

এই সুখমনীতে সহজ গোবিন্দনাম এবং গুণ বর্ণন আছে। ইনি যাঁহার হৃদয়ে বসেন তিনি গুণের নিধি হন।

তাঁহার সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয়; তিনি সর্ব্বলোকে পুরুষশ্রেষ্ঠরূপে প্রকটিত হয়েন।

তিনি সকলের উচ্চ-স্থান (পরমপদ) প্রাপ্ত হন। তাঁহাকে পুনরায় আসা যাওয়া করিতে হইবে না।

হে নানক! তিনি হরিনাম-ধন সঞ্চয় করিয়া পরলোকে গমন করেন, যিনি 'সুখমনী' প্রাপ্ত হন।

টীকা:—উসততি=স্তুতি। সাৱধান=অবধানতার সহিত, ধ্যানের সহিত। লোই=লোকে, ত্রিজগতে। পরাপতি=প্রাপ্তি।

(৬)

খেম সাংতি রিধি নৱনিধি ॥
বুধি গিআনু সরব তহ সিধি ॥

বিদিআ তপু জোগু প্রভ ধিআনু ॥
গিআনু শ্রেসট ঊতম ইসনানু ॥

চার পদারথ কমল প্রগাস ॥
প্রভ কৈ মধি সগল তে উদাস ॥

সুংদর চতুর ততু কা বেতা ॥
সমদরসী এক দ্রিসটেতা ॥

ইহ ফল তিসু জন কৈ মুখি ভনে ॥
গুর নানক নামু বচন মনি সুনে ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ

৬। এই সুখমনী সাহেবে ক্ষেম (কল্যাণ), শান্তি, ঋদ্ধি, নবনিধি, বুদ্ধি, জ্ঞান, সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি—

ব্রহ্ম-বিদ্যা, তপ, যোগ, প্রভুর ধ্যান, শ্রেষ্ঠ-জ্ঞান, উত্তম (তীর্থ) স্নান—

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারি পদার্থ, সকলই (ইঁহাতে) আছে। সুখমনী পাঠ বা শ্রবণে হৃদকমল বিকসিত হয়। সংসারে সর্ব্বজন পরিবেষ্টিত থাকিয়াও তিনি উদাসী, নির্লিপ্ত বা অসঙ্গ হন।

তিনি সুন্দর, চতুর, তত্ত্ববেত্তা ও সমদর্শী হইয়া সর্ব্বত্র এক ব্রহ্মকেই দর্শন করেন।

শ্রীগুরু নানকদেব প্রদর্শিত নামের মাহাত্ম্য সূচক বাণী এই সুখমনী। যাঁহারা ইহা মন দিয়া শ্রবণ করেন বা মুখে উচ্চারণ করেন তাহারা পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ফল প্রাপ্ত হন।

(৭)

ইহু নিধানু জপৈ মনি কোই ॥
সভ জুগ মহি তাকী গতি হোই ॥

গুণ গোবিংদ নাম ধুনি বাণী ॥
সিংম্রিতি সাসত্র বেদ বখাণী ॥

সগল মতাংতু কেবল হরিনাম ॥
গোবিংদ ভগত কৈ মনি বিস্রাম ॥

কোটি অপ্রাধ সাধ সংগি মিটৈ ॥
সংত কৃপা তে জম তে ছুটৈ ॥

জাকৈ মসতকি করম প্রভি পাত্র ॥
সাধ সরণি নানক তে আএ ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ

৭। নামের নিধি এই সুখমণী যদি মনোযোগ সহকারে কেহ জপ অর্থাৎ আবৃত্তি করেন সকল যুগেই তাঁহার গতি হইবে।

ইঁহার বাণী সমূহে গোবিন্দের গুণ এবং নামের মহিমা ধ্বনিত হইয়াছে, যে মহিমা স্মৃতি, শাস্ত্র এবং বেদ ব্যাখ্যা করে।

কেবল হরিনাম'ই সর্ব্ব-সিদ্ধান্ত মত। এই 'হরিনাম' গোবিন্দ ভক্ত জনের হৃদয়ে বাস করেন।

সাধু সঙ্গে কোটি অপরাধ মিটিয়া যায়। সাধুর কৃপায় জীব যমের হাত হইতে উদ্ধার পায়।

যাঁহাদের মস্তকে প্রভু উত্তম কর্ম্ম লিখিয়া দিয়াছেন ; হে নানক! তাঁহারাই সাধুর শরণ গ্রহণ করেন।

(৮)

জিসু মনি বসৈ সুনৈ লাই প্রীতি ॥
তিসু জন আবৈ হরি প্রভু চীতি ॥

জনম মরন তাকা দূখু নিবারৈ ॥
দুলভ দেহ তত কাল উধারৈ ॥

নিরমল সোভা অংম্রিত তাকী বানী ॥
এক নামু মন মাহি সমানী ॥

দূখ রোগ বিনসে ভৈ ভরম ॥
সাধ নাম নিরমল তাকে করম ॥

সভ তে ঊচ তাকী সোভা বনী ॥
নানক ইহ গুণ নামু সুখমনী ॥ ৮ ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ

৮। এই গ্রন্থের বাণী যাঁহার মনে বসে এবং প্রীতিপূর্ব্বক যিনি ইহা শ্রবণ করেন তাঁহারই মনে হরিস্মৃতি হয়, হরি তাঁহার স্মরণে আসে।

তাঁহার জন্মমরণরূপ দুঃখের নিবৃত্তি হয় এবং সেইক্ষণে তাঁহার এই দুর্লভ মনুষ্য দেহের উদ্ধার হয়।

যে হেতু একমাত্র হরিনামই তাঁহার মনে সমাহিত হয়, সেকারণ তাঁহার শোভা নির্ম্মল হয় এবং বাণী অমৃতময় হয়।

তাঁহার দুঃখ, রোগ, ভয় এবং ভ্রম বিনষ্ট হয়; তাঁহার কর্ম্ম নির্ম্মল, শুদ্ধ হয় এবং নাম তাঁহার সাধু হয়, তিনি সাধু বলিয়া পরিগণিত হন।

তাঁহার শোভা সকলের অপেক্ষা উচ্চে হয়। হে নানক! এই সমস্ত গুণ হইতে আছে, এজন্য ইহার নাম হইয়াছে—সুখমনী।

সুখমনী সমাপ্ত